আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মুখবন্ধ

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম থেকে রওনা হ'য়ে ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার দেওঘরে এসে পেঁছান। তিনি দেওঘরে আসা অবধি এখানকার রোহিনী রোডস্থ বড়াল-বাংলোয় (অধুনা ঠাকুর-বাংলা) অবস্থান করেন। অবশ্য ১৯৫২ সালের বর্ষাকাল, শরৎকাল ও শীতকালে কিছুদিন তিনি দুমকায় মুখার্জ্জী পার্কে অতিবাহিত করেন। দেওঘরে আসার পর প্রথম কুড়ি মাসের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব কম সংখ্যক বাণী দেন এবং যা' বলেন তার প্রায় সবই ইংরেজী বাণী। এই বাণীগুলি ১৯৪৯ সালে 'Magna dicta' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। যা' হো'ক ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে দয়াল একদিন সকালবেলায় বড়াল-বাংলোর গোল তাঁবুতে বসে শ্রীমান প্রফুল্লকুমার দাসকে বলেন, "সব সময় আমার কাছে উপস্থিত যদি থাকতে পারিস ভাল হয়, পরমপিতা কত কথা কত সময় মাথায় দেন, কাউকে ডেকে বলতে গেলে ভেঙ্গে যায়, সামনে থাকলে তখন-তখন শুনে লিখে নিতে পারিস।" সেই থেকে প্রফুল্ল সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকতে সুরু করে এবং তিনি যখন যে বাণী দেন তা' লিপিবদ্ধ করে। এই সময় থেকে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা-অনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানুসরণের মত সহজ ভাষায় কিছু বাণী দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ধরণের প্রথম বাণী দেন ১৯৪৮ সালের ১০ই মে (বাং—১৩৫৫ সালের ২৭শে বৈশাখ) সোমবার, বেলা এগারটায়। যদিও চলার সাথী, নারীর নীতি, যাজন সঙ্কেত, যাজক নীতি, পথের কড়ি প্রভৃতি পুস্তকে তিনি অজস্র গদ্যবাণী ইতঃপূর্ব্বেই দান করেন, তবুও তিনি এই পর্য্যায়ের বাণী দিতে সুরু ক'রে এক থেকে ক্রমানুযায়ী পর-পর এগুলির নম্বর লিখে রাখতে বলেন। ঐ দিন থেকে তারিখ ও সময়ের উল্লেখসহ বাণীগুলির ধারাবাহিক নম্বর দিয়ে যাওয়া হয়। এই বাণীগুলি দিতে আরম্ভ করার কিছুদিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন যে, এই ধরণের অন্ততঃ চার শ' বাণী দেবেন। চার শ' যখন হ'য়ে গেল, তখন বলেন—সাত শ'-খানেক দিলে হয়। সাত শ' পুরে গেলে বলেন—হাজারখানেক দিলে মন্দ হয় না। মাসছয়েকের মধ্যে হাজার সংখ্যা হয়ে গেল। তখন আমাদের মধ্যে একজন বলেন, কোরানে ছ'হাজারের উপর বাণী আছে এবং তাতে জীবনের সকল দিকের কথাই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথা শুনে বলেন—পরমপিতার ইচ্ছা থাকলে বাণীর সংখ্যা ও পরিধি ঐ রকম হ'য়ে যেতে পারে। এইভাবে ক্রমাগত বাণীর সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য বিস্তারলাভ করতে থাকে।

১৫৫৬ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী যখন দেওয়া হয়, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—এ পর্য্যন্ত যা' দেওয়া হয়েছে, সেগুলি শ্রেণীবিভক্ত ক'রে কয়েকখানা বই ছাপালে হয়। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ১৫৫৬টি বাণীর অন্তর্গত ৮৭টি বাণী নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৮শে জুলাই 'যতি-অভিধর্ম্ম' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ ৮৭টি বাণীর প্রত্যেকটি বাণীই শাশ্বতী ও সম্বিতীর মধ্যে পুনরায় শ্রেণী-অনুযায়ী স্থান পায়। যাহো'ক, অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বাণীগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় শাশ্বতী

৩ খণ্ড এবং অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রদত্ত বিস্তৃততর বাণীগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় সম্বিতী ৩ খণ্ড। এই প্রকাশনার তারিখ ৬ই জুলাই, ১৯৫১। বলা বাহুল্য, যেমন সহজ ভাষায় বাণীগুলি বলবেন বলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমটা ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে নানা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য ও জটিলতার দরুন ভাষার সে আটপৌরে রকম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ সব ব্যাপারের অন্তর্নিহিত মরকোচ ও কার্য্যকারণ সম্পর্ক সংহতভাবে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ভাষা স্বতঃই ঋদ্ধতর রণনে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষার শক্তিমত্তা ও ঐশ্বর্য্য এক মহিমময় উত্তুংগ অভিব্যক্তি লাভ করেছে এখানে। এর মধ্যে কোথাও একটি বাড়তি শব্দ নেই। ভাব, ভাষা, ছন্দ, গতি, ঝংকার, রূপ, রস, কথা, ছবি, বস্তু, তত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রসাদগুণ, ওজোগুণ, মাধুর্য্যগুণ, অনুভূতি, আবেগ, গভীরতা ও সলীলতার এমন বিস্ময়কর সংগতি ও হরিহরাত্ম মিলন আমাদের কমই চোখে পড়েছে। সবারই অজানিতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্ব্বার প্রেরণাসন্দীপী, বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ এক নবীন সাহিত্য অপূর্ব্ব সুরঝংকারে, অনুপম রাগরঞ্জনায়, অভিনব ভাববিভংগে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে—নিখিল-সমস্যা-সমাধানী অমর সম্পদ বুকে নিয়ে। ভগবৎ-প্রেরণা-প্রসূত ব'লে এই মুক্ত, দীপ্ত, অনন্তাভিমুখী মহাজীবনের বাণী এমন ক'রে আমাদের জীবনের মূলে নাড়া দেয়, জাতির নিরুদ্ধ শক্তিকে শতধারায় সঞ্চালিত ক'রে তোলে, দৃষ্টিভংগী, চিন্তা, চলন, জীবনদর্শন সব কিছুতেই নিয়ে আসে এক মহাভাববিপ্লব। এ যেন ভারতের অন্তরাত্মার বাণী, যা' কিনা যুগে-যুগে ঋষির কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এত খুঁটিনাটি ক'রে এত ব্যাপক ও গভীরভাবে ব্যষ্টিজীবন থেকে সমষ্টিজীবন পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বজীবনের বহুবিস্তৃত সর্ব্বাত্মক পটভূমিতে সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বস্তরে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যা'-কিছু নির্দ্দেশ সনাতন পরিপ্রেক্ষায় এমন তন্ন-তন্ন ক'রে চুল চিরে আর কোথাও দেওয়া আছে ব'লে আমাদের জানা নেই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমৃত-অংগনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য অবদানের স্বরূপ ও তাৎপর্য্য আজও নিরূপিত হয়নি। আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি মানুষের সে যোগ্যতাও নেই। ভাবীকালের ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকীদের জন্য হয়ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, কারণ ক্রান্তদর্শী মহামনীষীদের দিয়ে ছাড়া এ কাজ হবার নয়। তবে আজ হোক, কাল হোক, একদিন এই দিব্য-সাহিত্যের সমুচিত মূল্যায়ন হবেই। এটা একটা ঐতিহাসিক অনিবার্য্যতা। সেই শুভলগ্নে আমরা হয়ত পৃথিবীতে থাকব না। তাই সেইসব অনাগত জ্ঞান-তপস্বী এবং পাঠক-সাধারণকে একটি কথা জানান প্রয়োজন এই যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই ধাতুগত ব্যুৎপত্তির উপর লক্ষ্য রেখে বলা। তাঁর সাহিত্যের পঠন, পাঠন, অনুশীলন, অনুধাবন ও ব্যাখ্যাকালে আমরা যেন এই মৌলিক ব্যাপারটি বিস্মৃত না হই। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁর প্রতিটি বাণীর মধ্যে বিধৃত আছে তাঁর কারণলীন জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যসত্তার এক অনুপম প্রাণময় বিকিরণ ও অনুকম্পন, যা' লহমায় আমাদের জড়ত্বাভিহত নিম্নগামী মনকে নির্ঘাত ঊর্দ্ধ্বলোকে আরূঢ় ক'রে তোলেই কি তোলে। তাই নিত্য বেদাভ্যাস হিসাবে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাঁর কথা পড়াই একটা ঊর্দ্ধ্বায়নী সাধনা।

আমরা শাশ্বতী ও সম্বিতীর কথা বলছিলাম। তার মধ্যে যেভাবে

বাণীগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় তা এইরূপ—ধর্ম্ম, আদর্শ, সাধনা, নীতি, দর্শন, আর্য্যকৃষ্টি, বিধি, বর্ণাশ্রম, গার্হস্থ্যনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সদাচার, বৃত্তি, পরনিন্দা, অকৃতজ্ঞতা, দারিদ্র্যব্যাধি, নারী, বিবাহ, প্রজনন, সংজ্ঞা, কর্ম্ম, অনুরাগ, যাজন, চরিত্র, সেবা, সংগঠন, নেতা, রাজনীতি, সমাজ, অন্যায়নিরোধ ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের গদ্যবাণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। এবং এই পর্য্যায়ের শেষ গদ্যবাণীর সংখ্যা হলো ১০৩৯২, তা প্রদত্ত হয় ১৯৬৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, (বাং—১৩৭৫ সালের ৯ই পৌষ) মঙ্গলবার, বেলা ২টা ৫২ মিনিটে। এর ৩৪ দিন পর তাঁর মহাপ্রয়াণ সংঘটিত হয়।

শাশ্বতী ও সম্বিতী (মোট ৬ খণ্ড) প্রকাশিত হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় পরবর্ত্তী ৮৭৪১টি বাণী নিয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। যথা—(১) ধৃতিবিধায়না দুই খণ্ড, (২) আচার চর্য্যা দুই খণ্ড, (৩) আশিস বাণী দুই খণ্ড, (৪) প্রীতি-বিনায়ক দুই খণ্ড, (৫) যাজী-সূক্ত (৬) স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র, (৭) দেবী-সূক্ত, (৮) বিবাহ-বিধায়না, (৯) শিক্ষা-বিধায়না, (১০) তপোবিধায়না দুই খণ্ড, (১১) বিধি-বিন্যাস, (১২) সদ্‌বিধায়না দুই খণ্ড, (১৩) সেবা-বিধায়না, (১৪) নীতি-বিধায়না, (১৫) কৃতি-বিধায়না, (১৬) নিষ্ঠা-বিধায়না, (১৭) দর্শন-বিধায়না, (১৮) আদর্শ-বিনায়ক, (১৯) বিধান-বিনায়ক, (২০) সমাজ-সন্দীপনা, (২১) বিবৃতি-বিনায়না, (২২) বিজ্ঞান-বিভূতি, (২৩) চর্য্যাসূক্ত, (২৪) সংজ্ঞা-সমীক্ষা, (২৫) আর্য্যকৃষ্টি। এ পর্য্যন্ত মোট ১০২৯৬টি বাণী প্রকাশিত হয়। তখন অপ্রকাশিত থাকে ৯৬টি বাণী। তারমধ্যে ৭০টি গদ্যবাণী এবং ২৬টি আশিস-বাণী। এই বাণীগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের ৩ বৎসর পর ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ বিবিধ-সূক্ত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশনা লাভ করে।

শাশ্বতী, সম্বিতীর মধ্যে যে শ্রেণী-বিভাগের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তার সঙ্গে পরবর্ত্তী পুস্তকগুলির নামকরণের সম্পর্ক কি এবং কোন্ পুস্তকের মধ্যে প্রধান কি কি বিষয় সন্নিহিত হয়েছে, তার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এই পুস্তকগুলির নামকরণ করেন। ধৃতি-বিধায়নার ভিতর আছে ধর্ম্ম-সম্পর্কিত বাণী, আচার চর্য্যাতে আছে চরিত্র-বিষয়ক বাণী, প্রীতি-বিনায়কে আছে অনুরাগ-সম্বন্ধীয় বাণী। যাজীসূক্তে আছে যাজনের কথা, নারী জগতের কথা বিধৃত হয়েছে দেবী সূক্তে, সাধনতত্ত্বের বিষয় আছে তপো-বিধায়নায়, সদ্-বিধায়নায় আছে লোক-ব্যবহারের সঙ্কেত, কৃতি-বিধায়নাতে আছে কর্ম্মের নীতিবিধি, আদর্শ-বিনায়কে দেওয়া হয়েছে আদর্শ-বিষয়ক উক্তি, বিধান-বিনায়কে আছে রাজনীতি, শাসনতন্ত্র, শাসন-যন্ত্র ও আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্বন্ধীয় নীতি-নির্দেশ, সমাজ-সন্দীপনায় স্থান পেয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র্য-ব্যাধি, অসৎ-নিরোধ বা অন্যায়-নিরোধ সংক্রান্ত কথন, বিবৃতি-বিনায়নায় আছে প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের সঙ্কেত, চর্য্যাসূক্তের মধ্যে আছে সংঘকর্ম্মীদের আচার, আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সংহতি ও সংগঠন বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থাপনা। অন্যান্য পুস্তকগুলির নাম সুস্পষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণতলে বসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করার দুর্লভ সৌভাগ্য যারা লাভ করেছে,

ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে তাদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ১০৩৯২টি বাণীর অর্দ্ধেকেরও বেশী সংখ্যক বাণী প্রদত্ত হয় প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে, অবশিষ্ট বাণীগুলি প্রদত্ত হয় পরবর্ত্তী সাড়ে পনের বৎসরের মধ্যে। প্রথম পাঁচ বৎসরের বাণীর শ্রুতিলিখন ও তা থেকে পাকা খাতায় লিপিবদ্ধ করণের কাজ সম্পাদিত হয় প্রায় একক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস কর্ত্তৃক। তৎপর ১৯৫৩ সালে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রেবতীমোহন বিশ্বাস প্রফুল্লর সহকারী হিসাবে যোগদান করে। তারপর থেকে এরা সবাই মিলে একযোগে বাণী লিখতে থাকে। কিন্তু আরো ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাণীগুলি পাকা খাতায় লেখার কাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী প্রফুল্লর হাতে থাকে। ততদিনে ৯২৮২টি বাণী পাকা খাতায় লেখা হয়ে যায়। ৯২৮২ নং বাণী প্রদত্ত হয় ১৯৬০ সালের ২৩শে আগষ্ট বেলা ১০টা ২৬ মিনিটে। অবশিষ্ট বাণীগুলি দেবীপ্রসাদ পাকা খাতায় তোলে। ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এত কথা ভূমিকায় লিখতে হচ্ছে। ১৯৫৯ সালে শ্রীমান আতপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও ১৯৬১ সালে শ্রীমান মণিলাল চক্রবর্ত্তী সহকারীর দলে যোগ দেয়। তারাও অল্পসংখ্যক আলোচ্য বাণীর শ্রুতিলিখনে অংশগ্রহণ করে। ভবিষ্যৎ মানবসমাজের হিতার্থে প্রত্যেকটি কাঁচা খাতা ও পাকা খাতা সুরক্ষিত আছে ও থাকবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময় শ্রীমান সুনীলকুমার করণ বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। টাইপিষ্ট স্বর্গত দীনবন্ধু দত্তের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আরো অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য এই বিপুল ইষ্টীপূত কর্ম্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত আছে। পরমদয়ালের চরণে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি।

এরপর বর্ত্তমান পুস্তকের ইতিবৃত্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখান্তে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করব। বিষয়বস্তু হিসাবে আলাদা-আলাদা বই যখন প্রকাশিত হতে থাকে, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় বলেন,—এই সমস্ত গদ্য বাণীগুলি পর-পর ধারাবাহিকভাবে দিন, তারিখ ও সময়ের উল্লেখ-সহ যদি প্রকাশ করা যায়, তাহ'লে তা' থেকে মানুষ অনেক কিছু মালমশলা পেয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তার সঙ্গে আরো আছে দেশকালাধীন জীয়ন্ত বাস্তবের উষ্ণশ্বাস-সমন্বিত এক প্রত্যক্ষ স্পর্শ—যা' পরমদয়ালকে যেন কিছুটা আমাদের বোধের দরজায় উপস্থাপিত ক'রে তোলে। আমরা যারা এই লেখার বিভিন্ন পর্ব্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তাদের কাছে তো এই দিন তারিখ ইত্যাদি রীতিমত পুরুষোত্তম-লীলাস্মৃতি-উদ্দীপী চিৎপাবন ধ্যানসূত্র বিশেষ। এই বাণীগুলির তারিখ ও তত্তৎদিনের শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথনগুলি যদি মিলিয়ে পড়া যায় তাহ'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি সম্পর্কে এক গভীর ও অন্তরঙ্গ বোধ গজিয়ে উঠবে আমাদের। "তাঁহার অনন্ত লীলা বোঝে সাধ্য কার?" তবু আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা দেয়, ততটুকুই আমাদের লাভ। আবার "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।" হ্যাঁ! এই পুস্তকের নাম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমটা বলেন—

'আগমবাণী
প্রাতি-অভিমোক্ষ'

—এমনতর নাম দিলে হয়। কিছুদিন পরে নির্দ্দিষ্টভাবে ঐ বইয়ের নাম দিলেন—'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ'। **এখানে আর্য্য কথাটি জাতিতত্ত্বের দিক থেকে**

বিচার না ক'রে ধাতুগত অর্থে নেওয়া হয় এইই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। আর বিশ্বজনীনতার দিক থেকে তার অর্থগৌরব ও আবেদন বিপুলতর ও মহত্তর। ফলকথা—আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—উন্নতিপ্রগতিমুখর মোক্ষাভিমুখী চলনচর্য্যা। এই নামটির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র ভাববাদের মূল সুর ও প্রাণনসূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়। মনুষ্যসমাজের প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমগ্র সমষ্টি পরমপুরুষার্থ লাভ করুক অর্থাৎ যুগপৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তথা সাত্বত সুখ, শান্তি, আনন্দ ও জীবন্মুক্তির আলিঙ্গনে কৃতকৃত্য হ'য়ে উঠুক এই ছিল তাঁর অন্তরের আকুল কামনা। এর মূলে চাই কর্ম্মমুখর, জ্ঞানঘন, বৃত্তিভেদী, যোগজৃম্ভী, ঊর্জ্জীভক্তি। তাঁর ভাববাদকে তাই বলা যায়—পুরুষোত্তম-কেন্দ্রিক, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-সমন্বিত, সমষ্টি-উৎসারণী, বিশ্বাত্মবোধ-ঋদ্ধ সক্রিয় সাত্বতবাদ যার গন্তব্য হ'চ্ছে ইষ্ট, অহং এবং বিশ্বপরিবেশের সমন্বয়সাধনের ভিতর-দিয়ে সপারিপার্শ্বিক ঈশ্বরপ্রাপ্তি। শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীগুলির ভিতর কর্ম্মের উপর প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন। কিন্তু সে কর্ম্মের উৎস ও লক্ষ্য হলো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা, যা' মানুষকে স্বতঃই অহঙ্কারমলিন কামনাবাসনা, মোহ, স্বার্থান্ধতা ও প্রবৃত্তি-বশ্যতার ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ক'রে তাকে তার নিত্যকালীন স্বরূপে সুস্থিত করে। সে তখন হয় চিরতৃপ্ত, আপ্তকাম। তার অন্তরবাহিরের কাঙালপনা জন্ম-জন্মান্তরের মত ঘুচে যায়। এই পরম পরিণতিলাভের দাউদহনী ক্ষুধা বুকে নিয়ে জান্তে-অজান্তে প্রতিটি মানবাত্মা নিরন্তর কেঁদে ফিরছে। পরমপুরুষও বৎসহারা গাভীর মত পথভ্রান্ত আমাদের খুঁজে ফিরছেন। তাই তো তিনি জীবের প্রতি অহেতুক করুণাবশে মানুষ হয়ে মাটির পৃথিবীতে জন্ম নেন, পইপই করে দেখিয়ে দেন চলার পথ। আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের ছত্রে-ছত্রে আছে সেই শাশ্বত, সাত্বত চলার পথের অভ্রান্ত দিগ্-দর্শন।

পরিশেষে আরো কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানান হচ্ছে। শাশ্বতী, সম্বিতীর মধ্যে ১৫৫৬ নম্ববরের পরের বাণীও কয়েকটি দেওয়া আছে। ১৫৫৬ নম্বরের মধ্যে কয়েকটি বাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের তাৎকালিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী শাশ্বতী, সম্বিতী বা অন্য কোন পুস্তকে দেওয়া হয়নি। এবার সেগুলি সবই সন্নিবেশিত করা হ'লো। কয়েকটি ছোট ছোট ছড়াকে গদ্যবাণী হিসাবে ধরে নম্বর দেওয়া আছে। এর কোন-কোন ছড়া হয়ত অনুশ্রুতির কোন-কোন খণ্ডে মিলতে পারে। তাড়াতাড়িতে লেখার সময় কোন-কোন বাণীর তারিখ আছে, সময় লেখা নেই। কোন-কোন বাণী উপর্য্যুক্ত বাণী-লেখকগণ ব্যতীত অপরে লিখেছে, তেমন অল্প-সংখ্যক বাণীর তারিখ ও সময় কিছুই নেই। শুধু ইংরাজী তারিখ থাকলে চলতে পারে বিবেচনায় বর্ত্তমান পুস্তকে একমাত্র ইংরাজী তারিখটাই রাখা হলো। কয়েকটি খাতায় না থাকা অথচ বইতে প্রকাশিত বাণী ১৫৫৬ নম্বরের মধ্যে আনতে গিয়ে মূল খাতার বাণীর নম্বরের সাথে সামান্য হেরফের হয়েছে। পাকা খাতায় কয়েকটি বাণীর (ক), (খ) আছে, এগুলি কিন্তু ভিন্ন বাণী, এই পুস্তকে পাকা খাতার নম্বরের পারম্পর্য্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তারিখ বা সময়ের দিকে নয়। সেই জন্য অনেক সময়ে পরের লেখা আগে চলে এসেছে এবং আগের লেখা পরে চলে গেছে। বাণীগুলি বিভিন্ন লেখকের কাঁচা খাতায় থাকায়, সেগুলি একহাতে সংগ্রহ ক'রে পাকা খাতায় লিখতে গিয়ে এইজাতীয় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়েছে। ১০৩৯২টি বাণীর সবগুলি ক্রমিক সংখ্যা ভেঙ্গে পুনরায় লিখতে এবং সূচী তৈরী করতে বিপুল পরিশ্রম ও

সম্পাদনের প্রয়োজন হ'লেই সে কার্য্য হ'তে বিরত হ'তে হলো। অনেক জায়গায় বিরাম-চিহ্ন ঠিক শাশ্বতী সন্বিতীতে যেমন ছাপা আছে তেমনটি না রেখে লোক-সৌকর্য্যার্থে একটু অদলবদল করা হয়েছে। ঐ একই কারণে লাইনও কোথাও কোথাও নূতনভাবে ভাঙ্গা হয়েছে। কোন-কোন ছাপা বাণীতে একটু-একটু ভুলত্রুটি দেখা যায়, সেগুলি পাকা খাতা দেখে ঠিক ক'রে দেওয়া হ'লো। কয়েকটি বাণী পূর্ব্বের বা পরের কোন বাণীর সাথে হুবহু এক। হুবহু এক এমনতর বাণীর সূচী দুইবার ক'রে করা হয়নি। এরকম এক হওয়ার কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৫৬ সালের অসুস্থতার পরে কখনও-কখনও নিজের পূর্ব্বপ্রদত্ত বাণী দেখেই কপি ক'রে-ক'রে হাতের লেখা ঠিক করতেন। আবার, কখনও-কখনও একেবারে সম্পূর্ণ নতুন বাণীই স্বহস্তে লিখতেন। এর মধ্যে কোন্‌টা নতুন বাণী, কোন্‌টা পুরানো বাণী তা' সব সময় ধরতে না পারায়, সবটাই পাকা খাতায় লিখে রাখা হয়েছে। এইভাবে আগের দেওয়া বাণীও কোন-কোন সময়ে নতুন নম্বর সহযোগে পুনরায় লেখা হয়ে গেছে। আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ প্রথম খণ্ডে ১০৩৫ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী তারিখ ও সময়সহ প্রকাশিত হ'লো। সাড়ে ছ' মাসে এই ১০৩৫টি বাণী প্রদত্ত হয়। পরপর খণ্ডে খণ্ডে এই পুস্তক প্রকাশিত হ'তে থাকবে। এই পুস্তকের সূচী সবার বিশেষ উপযোগী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কোন্ মূল ক্রমিক সংখ্যা কোন্ পুস্তকের কত নম্বর বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং কোন্ বাণীর প্রথম পঙ্‌ক্তি কি তা' এতে পাওয়া যাবে। প্রফুল্ল এবং অন্যান্যের সহযোগিতায় প্রধানতঃ শ্রীমান দেবী, সুনীল ও কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই শ্রমসাধ্য কাজটি করেছে।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের সুনিষ্ঠ পঠন, পাঠন ও অনুশীলন মানবসমাজকে অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স ও বাঞ্ছিত সিদ্ধির পথে পরিচালিত করুক—পরম দয়ালের চরণে এইই আমাদের অন্তরতম প্রার্থনা। বন্দেপুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮০
২০শে মার্চ, ১৯৭৪

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সেবা কর—
কিন্তু স্বাবলম্বিতাকে নষ্ট ক'রো না।১।

১০।৫।১৯৪৮, বেলা ১১টা

মানুষের মনকে বাদ দিয়ে
সেবা ক'রতে যেও না—
সেবা তোমার নিরর্থক হবে।২।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

যা' সম্পাদন ক'রতে হবে
তা' যথাসময়েই ক'রো—
নতুবা ভণ্ডুলেই যাবে কিন্তু।৩।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

তোমার বিদ্যা যদি মাথাতেই মজুত থাকে
আর তা' ব্যবহারে লাগাতে না জান—
সে-বিদ্যা তোমার কিছুই নয়।৪।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

যদি বিচ্যুতিকে এড়াতেই চাও
তবে সর্ব্বতোভাবে
অচ্যুত হও।৫।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

কৃতী হও—
কিন্তু কর্ম্মজঞ্জাল সৃষ্টি ক'রো না।৬।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

উন্নত হও—আর উন্নত কর ;
কিন্তু স্বার্থসমারোহে
অবনতির বিস্তার এনো না।৭।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

যদি উৎকর্ষ'ই চাও
তবে উৎকৃষ্টকে অকুণ্ঠিত অনুসরণ কর।৮।

১১।৫।১৯৪৮, রাত্রি

নীতি—যা' ছোটকে বড় ক'রতে জানে না
অথচ বড়কে ছোট করে,—
তা' মৃত্যুপন্থী—বাস্তবে।৯।

১২।৫।১৯৪৮, সকাল

ভালবাসা—যা' বাঁচাবাড়ার পরিপোষণী নয়,
ডাইনী তা'—চরিত্রে।১০।

১২।৫।১৯৪৮, রাত্রি

সেবা—যা' সম্বদ্ধর্নাকে পূরণ,
পোষণ ও পরিরক্ষণ করে না,
তা' দুষ্ট ও দুর্ব্বল—
তাৎপর্য্যে।১১।

১২।৫।১৯৪৮, রাত্রি

তুমি তোমার ভরদুনিয়ায় যা' দেখ,
যা' শোন, যা' পাও—
তা'র প্রতিপ্রত্যেককে অনুধাবন ক'র,
অন্বেষণ কর তোমার প্রিয়পরমের সার্থকতাকে,
আর, কাজে তা' মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ব্রাহ্মী-জ্ঞান তোমাকে প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে।১২।

১৩।৫।১৯৪৮, রাত্রি

অন্যায় ক'রো না—
দুর্দ্দশা তোমাকে দুঃস্থ ক'রে তুলবে না।১৩।

২০।৫।১৯৪৮, সকাল ৬টা

পরিপূরণী বর্ত্তমান
যিনি পূর্ব্বতনকে অবলম্বন করিয়া
বাস্তব প্রাথম্যে জীবনবৃদ্ধির
বৈশিষ্ট্য-চলনায় উদ্বদ্ধনশীল—
বিবর্ত্তন-বীজ সেখানেই নিহিত।১৩(ক)

১৩।৬।১৯৪৮

শক্ত যেখানে বন্ধনী—
প্রেরিতও সেখানে শক্তিমান।১৪।

১৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৩০ মিঃ

মেকী অবতার বা কপট সাধক সে-ই
যে পূর্ব্বতন-পরিপূরণী আদর্শ-ঝঙ্কারে
ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে না।১৫।

১৪।৬।১৯৪৮, রাত্রি

অনুরাগ সৃষ্টি কর,
মনোযোগ তাকে আপনিই
অনুসরণ ক'রবে,
আর, একাগ্রতা হবে
স্বতঃস্ফূর্ত্ত।১৫(ক)।

১৫।৬।১৯৪৮, সকাল

অন্যায়ের প্রতিবাদ কর,
পার তো এমনি ক'রেই তাকে নিরোধ কর—
মঙ্গলের অধিকারী হবে;
আর, সেই তো আশীর্ব্বাদের দূত।১৬।

১৮।৬।১৯৪৮, সকাল ১০টা

শায়েস্তা হও,
শাস্তি পেতে হবে না।১৬(ক)।

আদর যা'তে স্বতঃস্ফূর্ত্ত—
যা'র চলন-বলন এমনতরই—
আদৃত না হ'য়েই পারে না,—
তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সে
সৌন্দর্য্যে।১৭।

২০।৬।১৯৪৮, সকাল

ইষ্টসংশ্রয় যা'র মধুর,
বাক্ ও ব্যবহার যা'র মিষ্টি,
এমন কি মর্দ্দানিরোধও যা'র তৃপ্তিপ্রদ,—
সুষ্ঠু মানুষ সে,
বৈশিষ্ট্য তা'র ফুটে ওঠে
মাধুর্য্যে।১৮।

২০।৬।১৯৪৮, সকাল

সময়কে অবজ্ঞা ক'রে
কোন কাজ ক'রো না—পাপ ক'রো না ;—
যা' ক'রবে তা' যথাবিহিত সত্বরতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল,
নয়তো সব কিছু ভণ্ডুলেই যাবে,
ব্যর্থ হবেই,—
চ'লবে অবসাদে,
স্বাস্থ্য হ'য়ে উঠবে ব্যাধির আকর।১৯।

২০।৬।১৯৪৮, বেলা ১১টা

যা' ক'রতে হবে
যথাসময়ে তা' যদি না কর,
ঐ না-করা না-পারাকে আমন্ত্রণ ক'রে
তোমাকে ভূতের মতন চেপে ধ'রবে,
পুঞ্জীভূত না-করা
না-পারার সাথে হাত মিলিয়ে

তোমার জীবনটাকে জ্যান্ত শবের মতন
ক'রে তুলবে,
সম্বল হবে আপসোস আর দীর্ঘনিঃশ্বাস,
দুঃস্থতা বিদ্রূপ হাসিতে
তোমাকে অপদার্থ প্রতিপন্ন ক'রবে,
অভাব-বেঘোর দলিত অহং নিয়ে
গা ঢেলে দিতে হবে ব্যাধির স্রোতে,—
তোমার জীবনের উপসংহার হবে
খাবি-খাওয়া।২০।

২০।৬।১৯৪৮, সকাল ১১-৫ মিঃ

করায় গাফিলতি—
সময়ের অপব্যবহার
দয়াকে দৈন্যেই পর্য্যবসিত করে।২১।

২০।৬।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪০ মিঃ

যদি ভালই চাও
তবে অচ্যুতভাবে পূর্য্যমাণ আদর্শকে
আঁকড়ে ধ'রে
বৈশিষ্ট্যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াও,—
তোমার সৎ-সংক্ষুব্ধ সত্তা
আত্মপুষ্টিপ্রয়াসী হ'য়ে
আদর্শপূরণী বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যা' ভাল
স্বতঃপ্রণোদনায়
কুড়িয়ে না নিয়েই পারবে না,
তা'তে পাবে পুষ্টি,
প্রাণে আসবে তুষ্টি,
চলনায় আসবে কৃষ্টি,
সত্তা মিষ্টি হ'য়ে তার চতুর্দ্দিকেই
শুভ সৃষ্টি ক'রে চ'লতে থাকবে ;
সজাগ থাক,
ব্যর্থ হ'য়ো না।২২।

২০।৬।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

শোন আর শুভ যা' তা' কর—
যথাবিহিত সময়ে, যথাবিহিত রকমে,
উপযুক্ততার সহিত তা' সম্পাদন যদি না কর—
অভ্যাসে আয়ত্তে যদি না আন—
বঞ্চিত হওয়াকে কেউ নিরোধ ক'রতে পারবে না ;
এখনই ওঠ, দেখ কেমন ক'রে কার্য্যে তা'কে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার,
আর, তা'ই কর এখন থেকেই।২৩।

২০।৬।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪০ মিঃ

শোনা বা পড়াকে যদি
কাজে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে না পার—
তা' তোমার জীবনে
প্রহেলিকাময় একটা কওয়ার বাবুগিরি ছাড়া
কিছুই ক'রে তুলতে পারবে না,
ভেবে দেখ—
ফয়দা কোথায়।২৪।

২০।৬।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ

যা' তোমার করণীয়
যখনই তা' ক'রছ না,
যে-সময়ে যেগুলো তোমার বাস্তবে
পরিণত করবার ছিল
তা' ক'রলে না,
অবহেলায় সময়কে সাবাড় ক'রলে,—
বুঝে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
ব্যাধি, বিপাক ও বিধ্বস্তি
অদূরেই তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে ;—
সাবধান হও—সামাল থেকো।২৫।

২১।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৩০ মিঃ

মানুষের যিনি পোষক ও পরিপূরক—
বাঁচাবাড়ার বিধি-আস্তীর্ণ উন্নত বর্ত্ম—
রক্তমাংসসঙ্কুল জীবন্ত আদর্শ—
সেই নারায়ণকে অনুসরণ কর,
অচ্যুত হ'য়ে তাঁতে লেগে থাক,

সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় নিজেকে
অপাপবিদ্ধ ক'রে তোল—
দুর্দ্দশা তোমার যতই দুর্নিবার হোক না কেন,
সার্থকতা তোমাকে
অভিনন্দিত ক'রবেই ক'রবে—
উপভোগও মুক্তি-সাথিয়া হ'য়ে
সর্ব্বেশ্বর ক'রে তুলবে।২৬।

২১।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৪০ মিঃ

যদি স্বার্থই চাও—
তোমার স্বার্থ যে তা'র স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াও,
স্বার্থান্ধ হ'য়ে তা'কে উপেক্ষা ক'রো না,
স্বার্থপরতায় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিও না,
স্বার্থ তোমার অনাবিল হ'য়ে উঠবে।২৭।

২১।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৪৫ মিঃ

অসুস্থ বা অসুস্থের পরিচর্য্যারত যা'রা
তা'দের দ্বারা পানাহারের কাজ করাতে যেও না,
তা'দের পরিচর্য্যা ক'রো
কিন্তু তা' প্রতিষেধী আচারে,—
তা'তে সংক্রমণের হাত থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে।২৮।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০ মিঃ

নিজে অসুস্থ থেকে
পারতপক্ষে সুস্থের সেবা ক'রতে যেও না,
মানুষ আপন
কিন্তু রোগ নয়কো,
ঐ সেবা তা'কেও অসুস্থ ক'রে তুলতে পারে।২৯।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৫ মিঃ

রোগীর সেবা ক'রতে যেয়ে
রোগের সেবা ক'রো না,
তোমার ফন্দী, ফিকির, বুদ্ধি, তৎপরতা
যেন রোগীর রোগনিরাময়ই করে,
নজর রেখো তা' রোগপুষ্টি না আনে।৩০।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০ মিঃ

রুগ্নকে অশ্রদ্ধা ক'রো না,
অস্পৃশ্য ক'রে রেখো না,
তোমার মর্ম্মস্পর্শী সহানুভূতি ও সেবা
সম্যক প্রতিষেধী আচারে তা'কে যেন
স্নেহদক্ষ বুদ্ধিমত্তার সহিত
নিরাময় ক'রে তোলে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদ নন্দিত ক'রে তুলবে
তোমাকে।৩১।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ৯-৪২ মিঃ

তোমার প্রতিষেধী আচার,
সেবা, বাক, সহানুভূতি, স্নেহদক্ষ কর্ম্মপটুতা
সর্ব্বতোভাবে যেন
ভরসাভরা ঈশ্বরযাজী হয়,
আর, তা'তে রোগী যেন
এমনতর প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে
যা'তে তা'র অন্তর্নিহিত আরোগ্যশক্তি
ও আরোগ্যনীতি
অকাট্য মধুর হ'য়ে
আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়,
আর, এমনতর রোগিচর্য্যা'ই
সার্থক রোগিচর্য্যা—
ঠিক জেনো।৩২।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ১০টা

যে-আদর্শ মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি
তা'তে আত্মসমর্পণ আর আকাশে আত্মসমর্পণ
বা হামবড়ায়ী বৃত্তিতে আত্মসমর্পণ—

তাৎপর্য্যে কি একই নয়?
সে-আত্মসমর্পণে কে বা কী নিয়ন্ত্রিত হবে?
ভেবে দেখ, তা'র ফয়দাই বা কোথায়? ৩৩।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ১০-৪০ মিঃ

শরীর কিন্তু তখনই
ব্যাধির আকর হ'য়ে ওঠে
যখনই বিহিত করণীয়গুলিকে অবজ্ঞা ক'রে
সময়কে লোপাটে দিয়ে
বৃত্তি-বেহুঁস আলস্য প্রশ্রয় পায়,
আর, ঐ আলস্যই তখন
অজচ্ছল উপচে ওঠে
মরণ-দুন্দুভি নিয়ে
সাবাড় ডাকে—"আয়"।৩৪।

২৩।৬।১৯৪৮, সকাল ১০-৫০ মিঃ

যে-ব্যাপারেই হোক না কেন—
নিজেকে সংশোধন ক'রে অনুরত না হ'য়ে
যা' হ'তে যতখানি বিরত হ'চ্ছ—
তা'তে তোমার অনুরতিও তত কম;
প্রিয়তে অটুট থেকে পরিশুদ্ধভাবে
শ্রেয়কে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
শুভ ও সার্থকতার ওই-ই পথ।৩৫।

২৩।৬।১৯৪৮, বিকাল ৫-১০ মিঃ

মন্দকে নিরোধ কর—
কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি ক'রো না
—পারতপক্ষে।৩৬।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৩০ মিঃ

মেকী মূর্ত্ত ক'রো না,—
খাঁটি হ'তে বঞ্চিত হবে।৩৭।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৫০ মিঃ

ভেজাল দেওয়ার প্রবৃত্তি
মানুষের বোধবৃত্তিকে খিন্ন ক'রে
অস্তিত্বকেও ভেজালপ্রয়াসী ক'রে তোলে,
খাঁটি করা ভুলে গিয়ে
ভেজালই তার খাঁটি হ'য়ে দাঁড়ায়,
সাবধান হও।৩৮।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৬-৫৭ মিঃ

যুদ্ধ, বিরোধ
সেবা-সহানুভূতিকে বঞ্চিত ক'রে
সমস্ত দেশটাকেই শয়তানের কবলে ফেলে দেয়,
ফলে, মন্দে অবনত হওয়া ছাড়া
উপায়ই কম থাকে,
শয়তানের চেলাই অনুশাসক হ'য়ে ওঠে,
দুর্দৈব তান্ডব বেগে পরিব্যাপ্ত হয়,
আতঙ্কই হ'য়ে ওঠে
প্রাত্যহিক জীবনের সম্বল ;
বোঝ কী চাও,
আর, যা' চাও তা'ই কর।৩৯।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৭-৯ মিঃ

সুবিপ্লব—যা' মানুষকে সমুন্নত ক'রে তোলে—
যত পার তা' আন,
আর, বিদ্রোহ কর অমঙ্গলের সাথে—
যা' মানুষকে অবনত ক'রে তোলে,
কিন্তু সাবধান থেকো—
বিপ্লবের দোহাই দিয়ে
বিদ্রোহকে ডেকে এনে
অমঙ্গল ও অবনতির উল্লম্ফনকে
বাড়িয়ে দিও না,—
ওই মহাপাপে ছারেখারে যাবে তুমি
ও আরো অনেকেই.
বিধ্বস্ত হবে সবাই
মনে যেন থাকে, তোমার বিপ্লব বা বিদ্রোহ
যেন অবনতকে উন্নতপ্রয়াসী ক'রে তোলে—
উন্নতকে আরোতে উৎকর্ষী ক'রে,
নতুবা তুমি হবে তোমার এবং দশের যম।৪০।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০ মিঃ

ধর্ম্ম তাই যা'তে সবাইকে
বাঁচা-বাড়ায় ধ'রে রাখে,
আর, সার্থক ক'রে তোলে তাঁতে—
যিনি যা'-কিছুকে ধ'রে আছেন।৪১।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০ মিঃ

যখনই তোমার মনে দ্বন্দ্ব এসেছে—
তুমি পারবে কিনা,
ঠিক জেনো, তোমার চাওয়াটা
তখনও হজম হয়নি,
না-পাওয়ার অনেক-কিছু
তোমার চাওয়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে;
অনাবিল সঙ্কল্প
পারগতাকে অনেকখানি অবাধ ক'রে তোলে।৪২।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৫ মিঃ

অসঙ্গতি ও অবনতিমূলক অপপ্রচার ক'রে
বিপ্লব আনতে যেও না,—
সে-বিপ্লব শয়তানকেই ডেকে আনবে,
আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিরোধ, ফাঁকিবাজী-আহরণ
কন্টকাকীর্ণ মরণসঙ্কুল ক'রে
ছারেখারে দেবে দশ ও দেশকে;
পরিপূরণী মূর্ত্ত আদর্শে
সম্যক নীত হও,—
সার্থক হ'য়ে উঠুক সমাধানে
তোমার অহংপ্রমুখ বৃত্তিনিকর,
তোমার সেবা সম্বর্দ্ধনাকে ডেকে এনে
সহজ ক'রে তুলুক তোমার জীবন,
তবে তো নেতা;
আর, সে-নেতৃত্ব তোমার সহিত সবাইকে
নন্দিত ক'রে তুলবে।৪৩।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৮টা

শোষণ ও শত্রুতায়
এমন নিরোধ সৃষ্টি কর—
যা'তে তোমার ক্ষয় বা ক্ষতিই আনতে না পারে,
কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
এমনতর আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত ক'রে রাখ—
তোমার ক্ষতি করার একটু প্রলোভনও
প্রত্যক্ষভাবে বোধ করিয়ে দেয় তা'র ক্ষতিকে,
নিজের ক্ষতির খতিয়ান যেন তা'কে
আপনা-আপনিই বুঝিয়ে দেয় এমনভাবে—
যা'তে ঐ ক্ষতির প্রলোভন তা'র
অংকুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যায় ;—
বোঝা যাবে—
বৈশিষ্ট্যবান কুশলকৌশলী ব্যক্তিত্ব
তোমাতে সহজ হ'য়ে উঠেছে,
কূটনৈতিকতা সাধুবাদে
অভ্যর্থনা ক'রবে তোমাকে। ৪৪।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৮-২০ মিঃ

পরিপূরণী আদর্শে অচ্যুতির সহিত
সব রকমে নীত হও—
তবে তো তুমি নেতা হ'য়ে উঠবে,
আর সে-নেতৃত্বে সবাইকে সর্ব্বতোভাবে
উৎকর্ষমুখর ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তোমার ঐ আদর্শানীতি
বিচ্ছুরিত হ'য়ে
সবাইকে তোমাতে আনত ক'রে তুলবে,
সঙ্ঘবদ্ধ হবে সবাই,
শক্তি পাবে সবাই,
শক্তি, বৃদ্ধি, কান্তি ও চেষ্টা
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে—সাফল্যে। ৪৫।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০ মিঃ

যা'র পরিপূরণী মূর্ত্ত আদর্শে আনতি নাই—
সে সবাইকে মরণপন্থী ক'রে
অমূর্ত্ত ক'রেই তুলতে চায়,
বুঝে চ'লো। ৪৬।

২৪।৬।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫ মিঃ

জীবন্ত পরিপূরক মূর্ত্ত আদর্শে আনত হও,
তাঁর ভিতর-দিয়েই
অমূর্ত্ত ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ কর,
প্রাজ্ঞ হবে
অমূর্ত্তের মূর্ত্ত বৈশিষ্ট্যে,
আবার, মূর্ত্তের অমূর্ত্ত পরিবেদন
তোমার চোখে প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠবে,—
আর, সেখানেই বাস্তব ব্রহ্মদর্শন। ৪৭।

২৪।৬।১৯৪৮, বেলা ১১টা

তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতরে
ধর্ম্মকে পরিপালন কর—
ইষ্টানুগ সুষ্ঠুভাবে,
উন্নতি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে বৈশিষ্ট্যে।৪৮।

৬।৭।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৮ মিঃ

প্রাণবন্ত চরিত্র ও যাজন
প্রাণবত্তারই উদ্‌গাতা।৪৯।

৬।৭।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১০ মিঃ

যে-স্বার্থ সার্থকতাকে অভিবাদন করে না—
তা' জাহান্নমেরই অভিযাত্রী। ৫০।

৮।৭।১৯৪৮, সকাল

ঈশ্বর ব্যতিরেকে উপাস্য নাই—
ঋষিগণ তাঁহারই বার্ত্তিক।৫১।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

সদাচার তাই
যে-চলন স্বাস্থ্য, জীবন ও চরিত্রকে
জীয়ন্ত ক'রে তোলে।৫২।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন কর ভালই,
তা'তে ক্ষতি নাই—
কিন্তু সদাচারকে বিদায় দিও না।৫৩।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

ঋষি তাঁরাই
যাঁ'রা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ
তত্ত্ব বা তাহাত্ত্বের সূত্রদর্শী।৫৪।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

যিনি ঈশ্বরবেত্তা
ঈশ্বর তাঁ'তেই জাগ্রত।৫৫।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

যিনি জানেন তাঁ'র প্রতি অনুরাগ
ও তাঁ'কে অনুসরণ
জ্ঞেয় যা' তা'কে জানবার
বা পাবার সার্থক সূত্র,—
আর, তাই-ই উপাসনা।৫৬।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

তুমি যাঁ'কে যেমন ক'রে
যতটুকু বরণ ক'রবে,
তাঁ'র দ্বারা ততটুকু তেমনিভাবেই বৃত হবে,—
আর, পাওয়াটা তা'ই।৫৭।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

তুমি ভগবানকে যেমনভাবে
যতটুকু যা' দেবে,
হওয়াটাও তোমার তেমনি হবে,—
আর, ঐ হওয়াটাই পাওয়া।৫৮।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

পূরয়মাণ পরবর্ত্তী মহাপুরুষে
পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ
আনত-সন্নিবেশে জাগ্রত থাকেন,
তাঁর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁকে অনুসরণই
বাস্তব সার্থকতায়
প্রতি পূর্ব্বতনের পুরশ্চারী সাফল্যানুসরণ ;
তাই, এটা ঠিক জেনো,
যিনি পূর্য্যমাণ বর্ত্তমান—
তাঁর অনুরাগোদ্দীপ্ত অনুসরণই
সাফল্য এনে দিতে পারে,
নতুবা, বিভ্রান্তি ও বিফলতায় ব্যর্থই হ'তে হবে।৫৯।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

ব্যর্থ তা'রা—
যা'রা পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান মহানকে
অনুসরণ করে না।৬০।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

অবাস্তবের হাওয়াবাজী অনুসরণ
মানুষকে অবাস্তব দর্শনেরই
অধিকারী ক'রে তোলে।৬১।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা'—তা'র ভিতর-দিয়ে
অতীন্দ্রিয়কে অনুভাবন কর,
তবেই তা' প্রতিফলিত হবে
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বভাবে।৬২।

১৩।৭।১৯৪৮, সন্ধ্যা

বিগত মহাপুরুষ যিনি—
তাঁর প্রতি তোমার যতই অনুরাগ থাকুক না কেন,
সেই অনুরাগে

যিনি সর্ব্বপরিপূরক পুরুষোত্তম এখন—
তাঁর অনুসরণ কর,
তাঁতেই তাঁকে পাবে।৬৩।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

তোমার অনুরাগ যতই অচ্যুত ও প্রবল,
অনুভব ও এগিয়ে যাওয়া
ততই ক্ষিপ্র ও সুন্দর,
চরিত্রশুদ্ধিও তত অনাবিল।৬৪।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

বৃত্তিনেশা ও বাঞ্ছিতানুরাগের মধ্যে
আপোষরফা ক'রে চ'লো না—
বিকৃত চলন তোমাকে বিক্ষুব্ধ ক'রবে কম।৬৫।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

অনুরাগ যা'তে যত প্রবল—
বৃত্তি-বিভ্রমও সেখানে তত কম,
সামঞ্জস্য ও সার্থকতা তত সুন্দর।৬৬।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

বাঞ্ছিতে আকাঙ্ক্ষা যেমনতর—
অনুরাগের রূপও তেমনতর
চলন ও প্রাপ্তিও তেমনি।৬৭।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

চাহিদা-উপভোগী ক্ষুধা
যা'. নিজের ইন্দ্রিয়কে প্রীত ক'রতে চায়—
তা'কে বৃত্তিনেশা বলে,
আর, বাঞ্ছিতকে প্রীত ক'রে

যে-ভাব আত্মপ্রসাদপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
তা'কেই অনুরাগ বা ভক্তি ব'লতে পার।৬৮।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

বর্ত্তমান মহাপুরুষ যেখানে যত উপেক্ষিত
বিগত মহাপুরুষও সেখানে তত লাঞ্ছিত,
অনুরাগ তাঁতে যেমনই হোক না কেন,—
তা' ঠিক জেনো।৬৯।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

বর্ত্তমান মহাপুরুষকে উপেক্ষা ক'রে
মানুষ যতই বিগত মহাপুরুষে শ্রদ্ধাশীল,
খেয়ালী-মনগড়া গ্লানিবহুল অপধর্ম্ম
সেখানে তত প্রখর,
মরণামন্ত্রণী চলনের সেখানে তত বাবুয়ানী,
বিভেদও অঢেল।৭০।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

যে-সম্প্রদায় প্রবুদ্ধ বিগতদের প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রবণ
এবং পূর্য্যমাণ বর্ত্তমানেও উপেক্ষাশীল—
তা' যম-মাকড়সার জাল—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই তা'র সাথিয়া।৭১।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

সর্ব্বপরিপূরক প্রথম
এমন যদি কাউকে পাও,
অনুরক্ত হও তাঁতেই ;
আর, প্রবুদ্ধ বিগতদের প্রতি
নিয়ত শ্রদ্ধাশীল থাক—
সার্থক হবে, সাফল্য অর্জ্জন ক'রবে,
নতুবা হবে না।৭২।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

বাঞ্ছিতের বিক্ষোভ যদি তোমার
অনুরাগের প্রবৃদ্ধির বদলে
বিচ্যুতি এনে দিল
তবে বাঞ্ছিতে অনুরাগ তোমার
কতখানি ভণ্ড—
আর, তা' কেমনতর স্বার্থান্ধ ফন্দীবাজি—
সহজেই অনুমেয়।৭৩।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

সাচ্চা অনুরাগের নিশানাই হ'চ্ছে—
বাঞ্ছিতের বিরক্ত ব্যবহারেও ফু'লে ওঠা,—
উদ্দাম হওয়া তাঁ'রই প্রতি—
আর, তা' দেবদুর্লভ।৭৪।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

যিনি স্বভাবতঃই বিগত-পরিপূরক, উত্তম—
তাঁ'তে অটুট হ'য়ে লেগে থাক,
তাঁকে অনুসরণ কর ;
আর, উন্নত যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রও,
তাঁ'দের চরিত্র কুঁড়িয়ে যা' ভাল
চরিত্রে সমাবেশ কর,
সাধুচলন সমাধানী প্রাখর্য্যে
শুভে সম্প্রসারিত হবে,—
আর, প্রাপ্তিও হবে তেমনি।৭৫।

১৪।৭।১৯৪৮, সকাল

গ্লানি বা গলদ তখনই আসে—
যখনই বৃত্তি-অনুকম্পা
সত্যকে অভিভূত ক'রে তোলে।৭৬।

১৪।৭।১৯৪৮, বিকাল

রাজাকে যদি তা'র লোকব্রতী বৈশিষ্ট্যগুলিকে
প্রয়োগ ক'রতে না দেওয়া যায়—
তবে ক্রমশঃই তা'র বৈশিষ্ট্য
সঙ্কোচবিহ্বল হ'য়ে ওঠে,
ফলে, প্রজারা হারায় তাদের রক্ষী, মূর্ত্ত রাজধর্ম্ম।৭৭।

১৪।৭।১৯৪৮, বিকাল

যে-বৈশিষ্ট্য জৈব-সংস্কারে পর্য্যবসিত
তা' স্বতঃ বা স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে,
সাধারণতঃ তা'র আর প্রতিগমন হয় না,—
তা'ই তা' পাকা।৭৮।

১৪।৭।১৯৪৮

যা' ক'রলে ভাল লাগে,
তা'ই ভাল—
যদি সে-ভালর প্রতিক্রিয়া শুভপ্রসূ হয়।৭৯।

১৫।৭।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪৫ মিঃ

ফলের গুণে গাছের পরিচয়
তা'ই কেবল নয়কো,
গাছের গুণেও গাছকে জানা যায়—
যদিও তা'র ফল তেমন নয়,
যেমন বটগাছ,—বুঝলে?৮০।

১৫।৭।১৯৪৮

যা' থেকে পাওয়া যায়—
তা'তে ভাব না থাকাই অভাব।৮১।

২১।৭।১৯৪৮, সকাল ৬-১৫ মিঃ

যা' ক'রবে তা' সময়মত,—
নতুবা বেহুদা বুদ্ধি
তোমার সবই ব্যর্থ ক'রে দেবে।৮২।

২১।৭।১৯৪৮

যদি চাও,
এমন দাঁড়ায় দাও—
যা'তে তোমার পাওয়াটা
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে।৮৩।

২১।৭।১৯৪৮

যদি ফিরে নাও চাও
আর দেবার আকাঙ্ক্ষাই যদি থাকে,
নজর রেখো—
যা'কে দিচ্ছ
তোমার দানে সে যেন পরিরক্ষিত হয়,
পরিপোষিত হয়, পরিপূরিত হয়,
সময় ও অবস্থাকে অবহেলা ক'রো না।৮৪।

২১।৭।১৯৪৮

যা' সাধ্‌বে তা' যথাবিহিত রকমে,
কাঁটায়-কাঁটায় বুঝে, ক'রে—
কৃতার্থ হবে সাফল্যে।৮৫।

২১।৭।১৯৪৮

সিদ্ধান্তই যদি ক'রে থাক—
আর তা' যদি শুভই হয়,
বাধা ও বিড়ম্বনার তোয়াক্কা রেখো না—
নিখুঁতভাবে ক'রে যাও—
তীক্ষ্ণ নজরে,
তোমার কৃতকার্য্যতাই বিপাক থেকে
উদ্ধার ক'রবে তোমাকে—গৌরবে।৮৬।

২১।৭।১৯৪৮

ব্যবস্থিতি যেখানে দুর্ব্বল,—
আপদও সেখানে সবল।৮৭।

২২।৭।১৯৪৮, বেলা ১০টা

নিরাকরণ যেখানে নিঝুম,—
ব্যভিচারও সেখানে বেধুম।৮৮।

২২।৭।১৯৪৮

স্বেচ্ছাচার যেখানে সমর্থিত,—
সত্তাচার সেখানে অবগুণ্ঠিত।৮৯।

২২।৭।১৯৪৮

ধর্ম্ম যেখানে ব্যাহত,—
নিরাপত্তাও সেখানে শঙ্কিত।৯০।

২২।৭।১৯৪৮

প্রেম যেখানে প্রাঞ্জল
প্রাণও সেখানে সবল,
আবার কৌশলও কুশল সেখানে।৯১।

২২।৭।১৯৪৮

মৃত্যু যেখানে ধনিক,
ব্যভিচার সেখানে বণিক।৯২।

২২।৭।১৯৪৮

সত্তার সৌন্দর্য্য—
কদর্য্য যা', তা'র অপনোদক।৯৩।

২২।৭।১৯৪৮

মন যেমন যুক্ত,——
চলনও তেমনি মুক্ত।৯৪।

২২।৭।১৯৪৮

প্রীতি যা'তে ছিন্ন হয়—
ভালবাসা তা'তেই,—
অন্যে নয় কিন্তু।৯৫।

২২।৭।১৯৪৮

ব্যভিচারিণী যেখানে প্রীতি—
ব্যর্থ সেখানে আরতি।৯৬।

২২।৭।১৯৪৮

ভালবাসা যা'দের সেবাবিমুখ, স্বার্থকঞ্জুষ—
দাবীও তা'দের দৈন্যভরা, অস্বাভাবিক,
প্রাপ্তিটাও ক্লেদময়।৯৭।

২২।৭।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

যে লোককে ব্যবহার করতে জানে না—
লোক পেলেই যা'র
স'রে দাঁড়াবার বুদ্ধি ফুরসুৎ পায়—
সে দায়িত্বশীল তো নয়ই
বরং সুবিধাবাদী।৯৮।

২২।৭।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪০ মিঃ

প্রয়োজন যা'দের অবাধ্য
অথচ উপার্জ্জনী হাঙ্গামা
যা'রা পোহাতে চায় না—
ভাবে অপটু—
দরিদ্রতাই তা'দের বান্ধব।৯৯।

২২।৭।১৯৪৮

কথায়-কাজে যা'র মিল নেই—
খ্যাতি তা'র যতই থাকুক—
যদি তা'তে নির্ভর ক'রতে চাও,
খুব হিসাব ক'রে ক'রো,
নচেৎ ঠ'কবে, বিপদেও প'ড়তে পার।১০০।

২২।৭।১৯৪৮

কাজে গাফিল, বাক্‌বিলাসী যা'রা—
যদি পার তা'দিগকে ব্যবহার ক'রতে—
ভালই,
কিন্তু আস্থা রেখে চ'লো না—
বঞ্চিত হ'তে পার।১০১।

২২।৭।১৯৪৮

অবিচ্ছিন্ন-প্রীতি, প্রণিধানী-স্বভাব
কথায়-কাজে মিল, দক্ষ ও সার্থকভাষী—
এমনতর মানুষ যতই তোমার অমাত্য হ'য়ে থাকবে,—
ভাগ্যবান তুমি ;
যুক্ত ও কৌশলী যদি হও—
প্রতিষ্ঠার সিংহাসন তোমার অটুট।১০২।

২২।৭।১৯৪৮

যা'রা নিচ্ছেই—
অথচ দেওয়ার ধান্ধা
যা'দের উৎফুল্ল ক'রে তুলছে না,—
মনে-মনে ধ'রে রেখো—
ব্যর্থতার সিঁড়ি তা'রা তোমার,
পা' দিও না, নির্ভর ক'রো না,
প্রত্যাশাও ক'রো না ;
যদি দুর্গতি না আনে,
আর সম্ভব যদি হয়—
দিতেও সংকুচিত হ'য়ো না,
কিন্তু সাবধান থেকো—
শংকা নিকটেই,
কারণ, প্রলুব্ধির অন্তরালে
কৃতঘ্নতারই বসবাস।১০৩।

২২।৭।১৯৪৮

পা'ক বা না পা'ক—
দেওয়ার ধান্ধায় যে উৎফুল্ল, অক্লান্ত,—
দেওয়ার যা'র উপ্‌চানী ঝোঁক্,
দিয়ে সার্থক আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে—
অবিচ্ছিন্ন অটুট দায়িত্ব যা'র
সানন্দ এবং সক্রিয়—
অন্য বিষয়ে যেমনি হোক না কেন—
সে-মানুষ তোমার গৌরবের।১০৪।

২২।৭।১৯৪৮

যা' মানুষের পক্ষে শুভ
অর্থাৎ, সত্তাকে সুস্থ রাখে
তা'ই-ই সত্য,
আর, যথার্থ এমন
যা' মানুষের পক্ষে অশুভকর,—
তা'ও মিথ্যা অর্থাৎ অশুভ বা
অমঙ্গলবাহী ;
তাই, সত্যের সাধনা মানেই হ'চ্ছে
সক্রিয় লোক-কল্যাণী চলন,
আর, তা'তেই প্রাজ্ঞ হওয়া, সিদ্ধ হওয়া। ১০৫।

২৩।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৫ মিঃ

আদর্শে বা ঈপ্সিতে
নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় অনুরাগই যোগ—
অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়ভাবে লেগে থাকা,
আর, এই অনুরাগী সক্রিয় লেগে থাকাই
চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ ক'রে
সার্থক ক'রে তোলে—
কিন্তু দমন বা নিগ্রহ আনে না,
আর, এই সার্থকতাই আনে প্রজ্ঞা। ১০৬।

২৩।৭।১৯৪৮

যে-কাজে তুমি যতখানি গোঁজামিল দেবে—
তা'র মধ্যে ততখানি গোঁজা-অমিল
থাকবেই থাকবে,
কৃতকার্য্যতাও সেখানে তেমনতরই
ব্যাধিগ্রস্ত। ১০৭।

২৪।৭।১৯৪৮, বেলা ১০টা

না-জানার বাহাদুরী নিয়ে
আমরা টপ্পা মারতে পারি,
কিন্তু জানার আত্মপ্রসাদ ও বিনয় যা'র আছে
সেই-ই বিশেষ মানুষ।১০৮।

২৪।৭।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫ মিঃ

নিশ্চেষ্টদের কল্যাণ অবসাদগ্রস্ত ;
যথাবিহিত চেষ্টা কর,
আয়ত্তে আন—
আর, উপভোগ কর কল্যাণকে।১০৯।

২৪।৭।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

ঈশ্বরের সাথে কোন সর্ত্ত ক'রতে যেও না—
নিঃসর্ত্তে তাঁকে ভালবাস,
সেবা কর,—
আর, তাঁকে পাও—নিঃসর্ত্তে।১১০।

২৪।৭।১৯৪৮, বিকাল

তুমি সার্থকভাষী হও—
লোকের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তা'রা যেন স্বতঃ ও সহজভাবে
এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারে—
যা'তে তুমি প্রকাশ না ক'রলেও
বা চাপিয়ে না দিলেও
তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ
স্বভাবতঃই সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।১১১।

২৫।৭।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

যদি শক্তি চাও—
ভক্তিটাকে আঁকড়ে ধর
অটুটভাবে,
আর, তা'কে ব্যভিচারিণী ক'রো না,
কথায়-কাজে তা'কে পরিপালন কর,—
দীপ্ত হবে—কৃতার্থে।১১২।

২৯।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৫

আগে ভেবে দেখ—তুমি কী চাও,
বিবেচনা কর তারপর
কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে,

সবটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
কাজে তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল,—
নন্দিত হবে—প্রাপ্তিতে। ১১৩।

২৯।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

মানুষ করে হ'বার জন্য,
আর, হওয়াটাই প্রাপ্তি,—
আবার, ঐ প্রাপ্তিটাই
করা ও হওয়ার ক্রমিক পর্ব্ব,
আর, এই পর্ব্বেরই ধাপে-ধাপে
মানুষ আরোর পথে চ'লতে থাকে,
কর,—হও,—চল,—
আর, এই চলার সার্থকতা—
তা'—অসীমে। ১১৪।

২৯।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৫

ঈশ্বরকে তোমার যা'-কিছু যতখানি
যেমন ক'রে দেবে,—
তুমিও তাঁতে ততখানি
তেমন ক'রেই হবে,
আর, এই হওয়াটাই তোমার প্রাপ্তি। ১১৫।

২৯।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৮

সময়, অবস্থা ও সম্পদকে অগ্রাহ্য ক'রে
চরিতার্থ হ'বার চিন্তা
মানুষকে আকাশ-কুসুমেই প্রলুব্ধ ক'রে থাকে—
বিপর্য্যস্ত করে—ক্লৈব্যে। ১১৬।

৩০।৭।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৪

ঈপ্সিতের প্রতি এমনতর অনুরাগ—
তাঁকে ভালবেসে, তৃপ্তির সহিত সহ্য ক'রে—
সুখী ক'রে সুখী হওয়া,—
আবার, সেই ভালবাসা পারিপার্শ্বিককে
চারিয়ে দিয়ে সেবা ও ব্যবহারে

এমনভাবে নন্দিত করা তা'দের—
যা'তে ঈপ্সিত সার্থক হন,
পরিরক্ষিত, পরিপোষিত, পরিপূরিত হন,
সুখী ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠেন,
আর, তা'তে নিজেরও সর্ব্বতোভাবে
স্বতঃ-সমৃদ্ধি উপ্‌চে উঠতে থাকে,—
যোগ সেখানেই—একেই বলে তা'।১১৭।

৩০।৭।১৯৪৮, বিকাল ৬-১৫

বিপদকে অযথা ডেকে এনো না,
যত পার তা' সামলে চল—
সংযত হ'য়ে—বিচক্ষণতায়,
যা'তে তা'র গ্রাসে না পড়,
এড়াবে—বিপাককে।১১৮।

১।৮।১৯৪৮, রাত্রি

উদ্দেশ্যকে প্রণিধান কর,
আর, তা' পরিপূরণে যখন যে-অবস্থায়
যা' সমীচীন বিবেচনা কর—
তেমনি ক'রেই তা' কর—
তা' হয়তো বাঁধাধরা রকমের না-ও হ'তে পারে,—
ঠকবে কম।১১৯।

১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

ঋষিদের কথার
মনগড়া তর্জ্জমা ক'রতে যেও না,
বোঝ, অভ্যাস কর, অনুভব কর,
আর, সেই অনুভূতি দিয়ে
তোমার পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
নতুবা ঠ'কবে আর ঠকাবেও সবাইকে।১২০।

২।৮।১৯৪৮, প্রাতে

ঋষি বা মহাপুরুষদের মধ্যে ভেদ ক'রতে যেও না
বরং অনুপূরণ খুঁজে বের কর,
তাৎপর্য্য পাবে,
সনাতন সম্পদে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,—
নতুবা ভেঙ্গে ভন্ডুল হবে,
ব্যর্থ হবে—
মূঢ়ত্বে।১২১।

২।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-১৫

ভগবানের আশীর্ব্বাদ মানেই হ'চ্ছে—
ঐশ্বর্য্যবানের আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—
আধিপত্যশীল বা অধিপতির আশীর্ব্বাদ,
আর, আশীর্ব্বাদ হ'চ্ছে অনুশাসন-বাণী,—
মোদ্দা কথা—
যে বা যাঁর বাণীর অনুসরণে,
পরিরক্ষণে, চলনে ও পরিপালনে
জীবন ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে ওঠে;
অমনতর আদর্শে অনুরক্ত হও, অনুসরণ কর,
চল আর পাও।১২২।

৩।৮।১৯৪৮, স্নানের সময়

অজ্ঞতাকে বিজ্ঞ-পরিবেষণ ক'রো না,—
উদ্ভট্টি বাহাদুরীর প্রলোভনে
অন্যকে অমঙ্গলের কবলে ফেলে দিয়ে,
তোমার লাভ হবে এই—
সর্ব্বনাশ তোমার কাছে নির্ল্লজ্জ হ'য়ে আসবে,
ধ্বংস হবে অনিবার্য্য।১২৩।

৩।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪০

যদি বাহাদুরীই চাও—
বীর হও, সুদক্ষ হও,
যেমন করে পার অজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রে
যেমন ক'রে পার অজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রে
বিজ্ঞতায় উপনীত হও,

আর, প্রত্যেককে সেই পথে সাহায্য কর,
লোকবান্ধব হও—
তবে তো বাহাদুর।১২৪।

৩।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৬

অনুরাগই একমাত্র দীপনরজ্জু
যা' ধ'রে মানুষ উন্নতও হ'তে পারে—
অবনতও হ'তে পারে,
শ্রেয়-সংশিলষ্ট অচ্যুত অনুরাগ
মানুষকে উন্নতই ক'রে তোলে,
আর, অবনতে আসক্তি জাহান্নমেই নিয়ে যায় ;
শ্রেষ্ঠ-সংবদ্ধ অনুরাগী হও,
প্রতিটি কাজে তা' প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,—
সংবর্দ্ধিত হবে কৃতিত্বে।১২৫।

৩।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যার আগে বেড়াতে বেড়াতে

যা'তে তোমার অনুরাগ যেমন অবিচ্ছিন্ন—
তুমি তোমার সবটা নিয়ে তা'তে
তেমনি রঙিগল হ'য়ে উঠবে,
আর, রঙিগল হওয়াটা যতই তোমার স্বভাবকে
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলবে—
প্রকৃতও হবে তুমি তেমনি,
অনুরাগের বৈশিষ্ট্যই তা'ই।১২৬।

৩।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

অনুরাগ মুকুলিত হয়
সন্তর্পিত সেবার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে আছে উদ্দাম আগ্রহ
আর উৎফুল্ল আত্মসংযম—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে।১২৭।

৩।৮।১৯৪৮, রাত্রি

অনুরাগ যেখানে অবাধ্য—
অথচ বিরোধী যা' তা' হ'তে আত্মসংযম
যেখানে কঠোর হ'য়ে দাঁড়ায়,
কিন্তু তা'তে উৎফুল্লও করে না, উদ্দামও ক'রে না,—

সেবা সেখানে অপরাধসঙ্কুল,
আত্মপ্রতিষ্ঠ হামবড়াইয়ের বাবুগিরি ছাড়া
কিছুই না, অনুরাগ সেখানে স্বার্থসিদ্ধির বা বিলাসী,
তাই, বহুদর্শিতা আর জ্ঞানও মূঢ়।১২৮।

৩।৮।১৯৪৮, রাত্রি

অনুরাগ মানুষকে সহজ দায়িত্বশীল
ও সমর্থক ক'রে তোলে,
সে সর্ব্বক্ষণ সব দিক দিয়েই
তা'র প্রেষ্ঠের সমর্থন-পরিপূরণী ধাঁজ
বহন ক'রেই চলে,
বিরুদ্ধের প্রতিরোধ তা'র স্বতঃ,
সাবধানতা সন্তর্পিত ও স্বতঃ-চেষ্টাশীল,
অবিরোধী নিরোধ তা'র প্রাঞ্জল ;
এ যেখানে যত কম—
শ্রদ্ধা বা অনুরাগের দমও
সেখানে তত শিথিল।১২৯।

৩।৮।১৯৪৮, রাত্রি

বঞ্চনা! তুমিই সেই নৃশংস—
যে সবাইকে সাবাড়ে নিয়ে যায়।১৩০।

৩।৮।১৯৪৮, রাত্রি

অসংযত যেখানে আত্মম্ভরিতা,—
প্রীতি সেখানে স্বার্থপর।১৩১।

৪।৮।১৯৪৮, প্রাতে

অহং যেখানে ঈপ্সিতপ্রাণ—
ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তির সংযমও সেখানে
সানন্দ।১৩২।

৪।৮।১৯৪৮, প্রাতে

পাওয়ার তপস্যা—
যা' বিহিত কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত নয়,—
তা' দারিদ্র্যতারই উপাসক—ওরফে। ১৩৩।

৪।৮।১৯৪৮, প্রাতে

প্রীতি যা' স্বার্থসমীক্ষু,
তা' জোঁকেরই মতন শোষক—
রক্তচোষা। ১৩৪।

৪।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

কাজ-বাগানো ভালবাসায়
প্রতিদানী-তৃষ্ণা বিরল,
আর, তা' দায়িত্বহীন,
বিচ্ছেদবিলাসী, লোকমতবিধুর। ১৩৫।

৪।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

প্রীতি যেখানে প্রকৃত—
লোকমতের তোয়াক্কাও সেখানে কম,
বরং তা' সামঞ্জস্যে লোকমত সংহত ক'রে
স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করে,
আর, দক্ষ, সমীক্ষু সেবায়
তা'র ঈপ্সিতকে অভিনন্দিত ক'রে তোলে। ১৩৬।

৪।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা

অনুরাগে প্রবৃত্তিগুলি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ উৎসারণায়, সার্থক সমাবেশে,
সংযত নিয়ন্ত্রণে, আত্মসমীক্ষায় ;
আর, ঈপ্সিত-বীতশ্রদ্ধী যা' তা'র ত্যাগে
অনুরাগী সোয়াস্তি লাভ করে,
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে;
তাই, তা'কে মুক্তি
দাসীর মত সেবা ক'রে থাকে,
অনুরাগের তাৎপর্য্যই ওখানে। ১৩৭।

৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-১৫

অনুরাগ প্রবৃত্তিগুলিকে
কারণমুখী ক'রে তোলে—,
সহজ আবেগে, সফলভাবে গুছিয়ে,
চরিয়ে, বশে এনে,
অন্তর পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে,
আর, প্রিয়বিরোধী যা'
তা'র ত্যাগে স্বস্তি লাভ ক'রে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে ;
আর তাই, অনুরাগীকে মুক্তি
দাসীর মত সেবা ক'রে থাকে।১৩৮।

৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

ভাবের রূপও যেমন—
কথাও আসে তদনুপাতিক,
আর, ব্যবহারের বহরও তেমনি।১৩৯।

৪।৮।১৯৪৮, বিকালে বেড়াতে বেড়াতে

সানুকম্পী সহযোগিতাপূর্ণ
সাধু-চেষ্টাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে,
পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
যা'দের বাহাদুরী নেওয়া অভ্যাস,
তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নজর রেখে দিও—
তারা ধূর্ত্ত ;
আস্থা রেখো না তাদের উপর,
নির্ভর করো না সেখানে—
যদি কৃতকার্য্যতা চাও,
পণ্ড প্রত্যাশায় বিধ্বস্ত হবে মাত্র।১৪০।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

করার আবেগ যা'দের কম—
সমস্যা-ধাঁধা তা'দের তত বেশী,
হুকুমের গাফিলতি-দোহাই
তত নিরলস ও রসাল।১৪১।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০-এর পর

যা'কে দিয়ে তুমি সুবিধা পাচ্ছ—
তা'র জন্য যদি তোমার
কিছু অসুবিধাও ভোগ ক'রতে হয়,
তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে তা' কর ;—
ঐ অসুবিধা তোমাকে
অনেক অসুবিধা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।১৪২।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি

যা'র উপর দাঁড়িয়ে আছ, তা'র চাহিদা কী
তা' যদি তোমার ঠিক থাকে,—
একটু ভেবে দেখলেই ঠিক পাবে—
কিসে, কোথায় কিভাবে,
সে ব্যাহত বা বর্দ্ধিত হ'তে পারে,
ঐ দিকটা নজরে রেখে
যেমন ক'রে সম্ভব তা'র পরিপূরণ কর,—
ভুলে কমই প'ড়বে,
সার্থকও হবে,
আর, আশীর্ব্বাদী আত্মপ্রসাদও
উপভোগ ক'রবে অবাধে।১৪৩।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি

যাঁ'র সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছ
তাঁ'র চাহিদা কী, স্বার্থই বা কী
তাই-ই যদি না জান,
কিসে তাঁ'কে পরিরক্ষণ করা যায়,
কিসে তাঁ'কে পরিপোষণ করা যায়,
কিসে তাঁ'কে পরিপূরণ করা যায়—
কি ক'রে বুঝবে?
মোদ্দা কথা, তুমি তাঁ'র সেবায় যাওনি,
গেছ তোমার চাহিদা পূরণে,
কিছু ক'রতে পার না,
তাই, প্রতিপদক্ষেপে
অকৃতির নাকি সুর বেজে ওঠে,—
ভেবে দেখ তা'ই কিনা।১৪৪।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি

অসেবাপ্রবণ, অপটুকর্ম্মা,
দীর্ঘসূত্রী, অকৌশলী, গালবাজী নেশা নিয়ে
যা'ই কেন না কর—
তা' নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হবে,
ব্যর্থ-অভিপ্রায় হ'য়ে অবসাদকেই
অর্জ্জন ক'রবে ;
যেমন নেশা তেমনি পেশা।১৪৫।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি

স্বার্থ যেখানে অন্তঃশায়িত,
অনুগতি যেখানে কপট,—
তামিল-বুদ্ধিও সেখানে ফাঁকিবাজ,
আর, মতান্তরের সহিত মনান্তরও সেখানে উচ্ছল।১৪৬।

৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি

অপকৃষ্ট অহং
সামঞ্জস্য বা নিরাকরণ-প্রয়াসী কম,
কারণ, তা'র প্রবৃত্তিগুলিই তা' নয়কো ;
তাই, দলন বা দমনকেই প্রায়শঃ
একমাত্র প্রতিবিধানরূপে গ্রহণ করে ;
আর, ঐ ব্যষ্টি-অহং
সমষ্টিকে পরাভূত ক'রে
প্রাধান্য অর্জ্জন ক'রতে চায়,
যদি না পারে—
সহযোগিতাকে নিকেশ ক'রে
অবুঝের মত গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া
আর কোন গত্যন্তর আছে তা'ই মনে করে না,
সমষ্টিকে পরিপূরণ ক'রে বা সংহত ক'রে
নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার কায়দাই সে পায় না,—
বুঝবার প্রয়াসও কম ;
তাই, হামেশাই কোট্‌না দৈন্য নিয়ে
ঘুরে বেড়ায়।১৪৭।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৭টা

পরিস্থিতির খতিয়ান বা খবরে
যে যত বধির,—
ধ'রে নিও
সহানুভূতি বা সহযোগপ্রবণতা তা'র
তত খাটো।১৪৮।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

চরিত্রে নাই—অনুভূতির গল্প—
হাড়ে টক,—জ্ঞানে স্বল্প।১৪৯।

৪।৮।১৯৪৮, দুপুর বেলা

করার সহযোগিতা যেমন—
হওয়া বা পাওয়াও তদ্রূপ।১৫০।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-২৭

স্বার্থান্ধ যেখানে পরিকর—
বিজ্ঞতা সেখানে বেকুব।১৫১।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৬

কুটিল যা'দের আনতি
পরিস্থিতিও তা'দের জটিল।১৫২।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫২

সংশোধনই যদি চাও—
নিজের ভুলকে নিজেই আবিষ্কার ক'র,
আর, কাজের ভিতর-দিয়ে তা'কে
তখনই পরিশুদ্ধ কর,—
বালাই হ'তে বাঁচবে অবিলম্বে।১৫৩।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ১০-১৫

শান্তি ও সৌহার্দ্দ্যের ধান্ধাই যা'দের পরিচালক—
বুঝে নিও—
তা'রা ঢের খাঁটি—অন্তঃকরণে ;
আর, উল্টো যা'দের প্রবৃত্তি—

কথা ও ব্যবহার তা'দের যতই উপাদেয় হোক—
সন্দেহ ক'রো, বুঝো,
আর, সে-চলনেও বিরত থেকো,—
এড়াবে অনেক জঞ্জাল।১৫৪।

৬।৮।১৯৪৮, সকাল ১০-৩০

দক্ষ সেবাই দক্ষতা প্রসব করে—
যে-সেবা ঈপ্সিতের পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণে উদগ্র।১৫৫।

৬।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা

যদি পার—চেয়ো না,—দিও—
যা'কে দেবে তা'র প্রয়োজন জানতে পারলেই—
যেমন তোমার ক্ষমতায় কুলোয় ;
আর, যদি চাইতেই হয়
এমনভাবে চেও—
যা'র কাছে চা'চ্ছ,—
অনিচ্ছাবশতঃই হোক
আর অক্ষমতাবশতঃই হোক—
যদি না দিতে পারে,
ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত না হও,
আর, সেও না হয়।১৫৬।

১৩।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২-৩০

জুড়িয়ে দেওয়া আর প্রসন্ন করাই হ'চ্ছে
সেবার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।১৫৭।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

পারস্পরিক যোগাড় যেখানে নেই—
কর্ম্ম সেখানে দক্ষতায় ক্ষুণ্ণ।১৫৮।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

যোগাড়ে যা'রা তাচ্ছিল্যপূর্ণ—
কর্ম্মপ্রয়াস তা'দের মৌখিক,
আর, প্রত্যাশার গোঙরানি-মাত্র।১৫৯।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

দায়িত্ব নিয়ে প্রথম মহড়ায়ই
যা'রা করার বেলায় কুঁচকে যায়,—
ভণ্ডুল-কর্ম্মা ও খরচার মোসাহেব ব'লেই
তা'দিগকে সন্দেহ ক'রতে পার—
অন্ততঃ প্রথমতঃ।১৬০।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

হিসাব চাইলেই যা'রা অপমানিত হয়—
অবিশ্বাস করা হ'চ্ছে ব'লে মনে করে—
অসাধু অকৃতজ্ঞতা তা'দের অন্তরের
নিবিড় স্থানে ব'সে ধূমপান ক'রছে—
একটু এগুলেই বুঝতে পারবে।১৬১।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

কর্ম্মব্যস্ত চলন—
আর, সে-চলার উপচয় খুঁজে পাওয়া যায় নাকো—
অথচ ন্যায়ের দোহাইদারী
খরচার বাবুগিরি-অভিনন্দন প্রতি পদক্ষেপে,—
প্রায়শঃই দেখতে পাবে—
তোমার আয় বা উন্নতির তা'রা ভদ্র অভিঘাত,
হিসাব ক'রে চ'লো।১৬২।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

বলে,—অন্তরের সহিত সেবাপ্রয়াসী,
তোমার বাস্তব শুভানুধ্যায়ী,
কিন্তু তোমার উপচয়ে নির্লজ্জ সাধু অবজ্ঞা—
অথচ নিজের প্রয়োজনে তোমার কাছে পাওয়ার বুদ্ধি
সংকুচিত তো নয়ই বরং ক্রমবৃদ্ধিপর,—

বুঝে রেখো, জোঁকের মত তা'রা,
তা'দের সাহচর্য্য তোমাকে
জয়যুক্ত করা দূরে থাকুক
স্বভাবতঃই ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তুলবে,
তা'দের বুদ্ধি, আচার
তা'দেরও ব্যর্থ ক'রবে ;
ঐ জোঁকেরও যদি জোঁক হ'তে পার—
কল্যাণবুদ্ধিতে,—
তা'রাও বাঁচবে, তুমিও বাঁচবে,
নচেৎ মুশকিল কিন্তু।১৬৩।

১৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

শরীর-মন যদি সুস্থ থাকে—
তবে কাজ করার অভ্যাসই
কর্ম্মঠ ক'রে তোলে।১৬৪।

১৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১০

পয়সা যেখানে যত সস্তা—
দেশেরও সেখানে তত দুরবস্থা,
আর, আধিপত্য করে সেখানে
আদর্শহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা, অসহযোগিতা,
এরা চলে আবার অসাধুতার
পৃষ্ঠপোষকতায়।১৬৫।

১৫।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

উৎপাদন যেখানে বিপুল
হৃদয় সেখানে প্রতুল ;
আর, আদর্শপ্রাণতা, সহযোগিতা ও কর্ম্মপ্রাণতা
যদি সাধু-তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে চলে,—
উন্নতি সেখানে পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রয়াস-চলনে
স্বর্গীয় পরিপূরণশীল হ'য়েই থাকে।১৬৬।

১৫।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

কু-চর্চ্চা ও গুজব-বাধ্য মনের
বিয়োগ ও বিকৃতিই হচ্ছে প্রধান পরিকর।১৬৭।

১৬।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-১৫

দুষ্ট বা বিরুদ্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
প্রত্যক্ষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে—
স'রে দাঁড়ান
এবং অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধ চলন যেখানে—
তা'রা যতই
সাধু ও সুযুক্তির বাহানা করুক না কেন,
কৃতঘ্নতা সেখানে অন্তঃসলিলা।১৬৮।

১৬।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৫০

চমূ যেখানে সংখ্যালঘু, দুর্ব্বল,
নিয়ন্তৃহীন, স্বল্পসম্ভার ও অনিয়ন্ত্রিত,—
সেবাপটু, প্রখর ও দীপ্তপ্রাণ নয়,—
অরি—সে যেই হোক—
প্রচণ্ড ও প্রাণঘাতী।১৬৯।

১৬।৮।১৯৪৮, বিকাল

চমূ যেখানে নেতৃপ্রাণ, প্রদীপ্ত-হৃদয়,
প্রখর, সেবাপটু, সুসম্ভার-সজ্জিত,
দক্ষ, সংহতিপ্রবণ, ক্ষিপ্র, কূটকৌশলী—
শত্রু যেমনি হোক না কেন,—
সে-চমূ অরিন্দম।১৭০।

১৬।৮।১৯৪৮, বিকাল

উৎপাদন যেখানে অঢেল—
আমদানী সেখানে বেশী,
পয়সাও সেখানে আক্রা।১৭১।

১৬।৮।১৯৪৮, বিকাল

যিনি আদর্শে উৎসর্গীকৃত নহেন—
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ, পরিপূরণী চর্য্যা যাঁকে
প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত ক'রে তোলেনি—
তিনি যেখানে নেতা,
বিশৃঙ্খল বিপর্য্যয়ই সেখানে লভ্য।১৭২।

১৬।৮।১৯৪৮, বিকাল

যে মূর্ত্ত আদর্শের শ্রদ্ধানতিতে বিগত মনীষীরা
ভাবদেহে কেন্দ্রায়িত হন না,—
যতই প্রখ্যাত হোক না কেন—
সে-আদর্শ বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্তিরই প্রতিভূ।১৭৩।

১৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

যে-অর্থনীতি গৃহস্থালীকে সুষ্ঠু,
পারস্পরিক-স্বার্থসম্বদ্ধ, প্রগতিক্রিয়
ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলে না—
তা' কৃতান্তকী,—অর্থাৎ কৃত বা কৃতিকেই
সে নিঃশেষ ক'রে আনে।১৭৪

১৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

বেকার যেখানে প্রচুর,—
উন্নতিও সেখানে ক্রুর,
ইষ্টীপূত সংহতি আর সংগঠনও রয় দূরে।১৭৫

১৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা

উৎপাদন উচ্ছল হয় সেইখানে—
যেখানে শক্তি-উৎপাদনী সামগ্রী সস্তা,
আবার কাঁচামালের আমদানীও প্রচুর,
লোকও নিষ্কর্ম্মা থাকতে চায় না,
ব্যাপৃতও রাখা যায় তাঁদিগকে।১৭৬।

১৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২

সাম্য যেখানে সুসঙ্গত নয়,
নিয়ন্ত্রণ যেখানে বিকৃত,
আদর্শপ্রাণ সহযোগিতা যেখানে সক্রিয় নয়কো,—
প্রাচুর্য্য সেখানে যতই উচ্ছল হোক—
পুষ্টি সেখানে প্রস্তরীভূত হ'য়ে
নিরেট আত্মঘাতী প্ররোচনায়
সর্ব্বনাশা হ'য়ে দাঁড়ায়।১৭৭।

১৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১০

'পলিটিক্‌স্‌' মানেই—
পূর্ত্তনীতি বা পূর্য্যনীতি
অর্থাৎ, যে-সৎনীতির অনুশাসন ও অনুসরণে
পূরণ ও পালন করা যায়—
এবং বিরুদ্ধকে আবৃত ক'রে
নিরোধ করা যায়—
এ ব্যষ্টিতেও যেমন সমষ্টিতেও তেমনি ;
আর, যা'তে তা' হয়নাকো—
তা' পূর্ত্তনীতি বা পূর্য্যনীতি নয়।১৭৮।

১৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

'ডিপ্লোমেসি' মানে যদি কূটনীতি হয়—
তা' বক্রনীতি
অর্থাৎ, দুর্ব্বোধ্য যা' বোধে এনে
আঁকা-বাঁকা নানা ভাঁজ বা ভেজালওয়ালা পরিস্থিতিকে
দেখে, অনুভব ক'রে
স্বস্থ ক'রে তোলা
বা সার্থকে লাগান,—
তা'ই হচ্ছে কৌটিল্য বা কূটনীতির
কূটবৈশিষ্ট্য।১৭৯।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

যা'তে স্ব ধরা র'য়েছে
তা'তেই হ'চ্ছে স্ব-এর অধীনতা,
স্ব যখন তা'ই নিয়ে—
সেই হ'চ্ছে স্ব-এর স্বাধীনতা ;
তবেই হ'ল—
পারস্পরিক, সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া
স্বাধীনতা হয় না ;
পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি যখন,
তখনই সে বা তা'রা স্বাধীন।১৮০।

১৭।৮।১৯৪৮, ভোর ৫-৩০

মা, বাপ, ভাই, বোন,
স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব,
পারিপার্শ্বিক, পরিস্থিতি, দেশবিদেশ ইত্যাদির ভিতরে
যখন বাস্তবভাবে দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতায়
পারস্পরিক সংগঠন সৃষ্টি ক'রে,—
মানুষ আদর্শপরিপূরণী, কর্ম্মঠ ও অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেকের পূরণে, পোষণে, রক্ষণে,
অশিষ্ট-দমনে—
স্বাধীনতা তখনই আসে সত্যিকার হ'য়ে,
আর, তা' চলে উচ্ছল উন্নতিতে,
—ওর তাৎপর্য্যই ওইখানে ;
আর, ভারতে চন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মাশোক,
সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যাদি ছিলেন
এর খানিকটা বাস্তবপরিণয়নী সিদ্ধপুরুষ। ১৮১।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

যা'তে থাকাটা বিদ্যমান থাকে
সত্তাও তা' নিয়ে,
তা' বাদ দিয়ে নয়কো,
যা' যা' দিয়ে তুমি—তা' তা' নিয়েই তুমি,
তা'কে বাদ দিয়ে যদি
তুমি তুমিই থাকতে চাও—
তোমার থাকাটা তেমন ক'রে বা তেমনভাবে
কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না ;—
তোমার থাকার অনুপূরক
বা হওয়ার অনুপূরক যা'-যা'-কিছু
তা' নিয়েই কিন্তু তোমার সত্তা,
আর, তাই-ই বৈশিষ্ট্য—
সত্তা বা স্ব শাসিত হ'চ্ছে বা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে
যা' যা' থাকায়—অন্তর্নিহিতভাবে—
তোমার জন্মতাৎপর্য্যে। ১৮২।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৩

তোমার জন্ম নিতেই
যখন অধীন বা নির্ভরশীল হ'তে হয়—
তোমার সত্তাই যখন মা, বাপ

এবং তাঁদের সত্তা ও সংস্থিতির
পরিচর্য্যায় গঠিত,
তুমি কাউকে বাদ দিয়ে
নেওয়া, দেওয়া, পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণাকে
উচ্ছেদ ক'রে
যদি স্বাধীন হ'তে চাও—
তা' স্বেচ্ছাচারী বাতুলতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমন স্বাধীনতা বিকৃত,
বিষম, বিষাক্ত ও নাশপন্থী,
ভাব, বুঝে দেখ—
জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ? ১৮৩।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯টা

যা' সপারিপার্শ্বিক
প্রকৃতিভেদে প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে,
সাধারণ স্বার্থ-সত্তায় ধারণ ক'রে,
পোষণ ক'রে, পূরণ ক'রে
সার্থকতায় উন্নত ক'রে তোলে—
তা'ই হচ্ছে ধর্ম্ম;
জীবনে সর্ব্বতোভাবে প্রতিকর্ম্মে, প্রতিনিয়ত
তা'কে পরিপালন ও তা'তে পরিচরণ করাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মাচরণ,
আর, তা'র বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য্যই হচ্ছে এই। ১৮৪।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১৫

উপযুক্ত-হ'য়ে-ধর্ম্ম-ক'রতে-চাওয়া বুদ্ধিটা
অজ বেকুবী,
মূর্খতা খানিকটা নিরেট না হ'লে
এমন বুদ্ধি কমই গজায়;
জীবনে যতটা ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রবে—
উপযুক্তও হবে ততটুকু আরোর দিকে,
ধর্ম্ম-পরিপালনের ভিতর-দিয়েই
তোমাকে উপযুক্ত হ'তে হবে
ও তা'র ক্রমে উঠতে হবে,—
নইলে, ও মিথ্যা,—হবে না;

এখিকি শুনেছ
কেউ সাঁতার শিখে জলে নেবেছে—সাঁতার দিতে? ১৮৫।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-২২

যদি শোনার ইচ্ছা থাকে তবে শোন,
যদি সত্তাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রতে চাও—
ইষ্টে যুক্ত হও,
তাঁ'র সেবায় অর্থাৎ তাঁ'র পরিরক্ষণে,
পরিপোষণে, পরিপূরণে যতটা পার
তোমাকে নিয়োজিত কর,
আর, তাঁ'র উপদেশ-মাফিক যতটুকু হয়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাক,—
ক্রমেই উপযুক্ত হবে,
আরোর দিকে চ'লবে,
তোমাতে ধর্ম্মবলও ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হবে তুমি,
সমৃদ্ধ হবে তুমি। ১৮৬।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৫

সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট বা ঈপ্সিতপ্রাণতা,
সব চাহিদাতে তাঁকে সার্থক ক'রে তোলা,
সাধিত কর্ম্মফলে তাঁকে অভিনন্দিত করা,
তাঁ'র পরিপূরণ, পরিরক্ষণ, পরিপোষণে
দৃপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠা,
তোমার যা'-কিছু সব তিনি
এমনতরভাবে তাঁ'রই পথে চরিত্রচলনে থাকা—
সবরকমে সব দিক দিয়ে—
এই-ই হচ্ছে কিন্তু পরম ধর্ম্ম ;
এক-কথায়, প্রাপ্যও তিনি, প্রাপ্তিও তিনি—
সব সংশ্লেষের, সব বিশ্লেষের পরম পরিণতি
যখন ঐ হ'য়ে দাঁড়ায়—
তোমার ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞার মূর্ত্ত প্রতীক্ হন
সেই বাসুদেব। ১৮৭।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫০

আমরা শুধু কর্ম্ম ক'রতেই জন্মগ্রহণ করিনি কিন্তু—
বরং কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরস্পরকে দিয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপভোগ ক'রতে—
আনন্দে আত্মসংবর্দ্ধনে ;
আবার, সেই উপভোগকে ঈশ্বরে ন্যস্ত ক'রে
সার্থক হ'য়ে, তাঁতে সংন্যস্ত হ'য়ে
জীবন ও জগতে তাঁকে উপভোগ করাই হ'চ্ছে
পরম সার্থকতা ;
আর তাই, সাধনার্জ্জিত কর্ম্মফল দিয়ে
আমাদের ভিতরে তাঁকে আরো ক'রে তোলা—
আলিঙ্গন ও গ্রহণে
নিঝুম চৈতন্যের চেতন উপভোগে
তাঁতে অবিরাম হওয়াই হ'ল
পরমার্থ,—বুঝলে ? ১৮৮।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ১০-১৫

তুমি যতটুকু ক'রবে—
হবেও ততটুকু,—
পাওয়াও হবে তোমার তেমনি।১৮৯।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ১০-৫০

তুমি নিজের মতন ক'রেই
ঈপ্সিতের স্বার্থ দেখ,
সেবাপ্রয়াসী হও,
বিবেচনায় যেমন আসে
তা'র সক্রিয় অনুমোদন কর,
নিরোধ ক'রতে হ'লে
তা'ও সক্রিয়ভাবেই কর,—
এই হ'চ্ছে ভালবাসার প্রথম লগ্ন।১৯০।

১৭।৮।১৯৪৮, সকাল ১০-৫৮

কাউকে কি দেখেছ কা'রো মতন ?
প্রত্যেকেই এক—অন্য হ'তে,
এতেও কি বোঝ না—ভগবান কী ? ১৯১।

১৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা

তুমি কেন জন্মেছ
মোটাভাবেও কি দেখেছ?
থাকাটাকে কি উপভোগ ক'রতে নয়—
চাহিদা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে—
পারস্পরিক সহবাসে—
প্রত্যেক রকমে?
তেমনি বুঝছ না
ভগবান কেন সৃষ্টি ক'রেছেন?
উত্তর কী এখন?—
নিজেকে অনুভব ক'রতে,
উপভোগ ক'রতে—বিশ্বে,
প্রত্যেক অনুপাতে—দেওয়ায়, নেওয়ায়—
আলিঙ্গনে, গ্রহণে,
কর্ম্মবৈচিত্র্যে,—নয় কি?১৯২।

১৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-৩

আমরা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাসনা করি
ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
অচ্যুত ভালবাসার ভিতর-দিয়ে—
অনুসরণে, পরিপালনে, পরিপূরণে, পরিরক্ষণে,—
এমনি ক'রেই প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠি,
বুঝি, জানি,
উপভোগ করি তাঁকে;
আর, এই হ'চ্ছে সাধনার তুক্।১৯৩।

১৭।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-৯

ইষ্ট বা আদর্শে অচ্যুত আনতিই হ'চ্ছে
যোগ,
আর, এই যোগে
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়
অর্থাৎ, বৃত্তিগুলি তা'দের
আপন খেয়ালমত চ'লতে চায় না,
চলে ইষ্ট বা ঈপ্সিতকে পরিপূরণ ক'রতে,
তাই, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ,"
আমি বলি—
"যোগাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।১৯৪।

১৭।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-১০

যা'তেই আমাদের উপভোগ-ঈপ্সা থাকে
আমাদের চিন্তা, চলন, বলনও
সেই রকম বুদ্ধিমরকোচ নিয়েই চ'লতে থাকে,
আর, তা' পেতে গেলে যা' ক'রতে হয়
তা'তে তেমনি প্রয়াসশীল হই—
নৈপুণ্যও আসে তেমনি,
এমনি ক'রেই তা'কে পূরণ করি—
হ'য়ে উঠি—পাই,
আবার, এই হওয়া-পাওয়ার
অনুভূতিগুলিই হ'চ্ছে উপভোগ,
আর, এ সবই কসরৎ-কাঠিন্য-বিহীন কসরৎ। ১৯৫।

১৭।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-২০

বরফের পুতুল
জলকে যতটুকু আত্মদান ক'রল—
সে ততটুকুই জল হ'ল,
আর, পেলও জলকে ততটুকু ;
ঈশ্বর-সংস্থ ইষ্টে আমরাও তেমনতর। ১৯৬।

১৭।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-৩০

আমরা আমাদের
আকাঙ্ক্ষা-পরিপোষণী আত্মম্ভরী বুদ্ধিতে
যেমন ক'রেই হোক
তাঁ'র কাছ থেকে যত নেই, দেই না—
তা' কিন্তু আমরাই হ'য়ে যায়—
তা'তে আমাদের হওয়াও হয় না,
পাওয়াও হয় না ;
জল-থেকে-গড়া বরফের লক্ষ পুতুলও
যদি জলে আত্মদান না করে
তা'দের জল হওয়াও হয় না,
পাওয়াও হয় না,
উপভোগ তো দূরের কথা,
মূষিকের মূষিকত্বই বৃদ্ধি পেতে থাকে ;
তা'ই বলি, তাঁ'কে নেও
আর তোমাকে দেও—
তা' সর্ব্বতোভাবে,—
সার্থক হবে। ১৯৭।

১৭।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-৪৫

চিনি হবার বুদ্ধি রেখো না—
বরং কর, পাও,
আর, খাও তা',—যত পার,
আর, খেয়ে যা' হবার তা' হও। ১৯৮।

১৭। ৮। ১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪৮

প্রবৃত্তিগুলি যখন তোমাকে
আর বশে রাখতে পারল না—
তুমি তখন তা'দের নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়ালে,
আর, এই নিয়ন্তৃত্বে
তুমি যখন ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠছ
অনুরতিতে, চলনে, চরিত্রে,
সামঞ্জস্যে,—
তখনই তুমি মুক্ত—জীবনে,
আর, মুক্তির তাৎপর্য্যও ওখানেই। ১৯৯।

ইং ১৭। ৮। ১৯৪৮, সন্ধ্যা,৭-১৫

পরিবর্দ্ধিত বা উন্নত হ'তে গেলে
এমন কিছুকে বা কাউকে ধ'রতে হবে—
যা' বা যিনি তোমার প্রবৃত্তির এলাকার বাইরে,
আর, তা'র অনুরতিতে, পরিপূরণে
তোমার সব-কিছুকে
দানা বেঁধে উঠতে হবে তাঁতে,
পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে
তুমি শতধা হ'লেও
তোমার ও-ভাব আর ঘুচবে না
যেমন মিছরি—
সুতো না থাকলে কি মিছরি দানা বাঁধে?
লাখ ভাঙ্গ না কেন
দানাত্ব কিন্তু ঘুচবে না ;
তুমি যখন দানা হবে
কত, কে তোমাতেও আবার অমনি ক'রে
দানা-বাঁধা হ'য়ে উঠবে। ২০০।

১৭। ৮। ১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

ঈশ্বরে দানা বেঁধে ওঠ
তাঁতে অনুরাগের ভিতর-দিয়ে,
যা'ই হোক—যে অবস্থায়ই পড়, নষ্ট পাবে না।২০১।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

ঈশ্বরকে পেতে হ'লে
সর্ব্বহারা হ'তে হবে ভেবে ভয় ক'রো না,
তাঁকে পাওয়া মানে সবকে পাওয়া ;
ব্যাঙের বুদ্ধি—ভয়ে প্রস্রাব ক'রে পালান—
তুমি কি তা'ই ক'রবে?
ব্যাঙই থাকবে?
ব্যাঙ থাকে ব্যাঙেরই জগতে।২০২।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২১

যা'কেই আমরা
নিয়ত আমার ক'রে ভাবি—
তেমনি করি, বলি, চলিও তেমনি,
তা'র অভাব সত্তাকে বজ্রাহত ক'রে তোলে,
বেদনায় মুষড়ে পড়ি—
কম্পিত-সংজ্ঞা নিয়ে ;
তুমি গুরুকে তেমনিতর ভালবেসে
ঈশ্বর-মমত্বশীল হ'য়ে ওঠ,
তাঁকে তোমার জীবনে
অজর-অমরত্বে প্রতিষ্ঠা কর
জরা-মরণের ভিতর-দিয়েও,
যদি পার—
রেহাই পাবে।২০৩।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩৪

মানুষকে আদর্শে আনত ক'রে তোল—
দীক্ষিত ক'রে তোল সেই এক-এ—কৃষ্টিপটু ক'রে,
কর্ম্ম-ব্যাপৃত ক'রে রাখ—
উপচয়ী উৎপাদনী শ্রমপ্রবর্ত্তনায়—
জন্মগত বৈধানিক সংস্কারানুপাতিক,
প্রগতিপ্রবণ বর্ণানুসংযোগী পরিণয় প্রবর্ত্তন কর—
উন্নতিমুখে,

সাম্যে নিয়ন্ত্রিত কর যা'র যথা প্রয়োজন,
শুধু উপভোগ-অর্জী না ক'রে
ইষ্টানুপূরণে অর্জী ক'রে তোল—
প্রত্যেকের প্রতিপ্রত্যেককে
সক্রিয় সহযোগী সেবায়—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে,
অশিষ্ট-দমনী চমূ-বিন্যাস এমনতর কর—
যা'তে কুৎসিত যা'—
তা' নিরস্ত হয়, লোপ পায় ;—
শাসন, সংহতি ও কর্ম্মপ্রয়াস
সামঞ্জস্যে এমনতর হ'লে
শান্তি সবাইকে প্লুত ক'রে তুলবে।২০৪।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২১

দুর্বৃত্তি যেখানে যত বেশী—
দুর্বৃত্তও সেখানে তত প্রচুর,
আর, এর বৃদ্ধি যেখানে যত,—
আধিপত্যও সেখানে তত—শয়তানের।২০৫।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৫

দুর্বৃত্তি তা'ই—যা' নাকি সত্তাকে
পোষণ ও পালন না ক'রে
ক্ষয়েই ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে,
আর, এই দুর্বৃত্তিকেই রিপু বলে।২০৬।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৮

শত্রুর সাথে বিরোধ ক'রো না—যথাসম্ভব,
কিন্তু এমন উচ্ছল নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখ—
যা' দুর্ভেদ্য, অনমনীয়, অকাট্য ;
যদি সৎপ্রণোদনা থাকে—
অবসর পাবে শত্রু তা' বুঝতে,
শান্তিও আসতে পারে নির্ব্বিরোধে।২০৭।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫৫

স্বার্থপ্রণোদিত, অন্যায়, অযাচিত আক্রমণ—
প্রবল বাত্যায় নিরোধ ক'রতে
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,—
নিরোধ যদি না কর,
তুমি ম'রবে আর মারবেও অনেককে ;
যদি পার আক্রমণকারীর কল্যাণবুদ্ধিকে
প্রবুদ্ধ ক'রতে চেষ্টা পেও—
সত্তাকে বজায় রেখে,
চেষ্টায় যতদূর তোমার কুলায় ;
প্রবুদ্ধি হয়তো প্রস্বস্তিও এনে দিতে পারে। ২০৮।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

কোন বিরোধ বা ব্যত্যয়ে
আদর্শ ও তৎপূরণী উদ্দেশ্যকে অকাট্য রেখে
সামঞ্জস্য যত আনতে পার—
ততই ভাল,
আদর্শ আর তৎপূরণী উদ্দেশ্যকে বলি দিয়ে
সামঞ্জস্য আনতে যেও না,
অমনতর সামঞ্জস্যের মানেই হ'চ্ছে—
নিজে ডোবা
আর কাঠামো-শুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া,—
তা'তে নষ্ট হবেও—নষ্ট করবেও ;
এমনতর ক্ষেত্রে
বিরোধশূন্য দুর্ব্বার নিরোধই হ'চ্ছে
প্রশস্ত পথ—উপযুক্ত প্রস্তুতি রেখে। ২০৯।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪

হিংসায় অহিংস থেকো না,
সত্তায় অহিংস হও,
রোগকে ভালবাসতে যেও না—
রোগীকে ভালবাস,
কর তা'ই যা'তে সে রোগমুক্ত হয়,
সৎ যা' ভালবাস, অসৎ যা' তা'কে নয় ;
যা'কে ভালবাসবে
সে-ই কিন্তু পেয়ে ব'সবে তোমাকে,
আর, তা' যে-রকমের—
পরিণতিও পাবে তুমি তেমনি। ২১০।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১৫

যদি পার
মানুষের কুবুদ্ধি বা অসৎপ্রবৃত্তি নিরসন কর,
অত্যাচারের নিরসন ক'রে
পার তো অত্যাচারীকে বাঁচাও,
অজ্ঞতার নিরসন ক'রে
জ্ঞানে সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,—
সুখী হ'বে তুমি,
স্বস্তি পাবে,
লোকও ফুল্ল হ'বে তোমাতে।২১১।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২০

ম'রো না—মারতেও যেও না,
পার তো মৃত্যুকেই নিকেশ ক'রে দাও।২১২।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২১

ঘৃণা যদি ক'রতে হয়—
তো পাপকেই,
পাপীকে ঘৃণা ক'রো না,
চেষ্টা কর উদ্ধার ক'রতে তা'কে—
পাপ থেকে।২১৩।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৫

ক্রোধান্ধ হ'য়ো না—
বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হবে,
অন্যায়ে প্ররোচিত হবে—
ক্ষতি হবে তোমারও আর অন্যেরও,
বরং তেজী হও,
কুপ্রবৃত্তির অপনোদন কর,
সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে. সামঞ্জস্যে
সবাইকে স্বস্থ ক'রে তোল।২১৪।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

আদর্শে অচ্যুত, উদগ্র অনুরতি যেমনতর
তোমার তেজ বা বীর্য্যও তেমনি ;
যদি তেজী হও বা বীর্য্যবান হও—
তোমার যা'-কিছু সংযত ও সংহত ক'রতে
কিছুই লাগবে না,
যা' চাও তা' লাভের পথে
যেমন যেমন বাধাই আসুক,
তা'কে অতিক্রম ক'রে তা' পাওয়াও
তোমার পক্ষে কঠিন হবে না,
তোমার চলনও রইবে প্রদীপ্ত,
উন্নতিও হবে উচ্ছল। ২১৫।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩৯

যা'দের দিয়ে
তোমাদের সত্তা ও সম্মান বজায় আছে—
প্রবৃত্তি বা বুদ্ধির দোষে
তা'রা যদি কিছু অন্যায্যও ক'রে থাকে
তা' সহ্য কর,
তা'দের পর ক'রে দিও না,
প্রিয়ই ক'রে রাখ—
প্রয়োজনে তা'দিগকে দাও,
বিপদে দাঁড়াও,
ক্ষমতা-মাফিক সব-রকমেই
তা'দিগকে সাহায্য কর,
সুষ্ঠু সৎসেবায় আরো শক্তিমান্ হ'য়ে উঠবে—
স্বার্থ হবে তা'রা তোমাদের,
তোমরাও হবে তাই তা'দেরও স্বভাবতঃ,
নিরাশা নিঃস্বই হ'য়ে থাকবে। ২১৬।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৫০

যা'রা তোমার হ'তে চায় না
কিন্তু তোমাকে তা'দের ক'রতে চায়,—
ঠিক জেনো—
ক্রূরবুদ্ধি অন্তরীক্ষে ওত পেতে ব'সে আছে,
তোমার সাথে তা'দের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ,
তোমাকে পদানত ক'রতে চায়,
সাবাড়ে আত্মসাৎ ক'রতে চায়,

সাবধান!
হিসাব ক'রে চ'লো।২১৭।

১৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৫৫

চমূকে শক্তিশালী, সংহত ও সুশিক্ষিত ক'রে
যথারীতি বিন্যাস করা মানে—
এ নয়কো—দাম্ভিক, অন্যায্য বিরোধ সৃষ্টি করা,
আর, পর বা পারিপার্শ্বিকের সত্ত্ব বা সত্তাকে
গায়ের জোরে অভিভূত ও আয়ত্ত করা ;
সুনীতি-শাসনে
দুষ্ট যা' তা'কে প্রতিনিবৃত্ত করা,—ঠাণ্ডা করা,—
নিপীড়িতকে সাহায্য করা—এই তো!
আর, এর উল্টো হ'লেই—
শয়তানপন্থী হ'লেই—
শ্রেয়কেই হারাবে কিন্তু।২১৮।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-৬

জয় কর তা'কেই
যা' পুষ্টির নয়, ক্ষয়ের।২১৯।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-১১

চর যদি সুনিষ্ঠ, সূক্ষ্ম, দূরদৃষ্টিপ্রবণ,
চকিত, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন না হয়,—
চলনই তা'র বিপর্য্যয় ডেকে আনতে পারে।২২০।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-১৫

প্রিয়, সুদর্শন, বিজ্ঞ,
শান্ত, অবস্থা-নিয়ন্ত্রণী, কূটকৌশলী,
সার্থকবাগ্মী, সদ্বংশজ, দক্ষ, পরিশ্রমী,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, দান্ত যে—
দৌত্য কিন্তু তা'তেই মানায়।২২১।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-২৬

যা'দের ভেবে দেখা বুদ্ধিই প্রবল,
দেখে ভাবা, করা বা চলা
মিষ্টি লাগে না ;
স্বভাব সুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল নয়কো,
আর, কথায় ও চলনে দ্বন্দ্ববহুল,
মজুতবাজকর্ম্মী, মন্থর, অকুশলকৌশলী যা'রা,
তা'রা যা'তেই যা'ক না—
অপ্রতুলতাকেই বেশী আশা ক'রো। ২২২।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

তোমার প্রীতি ও সেবা
ঈপ্সিতেই কেন্দ্রায়িত হোক—
উপ্‌চে, তা' সব সম্পদ নিয়ে,—
বিস্তারেই বিস্তীর্ণ হবে। ২২৩।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮টা

তোমার সেবা প্রথমেই যেন
যা'কে সেবা ক'রছ—
কথায় ও ব্যবহারে
তা'র মনকে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, সাথে-সাথে তা'র পরিরক্ষণে,
পরিপোষণে ও পরিপূরণে
সচেষ্ট হ'য়ে চলে,—
সন্দীপ্ত হবে আত্মপ্রসাদে,
অভিজিৎ হবে সুফলে। ২২৪।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৬

ক্ষয়কেই জয় কর,
আর, সত্তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল—
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে। ২২৫।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-১২

উলঙ্গ হও সেখানেই
যে তোমার পরিধেয় হ'য়ে র'বে—
দীপন-সৌন্দর্য্যে। ২২৬।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২০

রিক্ত হও তা'তেই—
যে তোমায় পূর্ণ ক'রে দেবে—
উচ্ছলে—পূত সমীক্ষায়।২২৭।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২২

উন্মুক্ত হও সেখানেই—
যে তোমাকে মুক্ত ক'রে তুলতে পারে—
সব দিক দিয়ে।২২৮।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ১০টা

বহুত্বের ভিতরে একত্বেরই অনুসন্ধান কর,
সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাও তাঁকে,
আর, পরিবেষণ কর তা' প্রত্যেককে
সংযোজিত সমন্বয়ে,—
সার্থক হবে সকলে।২২৯।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৬

প্রথাপালন, নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস ও প্রগতি
দেহ-বিধানকে বিধায়িত করে,
স্বভাব উৎসৃষ্ট হয় তা' হ'তেই,
আর, গুণও পায় তেমনি।২৩০।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৩

প্রথাপালন, নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস
আর প্রগতির সমন্বয়ে
দেহবিধানে যে-সমাবেশ
বা সংস্থিতির সৃষ্টি হয়—
অর্থাৎ যে-দানার সৃষ্টি হয়—
তা' মহাক্ষুদ্রত্বে ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত হ'লেও
দৈন্য পায়,—কিন্তু স্বভাব হারায় না,—
অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা' কৃষ্টি ও
আদর্শ-সূত্রে এতটুকুও বিধৃত থাকে।২৩১।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৯টা

প্রথাকে পরিমার্জ্জিত কর,
অভ্যাসকে উন্নত কর,
প্রগতিকে আদর্শমুখী কর,—
বৈধানিক সমাবেশ উন্নত হবে,
স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে,
সম্বর্দ্ধনা আরোতর হ'য়ে ছুটবে—উৎক্রমণে
—বংশ হ'বে উন্নতিমুখর। ২৩২।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১৩

পরিণীত হও সেখানে—
যেখানে তোমাদের দেহমনের
বৈধানিক স্বভাব-সংগতি
পরস্পরের ধারণ ও গ্রহণক্ষম সহযোগী হ'য়ে
পোষণ ও পূরণে
সুন্দর, দক্ষপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বতোভাবে,
আর, এতেই হবে সমাজ উৎকর্ষ-মুখর। ২৩৩।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-২০

প্রথাপালন, অভ্যাস ও প্রগতি হ'তে
দেহবিধানের যে স্ফটিক-সংস্থিতি
স্বভাবজাত হ'য়ে,
অভ্যাস ও ব্যবহারে
নানারকমে বিকীর্ণ হ'য়ে চলে—
তা'ই হ'চ্ছে বর্ণ ও বংশের মূল উপাদান। ২৩৪।

১৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০

ক্ষুধা যেমন বৈধানিক আগ্রহ,
ক্ষুধা পেলে খাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে,
সত্তাপোষণী খাদ্য পছন্দও হয়,
ভালও লাগে,
পাকাশয়ও পরিপাকপ্রবণ হ'য়ে ওঠে
—যথোচিতভাবে,
তেমনতরই পরিণীতও হ'তে হয় সেখানে—

বৈধানিক আগ্রহে, সত্তাপোষণী পছন্দে,
ভাললাগায় বহন বা গ্রহণের আকৃতি ও ক্ষমতা
যেখানে স্বাভাবিক—
যথোচিত সুষ্ঠু, সুস্থ, সুসঙ্গত, তুল্য-অসমান—
একত্বানুধ্যায়ী যে তা'র সহিত ;
তা'তে ফলও মেলে সুন্দর,—পুষ্টিপ্রদ। ২৩৫।

১৮।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

ক্ষুধা পেলেই যে লোভ হয়
কেবল তা' নয়কো'
ক্ষুধা না পেলেও লোভ হয়,
সে-লোভ ক্ষুধার নয়,—খাওয়ার,
তা'তে ক্ষয়ই আনে—
তা' পুষ্টির পরিপন্থী;
তেমনি বৈধানিক আগ্রহান্বিত প্রীতির সাথেও
কাম থাকতে পারে,—
কিন্তু ওটা না থাকলেও
মানুষ কাম-প্রলোভী হ'তে পারে—
সেটা কিন্তু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও উন্নতিপ্রসূ নয়কো। ২৩৬।

ইং ১৮।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৫

প্রীতি যেখানে পদদলিত
ক্ষোভও সেখানে সন্দেহসঙ্কুল—
হৃদয়বিদারক। ২৩৭

ইং ১৮।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২টা

দেহমনের বৈধানিক বৈশিষ্ট্যে সমধর্ম্মী,
পরস্পর আকৃতিপ্রবণ,

বিপরীত-সত্ব এমনতর যুগ্মের সংযোগ
সমুন্নত ফলপ্রসূ,
কিন্তু পারস্পরিক দূরত্ব বা বৈষম্য যেখানে অধিক—
অমনতর সংযোগ
সেখানে সুফল-সম্ভাব্য হ'লেও
ক্কচিৎ সক্রিয়,

আবার, সমবিপরীত সত্তা হ'য়েও
প্রতিলোমধর্ম্মী যদি হয়—
তবে সে-সংযোগ
বীজ-উপাদানকে বিশ্লিষ্ট করে ব'লে
পরিধ্বংস-প্রসূ, সাম্যভাঙ্গা, বিস্ফোরণ-প্রবণ। ২৩৮।

১৯।৮।১৯৪৮, সকাল ৮টা

যে-কোন দানাই হো'ক—
সে যেমন—
যা'তে পরস্পরের আকৃতি আছে এমনতর
তা'র সমধর্ম্মী অথচ বিপরীত সত্তার
সংযোগ পেলেই
বেড়ে ওঠে, পুষ্টি পায়,—
জৈবী দানাও কিন্তু তেমনি। ২৩৯।

১৯।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

জৈব-বৈশিষ্ট্যে সমধর্ম্মী, বিপরীত-সত্ত্ব
উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টার সংযোগ
উন্নত-ফলপ্রসূ,
কিন্তু সত্ত্ব-দূরত্ব বা সত্ত্ব-বৈষম্য যেখানে অধিক—
সেখানে অমনতর সংযোগ ক্কচিৎ ফলপ্রসূ,
ফলপ্রসূ হ'লেও যা' হয় সূ-ই হয়—
যদিও প্রায়শঃ তা' বন্ধ্যা ;
সবদিক দিয়ে সব রকমে দেখে হয়তো
ভগবান মন্বাদি তাই অনুলোম-বিবাহকে
ধর্ম্মদ ব'লে সমর্থন ক'রেছেন,
আর, প্রতিলোমকে পরিধ্বংসী ব'লেই
আখ্যাত ক'রেছেন। ২৪০।

১৯।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৪

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যেও না,
পার তো পরিশোধন কর—
নিরোধ-প্রস্তুতি নিয়ে,
প্রীতি-বোধ জাগিয়ে তুলে। ২৪১।

১৯।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৫

ভয়ে অবসন্ন হওয়াটা কিন্তু
সহিষ্ণুতা নয়কো,
বরং সেবাপরায়ণ, সহিষ্ণু হও,
আর, যত পার
ভীতিকে নিরাকরণ কর।২৪২।

১৯।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

প্রস্তুত থাক—
প্রয়োজনেরও পাঁচগুণ হ'য়ে অন্ততঃ,
সব রকমে, সব দিক দিয়ে—
যথা-বিন্যাসে,
যেন সময়কালে সন্তপ্ত হ'তে না হয়।২৪৩।

১৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১১টা

যা'রা নেয়ই, কিন্তু দেয় না—
বা দেওয়ার প্রবৃত্তিও যা'দের মন্থর—
নিছক জেনো, তা'রা কর্ম্মবিমুখ,
চির-অতৃপ্ত
লোভী ও পরশ্রীকাতর,
আর, ওর সাথে অনুস্যূত থাকে
অন্তঃশায়ী অকৃতজ্ঞ, অসেবা-প্রবণ,
কোপকলুষ সম্ভ্রান্ত নীচতা,
অমঙ্গল ও অকল্যাণই তা'দের নিয়তি।২৪৪।

২০।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২টা

যা'রা দিতেই ভালবাসে—
নেওয়ার প্রলোভন নেই,
অথচ এতটুকু পেলেও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—
করেও তেমনি,—
অন্যথা তা'রা যেমনই হোক,
প্রাপ্তি তা'দের অবিরল।২৪৫।

২০।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২-২

যোগ্যতা নেই—পাও না—
তুমি ত্যাগী—
তা'র মানেই হচ্ছে তুমি দাম্ভিক—
দারিদ্র্যব্যাধি-যুক্ত। ২৪৬।

২০।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২-৫

যোগ্যতাও আছে,
পাও-ও খুব—
দাও-ও প্রাণ খুলে—যথাপ্রয়োজন,
নিজেরই মতন দেখ অন্যকে—
তুমি ত্যাগী,
ভোগ তোমার ভৃত্য ছাড়া কিছুই নয়কো। ২৪৭।

২০।৮।১৯৪৮, দুপুর ১২-৭

নিজের প্রয়োজনগুলিকে কমিয়ে ফেল—
যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে—
যা'তে ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য না হও বা অপরিচ্ছন্ন না থাক
এমন কায়দায়
সুন্দর সদাচারী হ'য়ে,—
আবর্জ্জনা-ব্যাপৃত হবে না,
চলনও হবে অপব্যয়হীন—
ঝরঝরে, সহজ। ২৪৮।

২১।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

প্রভাব হোক অমোঘ—
কিন্তু প্রতাপ যেন জ্বালাময়ী প্রখর না হয়,
মানুষ শান্তি পাবে,—দীপ্ত হবে,
সার্থক হবে নিজেও—
উপভোগ আর নন্দনায়। ২৪৯।

২১।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

লোকসেবাপ্রবণ হওয়া তো খুবই ভাল
কিন্তু তা' আদর্শপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে,—
বালাই থেকে খানিকটা রেহাইও পেতে পার।২৫০।

২১।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২০

দরদী হও—সেবায় ও ব্যবহারে,
কিন্তু নজর রেখো—
যা'তে দ্রোহী না হ'তে হয়,
দুঃখেও সুখী হবে—
সমবেদনার সক্রিয় আলিঙ্গনে।২৫১।

২১।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

দীপ্ত হও
আক্রোশে নয়—
তৃপ্তিতে,
দক্ষচলন-প্রাজ্ঞ কৃতিত্বে।২৫২।

২১।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

মানুষ দুর্দ্দশার ভিতর-দিয়েও বাড়ে তখনই—
যখন আদর্শানুরাগ ও অনুসরণ অচ্যুত,
আর, সমর্থনপ্রবণ সহযোগিগণের সংহতি
সক্রিয়,
তখনই তা'রা দুর্গতি-ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রেও
বজায় থাকে,
বৃদ্ধিই পায়,
নতুবা, ক্ষয়িষ্ণু ছত্রভঙ্গই হয় তা'দের পরিণতি।২৫৩।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১১

সক্রিয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পষ্টবাদিতা
ঢের ভাল—
ধাপ্পাবাজী গাছে-তুলে-দেওয়া
মিষ্টি কথার চাইতে।২৫৪।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৪০

নিখুঁত করা
অল্প হ'লেও ঢের ভাল,—
এলোমেলো অসম্পূর্ণ বহুর চাইতে।২৫৫।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

অসম্বদ্ধ বহুব্যাপৃতি
জঞ্জালই সৃষ্টি করে,
সুসংবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত যা'
তা' কষ্টের হ'লেও
সোয়াস্তি ও আনন্দেরই।২৫৬।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৫৬

যেখানে জীবনীয় যা'—
সেখানে তাই-ই ধর্ম্মের,
তা' করাই ভাল।২৫৭।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-৫

তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—
যা' যা' দিয়ে তা' ঘ'টে থাকে,
তাই, তা' চিন্তা ক'রে যথাবিহিত চলনে
ভ্রমপ্রমাদে কমই প'ড়তে হয়,
কালে প্রাজ্ঞও হ'য়ে ওঠে।২৫৮।

২১।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

বিরোধ সেখানেই তত ব্যাহত—
কূটপ্রজ্ঞা যেখানে
সত্তাস্বার্থ-বিজড়নকে যত মুখ্য
ও অচ্ছেদ্য ক'রে তুলতে পারে—বাস্তবে।২৫৯।

২১।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-৩০

মূর্খ-স্বার্থ যতই বিবেচনা করে
বিরোধটাই তা'র সত্তা বা স্বার্থের উপচয়ী—
ভেদ সেখানে ততই বিরাট।২৬০।

২১।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-৪০

বিয়ের আসল ঘটকই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধায় ফুটে-ওঠা, সেবাপ্রবণ অচ্যুত ভালবাসা,
যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে কন্যায়—
বংশীয় প্রথা-তাৎপর্য্যে—
কুলপূরণী ছন্দানুবর্ত্তিতায়।২৬১।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১০

যা' যেমন ক'রে হয় বা হয় না
বাস্তবতায় তা' জেনে
যে চ'লতে জানে—
সেই তো সত্যিকারের দার্শনিক।২৬২।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

যে যা'র জন্য কষ্ট সহ্য ক'রেও সুখী,
মান-অভিমানের ধারও ধারে না,
ছেড়ে থাকাও মুশকিল,
দিয়ে সুখী ক'রে
সুখী হওয়াই যা'র উপভোগ,—
সে তা'কে ভালবাসে ;
আর, নেওয়া বা পাওয়ার লোভে সেবা—
জেনে রেখো—
তোমার কেউ নয় সে,
তুমিও তা'র কেবা!২৬৩।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

অভিমান যেখানে প্রখর
প্রীতিও সেখানে কাতর।২৬৪।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৬

অভিমানে আছে—
নিজের ওজন বাড়িয়ে তোলা, আত্মসমর্থন,
প্রীতিতে থাকে প্রিয়কে বাড়িয়ে তোলা

আর প্রিয়-সমর্থন ;—
তাই, নরকের বা নিকৃষ্ট হওয়ার
মূলই হ'চ্ছে অভিমান। ২৬৫।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২১

ভালবাসা কিন্তু পারস্পরিক নয়কো—
তা' পূরণ-ক্ষুধাসম্ভূত স্বতঃই ;
ভালবাসায় সেবা-দক্ষ হ'য়ে ওঠে—
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ
ও পরিপূরণ-প্রবৃত্তি হয় মুখ্য,
প্রিয়র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে তা' সব দিক দিয়ে,
আর, তা' সত্তার অনুপূরক ব'লেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে—প্রিয়র ভালবাসায় ;
এমনি ক'রেই প্রিয়ও ভালবাসতে থাকে,
তখন পরস্পর পরস্পরের চাওয়ায়
অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই করাগুলি যেখানে
পরস্পরের পরিপোষক নয়—
সেখানে হয় ওর উল্টো,
এই-ই হ'ল ভালবাসার আসল ব্যাপার। ২৬৬।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৪

ভণ্ডবুদ্ধি
ধর্ম্মকথা কয় অন্যের বেলায়,
বাগানোর মতলবে,
আর, সুবিধামাফিক
নিজের বেলায় হয় সংসারী,
নয় লোকসেবক,—
কোথাও নাস্তিক। ২৬৭।

২১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৩০

বীজকোষনিহিত বিভিন্ন প্রকার জৈবদানা—
যা' বংশানুক্রমিক প্রথাপালন, অভ্যাস
ও সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে উদ্ভূত হ'য়েছে—

বিভিন্ন প্রকারের নানা রকমারিতে—
তা'কেই বর্ণের মূল উপাদান বলা হয় ;
প্রকৃতি ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যে
এই-জৈবদানার বিশেষত্ব নিয়ে যে-বিভাগ
তাই-ই বিভিন্ন বর্ণ ;
এই জৈবদানাকে জৈবসংস্কৃতিও বলা যায়—
যা' বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে,
রূপে-রূপে
স্ব স্ব প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ফুটে উঠেছে
ও ফুটতে-ফুটতেই চ'লছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে,
বংশানুক্রমিকতায়
বড়-ছোট—আঁকাবাঁকা—ভালমন্দে—
স্বভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুচ্ছের
যে মৌলিক সহজাত সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে
এই পরিণতি—
বাহ্যতঃ ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক—
তা'র আর তেমন পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে না ;
এই দানা বা জৈবসংস্কৃতি—বীজকোষেই
নিহিত থাকে—
উপযুক্ত সন্তানুপাতিক পরিচর্য্যায়
তা' অঙ্কুরিত বা উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে—
যথাযথভাবে ;
আর, এই যথাযথত্বের সমন্বয় যেখানে যেমনতর—
অঙ্কুরণ-বৈশিষ্ট্যও
সবল বা দুর্ব্বল তেমনতর।২৬৮।

২২।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-১৫

যে-বর্ণ বা যে-বংশের
অনুরোপণ-যোগ্য যে-ক্ষেত্র
তা'র অনুপোষক বা অনুপূরক
বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতিতে,—
তাই-ই হ'চ্ছে তা'র পরিণয়-যোগ্য
বর্ণ বা বংশ।২৬৯।

২২।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৫

বংশ বা কুলপ্রথা—
যা'তে জাতক বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত—
যা' সহজাত সংস্কারে পরিণত হ'য়ে,
বিধানে প্রকৃষ্টভাবে অন্তর্নিহিত থেকে,
প্রবৃত্তি হ'য়ে অভ্যাসকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছে
আরো উৎকর্ষে—
প্রগতি-পরিপুষ্ট ক'রে—
পরিপূরণ-সার্থকতায়—
তা' ঐ বৈশিষ্ট্যে ও গুণকর্ম্মে অন্বিত হ'য়ে,
স্থূলতঃ যত ছোটই হোক আর যত বড়ই হোক,—
বর্ণের মূল উপাদান হ'চ্ছে ওখানে,
ঋষিরা তা'কেই বর্ণের উৎস ব'লে
আখ্যা দিয়েছেন। ২৭০।

২২।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

পরস্পর পারম্পর্য্যানুসারে
বৈশিষ্ট্যানুপূরক যে বা যা'রা যেমনতর—
তা'র বা তা'দের
বর্ণও আখ্যাত হ'য়েছে সেই নামে। ২৭১।

২২।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৩

বিশিষ্টভাবে পূরণপ্রবণ বৈশিষ্ট্যবান যাঁ'রা—
সব ছোট-বড় দিয়েই
তাঁ'দিগকে বিপ্রবর্ণ ব'লে থাকে,
আবার, ক্ষতত্রাণী বৈশিষ্ট্যওয়ালা যাঁ'রা
তাঁ'রা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত,
তেমনি যাঁ'রা সকলকেই পরিপূরণ করেন বাস্তবে
খাইয়ে-পরিয়ে—
সমাজের প্রতি-স্তরেই যাঁ'দের প্রবেশ আছে—
সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় তা'দিগকে বাঁচিয়ে রাখতে,
পুষ্টি দিতে—
তাঁ'রাই বৈশ্য,
আবার, যাঁ'রা শুচীকৃত—
সেবা ও সাহায্যের ভিতর-দিয়ে
সমাজকে পরিচর্য্যা ক'রে
নিজেদের উৎকর্ষে সম্বর্দ্ধিত ক'রে থাকেন—
তাঁ'রাই হচ্ছেন শূদ্র। ২৭২।

২২।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০

বর্ণগুলি পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক ও উদ্বর্দ্ধক
সবর্ণানুলোমক্রমে,
এদের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই জন্মে—
ঐ বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে,
আবার, এই বর্ণানুপাতী বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে
বংশপ্রথায় ভিন্ন হ'য়েও
একে অন্যের বংশতাৎপর্য্যের বা গোত্রের
বিহিত অনুপূরক বা প্রতিপূরক—
এমনতর প্রতিপূরণী-সম অথচ বিপরীত-সত্তাদ্বয়
পরস্পর পরিণয়যোগ্য,
আর, তা'র ফলও শুভপ্রসূ হ'য়েই থাকে,
এটা সমস্ত প্রকৃতিতেই বিছিয়ে আছে—
তা' মানুষেই হোক—জন্তুতেই হোক—
উদ্ভিদ্-জগতেই হোক। ২৭৩।

২২।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৫

বর্ণ মানেই হ'চ্ছে—
এমনতর বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান বিভিন্ন প্রকৃতির
সমাবেশী সম্প্রদায়
যা' এক-জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে
পারম্পর্য্যানুক্রমিক পরিপালন-নিরততায়
বৈধানিক সংস্থিতিকেও বিশিষ্ট ক'রে তুলছে—
বংশানুক্রমে। ২৭৪।

২২।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

অনুলোম-পরিণয়-প্রথাযুক্ত
সুপরিপালিত বর্ণাশ্রম
শ্রেণী-বৈষম্য দূর ক'রে—নিয়ে আসে
—সশ্রদ্ধ সম্প্রদায়-সংযোগ,
পারস্পরিক সহযোগিতা,
সামাজিক উৎকর্ষ ও উন্নত উৎসৃজন ;
আর, তা' বেকার ও ক্রূর প্রতিযোগিতার অবসানে
আনে অর্থনৈতিক মুক্তি। ২৭৫।

২২।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬টা

বর্ণাশ্রম প্রাজ্ঞ সৃষ্টি ক'রতে পারে—
বৈশিষ্ট্যে প্রতিকূল সংকর সংস্থিতি হয় না ব'লে,
যেখানে তা' নাই—
সেখানে শুধু একপেশে
বিশেষ প্রতিভাই সৃষ্টি হ'তে পারে,
প্রাজ্ঞ-পরিসৃষ্টি রুদ্ধ হ'য়ে যায় ব'ললেও
অত্যুক্তি হয় না। ২৭৬।

২২।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩০

সর্ব্বতোমুখী, সমন্বয়ী, সার্থক জ্ঞানকেই
প্রজ্ঞা বলে ;
আর, একপেশে—যা' সব-কিছুকে
সার্থক ক'রে তোলে না
এমনতর যে জ্ঞান—
তা'কে প্রতিভা বলা যেতে পারে। ২৭৭।

২২।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩২

প্রজ্ঞায় বিস্তার আছে—
বৃদ্ধিও তদনুপাতিক,
সত্তাই তা'র ভিত্তি
তা' সর্ব্বপরিপূরণী সর্ব্বতোমুখী ;
প্রতিভায় বৃদ্ধি আছে,
তা'র বিস্তৃতি-সার্থকতা কম,
তা' প্রবৃত্তি-সংঘাত-স্ফুরিত
একদেশদর্শী, একপেশে ;
এই হ'ল প্রতিভা আর প্রজ্ঞার ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ২৭৮।

২২।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৪০

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রে
বৃত্তি ও কৃষ্টির প্রগতি বা অধিগমনই হ'ল
বর্ণের তাৎপর্য্য,
যা' অন্তর্নিহিত সত্তাসমাবেশ থাকার দরুন
সেই বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
বংশানুক্রমে দক্ষ তজ্জী হ'তে পারে সহজে—
অন্তর্নিহিত মরকোচে অভিনিবেশ ক'রে। ২৭৯।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

বৈশিষ্ট্য যা'র যেমন—
চলন, বলন, দেখা, শোনা,
নিষ্ঠা-আবেগও তেমন। ২৮০।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২

জন বা জাতির যদি সর্ব্বতোমুখী উৎকর্ষই চাও—
আগে পরিণয়-ব্যাপার পরিশুদ্ধ কর—
যথাসার্থকতায়,
নইলে যা' ক'রবে তা'তে
বিকৃতির হাত এড়াতে পারবে না। ২৮১।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫

এক-পরিণয়কে সুসংস্কৃত কর,
যথাবিহিত অনুলোম-বিবাহকে
সমর্থন কর,—
উৎকৃষ্ট জন-আবির্ভাবে জাতি
উৎকর্ষেই চ'লবে অবিরল—
অনেক বালাই বা ব্যাহতি থেকে ক্রমশঃই
রেহাই পেতে থাকবে। ২৮২।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

অসবর্ণ অনুলোম পরিণয়,
সম্ভবমতন যথাযথ বহুবিবাহ
জাতির আত্মীকরণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে,
উন্নত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শ্রম ও কৃষ্টি সংহতিপ্রবণ হ'য়ে
ধর্ম্ম ও সম্পদেরই আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবে। ২৮৩।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৫

প্রতিলোম
বৈশিষ্ট্য-সাঙ্কর্য্যে পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা—
যা' সমাজকে দানা বেঁধে উঠতে দেয় না,—
যা'র বিস্ফোরণে জাতি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়,

আত্মঘাতী মিথ্যা-ঔদার্য্যই হয়
তা'র বিষাক্ত পরিবেষণ,
যদি বাঁচতে চাও,—এখনই তা' নিরোধ কর—
যথাশক্তি। ২৮৪।

২২।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩০

আমরা ত্যাগ করতে জন্মিনি কিন্তু—
বরং ভোগ ক'রতে—
সমস্ত ঐশ্বর্য্যে,
সারা বিশ্বের ভিতর-দিয়ে তাঁকে—
ঐ ভোগের ভিতর-দিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে নিজেকে,—সচ্চিদানন্দে ;
আর, তা'রই অন্তরায় যা'
তা' আমরা ত্যাগ ক'রতে চাই—
ছিঁড়ে ফেলতে চাই,—চিরদিনের জন্য। ২৮৫।

২৩।৮।১৯৪৮, সকাল ৯টা

ত্যাগ করতে হবে তাই-ই
যা' বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-ওঠার অন্তরায়। ২৮৬।

২৩।৮।১৪৯৮, বেলা ১০-৬

যা' ক'রাই ভাল
তা'তে 'পারি না' ভেবো না,—
ব'লোও না তা',—
বরং কর,—তা' করাই শ্রেয়। ২৮৭।

২৪।৮।১৯৪৮, সকাল ৬-২৪

'হয় না' বা 'পারি না'—এমনতর ভাবা ও বলা
করার শক্তিকেই স্তম্ভিত ক'রে তোলে,
তাই, যা' ক'রতে হবে
তা'তে ঐরকম ভাবা বা বলা
পারগতা থেকে বঞ্চিতই ক'রবে তোমাকে ;
তুমি ক'রবেও না, হবেও না,—
আর, পাবেও না তা'। ২৮৮।

২৪।৮।১৯৪৮, সকাল ৬-২৭

যা'তে আগ্রহ যত সক্রিয়
মনোযোগও সেখানে তত বেশী,
আর, এই মনোযোগই আনে উদ্যম ও উন্মাদনা,
ফন্দি-ফিকির তা' থেকেই বেরোয়,—
যথাবিহিত নিষ্পন্ন হ'লেই
তা' হ'তে আসে কৃতকার্য্যতা,
আর, জ্ঞানও হয় তেমনি। ২৮৯।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার অজ্ঞতা বা খাঁক্‌তিকে
কখনও প্রশ্রয় দেবে না ;
আর, যতখানি তা' দেবে,
পারগতায় বঞ্চিত হবে ততখানি। ২৯০।

২৪।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৫

নিঃসঙ্গ, ইষ্টসঙ্গ, বান্ধবসঙ্গ,
পারিবারিক-সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক-সঙ্গ—
এই কয় জীবন যা'দের সুসমঞ্জস—
ক্ষয়-ক্ষতির পূরণে তা'দের জীবনের সমতা
অনেকখানি বজায় থাকে। ২৯১।

২৪।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা

প্রেরিত বা অবতারগণ
সেই সর্ব্বশক্তিমানেরই নিদেশ
বা মনোনয়নের
রক্তমাংসসঙ্কুল মূর্ত্ত প্রতীক্,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন
তাঁ'রই নিদেশের আবির্ভাব তাঁ'রা—
ধর্ম্মের বা সত্তা-সম্বর্দ্ধনার গ্লানি যা'
তা'র মোচন বা মার্জ্জন-নির্দ্দেশবাহী। ২৯২।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-২০

প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
কোন ভেদ নাই,
তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ব্বতনী-পূরয়মাণ,
দেশ, কাল, পাত্রভেদে প্রয়োজন-মাফিক
বাণীবাহক—
সেই একেরই,
শুধু মূর্ত্তি-ভেদ মাত্র।২৯৩।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৩

পূরয়মাণ প্রেরিত
বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ-চক্ষু এনো না,
একজনকে সমর্থন, অপরকে অবজ্ঞা মানে
সবাইকে অবজ্ঞা করা—
আর, সাথে-সাথে যাঁর প্রেরিত তাঁরা তাঁকেও,
ঐ ভেদবুদ্ধিই হ'চ্ছে
ম্লেচ্ছত্বের প্রথম পরিভাষা।২৯৪।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৭

অবতার কথার মানেই হ'চ্ছে—
বাঁচা যেখানে বিধ্বস্ত
তা' হ'তে ত্রাণ করার সুলুক যিনি বাতিয়ে দেন—
আর, চলেনও তেমনি,
অথবা ঈশ্বরের নিজের শরীরী মূর্ত্ত প্রতীক বা
তাঁরই অবতরণ,
অবতারগণ প্রত্যেকেই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ।২৯৫।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

যা'র যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই পরিবেষণ--
তা'কেই সাম্য বলে,
মানুষ কেন, কোন-কিছুই যখন

একটার মতন আর একটা নয়,—
তেমনি সাম্য মানে
একই রকম ক'রে সব—এটা নয় কিন্তু।২৯৬।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৫

যখন দেখবে
কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়কে দেখে
তা'দের বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সাধু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
নাক সিট্‌কাচ্ছে,
বুঝে রেখো—
সে-সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি
পরমেশ্বরে শ্রদ্ধানতি নয়কো—
স্বার্থসন্ধিক্ষু তৎপরতা।২৯৭।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৫

যদি ঈশ্বরানতি তোমাদের মূল ভিত্তি হয়
তা'হ'লে প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ দেখো না,
আর, তাঁতে আনত লাখো সম্প্রদায় থাকুক না কেন
কাউকে দেখে নাক সিট্‌কিও না,
যত পার প্রাণপণে
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কর,
সম্বর্দ্ধনা কর,
ঐ সাহায্য বা সম্বর্দ্ধনা তোমাদের
ঈশ্বরেরই আরাধনা হবে।২৯৮।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬টা

সৎদীক্ষা
কোন দীক্ষা বা গুরুকে ত্যাগ নয়—
বরং প্রতিপদক্ষেপে তা'রই পুরশ্চরণ—অনুপূরক।২৯৯।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-২

আর্য্যকৃষ্টির পাঁচটি স্তম্ভ—
প্রথমই হ'চ্ছে,
ঈশ্বরকে এক, অদ্বিতীয় ব'লে স্বীকার করা,

দ্বিতীয় হ'চ্ছে, পূর্য্যমাণ প্রবুদ্ধ ঋষি,
প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদিগকে
আপ্ত ব'লে স্বীকার করা,
তৃতীয় হ'চ্ছে, পিতৃপুরুষদিগকে স্বীকার ও সংরক্ষণ,
চতুর্থ হ'চ্ছে, বর্ণাশ্রমকে
তা'র সব তাৎপর্য্য নিয়ে
স্বীকার করা, অনুসরণ করা—
পঞ্চম হ'চ্ছে,
যিনি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান মহাপুরুষ
তাঁকে স্বীকার, গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা ;
এই হ'চ্ছে আর্য্যকৃষ্টির মেরুদণ্ড—পঞ্চবর্হিঃ ;
—একে যা'রা স্বীকার করে না—
তা'রা অপবুদ্ধিসম্পন্ন বা ম্লেচ্ছ।৩০০।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-১৫

যিনি বর্ত্তমান প্রথম, পরিপূরক, প্রতিপোষক
সেই পুরুষোত্তমের ভিতর পূর্ব্বতনগণ সবাই
সার্থকতায় কেন্দ্রায়িত, সচেতন থাকেন,
তাঁকে গ্রহণ করা মানেই
তাঁদের সবাইকে গ্রহণ করা ;
আর, তিনিই হ'চ্ছেন
সেই পূর্ব্বতনদের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর-সান্নিধ্যের রাজপথ।৩০১।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-২৫

মনে রেখো—
সবারই যিনি ঈশ্বর
তিনি তোমারও ঈশ্বর,
যিনি যেখানেই হউন না কেন
প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষ—
তোমারও তিনি পরিপূরক, পরিরক্ষক,
তাঁদের কাউকে অবজ্ঞা করা মানে
সবাইকে অবজ্ঞা করা।৩০২।

২৪।৮।১৯৪৮, বিকাল ৬-২৮

বাবাকে যে ভাষায়ই ডাকি না কেন
সে বাবাকেই ডাকা,—
ঈশ্বরকে যা' ব'লে
যে-নামেই ডাক না কেন
তা' ঈশ্বরকেই ডাকা ;
আর, যা' ধ'রে তাঁতে এগিয়ে যাওয়া যায়—
তা' সদ্‌গুরু-সন্নিধান।৩০৩।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩২

ঈশ্বরানত আচার্য্য যিনি—
যিনি হাতে-কলমে ক'রে জেনেছেন—
তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা,
তাঁকে ভালবাস,
সেবায় সংরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ কর,
তাঁর উপদেশ চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
সার্থক হবে।৩০৪।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩৫

অসদাচারী, ভেদবুদ্ধিপ্রবণ
ও তদনুপাতিক চলন-চরিত্রহীন যিনি—
তিনি কিন্তু আদর্শ বা প্রকৃত আচার্য্য নন।৩০৫।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩৮

আলো দেখে বহু কীটপতঙ্গ
মুগ্ধ হ'য়ে আত্মসমর্পণ ক'রতে
উদগ্র আবেগে ছুটে যায়,
ব্যাঙ-টিকটিকির মত অনেক জীব
সেখানে কিন্তু মজুত থাকে,
তা'দের আলোতে আগ্রহ মানে
ওদের ধ'রে খাওয়া—উদরপূর্ত্তি ;
অমনতর ব্যাঙ-টিকটিকির মতন
সাধু, আচার্য্য, প্রেমিকও কিন্তু বহুত আছে—
একটু নজর ক'রে চ'লো।৩০৬।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪১

অন্ধকারকে উদ্ভিন্ন করে যেখানে আলো—
উদগ্র আগ্রহে,—আত্মসমর্পণের জন্য
অনেক কীটপতঙ্গ তো সেখানে যায়ই,
উদ্বুদ্ধপ্রাণতা নিয়ে গুবরে পোকাও যায় ;
গুবরে পোকা হ'লেও
আলোতে আত্মসমর্পণ-প্রচেষ্টা কিন্তু কম নয়কো—
যদিও ব্যাঙ্, টিকটিকি ইত্যাদি জীব
সহজে তা'দের কিছু ক'রতে পারে না—
বিড়াল-কুকুর ছাড়া,
সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই কিন্তু ;
তেমনি সংসার-সম্বদ্ধ অন্তর্নিহিত ঈশ্বরানতিযুক্ত জীবেরও
আত্মসমর্পণবুদ্ধি কম নেইকো—
দুর্ব্বল আলোককে তা'র ঐ প্রচেষ্টা
যদিও সময়-সময় নিভিয়ে দেয়,—
তথাপি অমনতর যা'রা তা'দের ঘৃণা ক'রো না,
বরং নিয়ন্ত্রণ কর, সংবুদ্ধ কর—
উদ্ভাসিত হ'তে দাও তা'দিগকেও।৩০৭।

২৪।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তোমার ঈশ্বরানত গুরুভক্তি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সক্রিয়ভাবে
অচ্যুত না হ'চ্ছে,—
তোমার প্রাণ সর্ব্বতোভাবে যতক্ষণ না
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—
ততক্ষণ যথাসম্ভব তোমাকে
সাধু বা সৎসঙ্গের
প্রাচীরবেষ্টিত ক'রে রেখো,
শিষ্য ক'রতে যেও না,—
নিজেও ম'রো না,
পথভ্রষ্ট ক'রে অন্যেরও সর্ব্বনাশ ক'রো না,
ইষ্ট-উদ্দীপ্ত চলা, বলা
যখন তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে দাঁড়াবে,—
স্বভাব হ'য়ে উঠবে—
অবিচ্ছিন্নভাবে,—
সে-ই কিন্তু সিদ্ধির লক্ষণ।৩০৮।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫

ধর্ম্মকথা ক'য়ে
আত্মস্বার্থ-বাগানো বুদ্ধি যখনই আসবে,
বুঝো তখনই—
কাপট্যবুদ্ধির আবির্ভাব হ'চ্ছে—
সাবধান! ৩০৯।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৭

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ যা'রা—
সক্রিয়, সুসম্পন্নকর্ম্মা, ইষ্টীচলন-প্রচেষ্ট—
এমনতর লোককেই সাধু ব'লে জেনো,
অমনতরদের সঙ্গ করাই
সৎসঙ্গ করা। ৩১০।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১০

ইষ্টকে সক্রিয়ভাবে দিয়ে
উপচয়ে সার্থক হ'য়ে উঠছে—
আর, পারিপার্শ্বিকের তদনুপাতিক
সেবা ও পরিচরণ —
এই হ'চ্ছে সাধুর মোক্ষম পরিচয়। ৩১১।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১৫

সঙ্কর মানে কিন্তু বিপরীত সংশ্রয়,—
অনুপূরক নয়কো,
আর, তা' পরিধ্বংসী-প্রসূ। ৩১২।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪০

যদি অনুলোম পরিণয় প্রয়োজনই হয়,
সবর্ণ পরিণয়কে বাদ দিয়ে নয়কো—
বরং তা' ক'রে—পরে ;
তা'তে সমাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে,
উৎসৃষ্টিও হবে সুন্দর। ৩১৩।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪২

আদর্শপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে যখন্ তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে—
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক সহযোগিতায়—
তাঁ'রই পরিপূরণে, পরিরক্ষণে, পরিপোষণে
যত্নবান হ'য়ে চলে,
চলায়, ফেরায়, অর্জ্জনে,
অচ্ছেদ্যভাবে, অচ্যুতভাবে—
তা'কেই বলে সংগঠন ;
আর, এ যেখানে যত বেশী,
সংগঠনও সেখানে তেমনতরই
শক্ত ও সম্বর্দ্ধনপর। ৩১৪।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫০

উৎস বা মূলকে পরিপূরণ করে না—
এমনতর হ'য়ে মানুষ যখন
অন্যে ব্যাপৃত হ'য়ে চলে,—
ভ্রান্তি কিন্তু তা'কেই বলে। ৩১৫।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৫

প্রেরিত বা অবতারগণের বাণী
বা কথার মরকোচ
সবাইকে সার্থক ক'রেই চ'লতে থাকে—
তা' প্রত্যেকের এবং প্রতি-পরিস্থিতির
সার্ব্বজনীন, সর্ব্বসার্থক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে,
আর, তা'ই হ'চ্ছে তাঁ'দের একটা মোহন পরিচয়। ৩১৬।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

রাজা কিম্বা পুরোধ্যাসীর
অমাত্যমণ্ডলী-সহ প্রথমেই হওয়া উচিত—
পূর্ব্বপরিপূরণী, আদর্শে-আত্মাহুত, বিনয়ী,
অক্ষুব্ধভী, সার্থক-স্বল্পভাষী অথচ বাগ্মী,
কূট, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন,
সময়-সদ্ব্যবহারী, আদর্শপ্রতিষ্ঠ,
লোক-সেবায় পরিরক্ষণী, পরিপোষণী ও পরিপূরণী,
সামঞ্জস্য, সমাবেশ, সমাধান ও নিয়ন্ত্রণে

লোকের অচ্যুত অনুরাগ বা আসক্তির কেন্দ্রস্থল,
প্রত্যেককে পারস্পরিক সহযোগী সক্রিয় প্রবোধনায়
সম্বর্দ্ধনমুখর ;
তিনিই বাস্তবভাবে
লোকরঞ্জক রাজা বা পুরোধ্যাসী।৩১৭।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩৬

যে নিয়ন্ত্রিত নয়
সে কি নেতা হ'তে পারে?
নিয়ন্ত্রণ কি ক'রে করতে হয়—
তা' তা'র বোধের অগম্য—
বরং সে হয় বিশৃঙ্খলার উদ্গাতা।৩১৮।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪০

নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'লেই—
মূর্ত্ত আদর্শে সক্রিয় আত্মাহুত হ'তে হয়
স্বেচ্ছায়,—সহনশীলতা নিয়ে,
এই আত্মাহুতিই আনে
সংবেদন, সামঞ্জস্য, সমাবেশ—
অন্তরে এবং বাহিরেও,—
যা'র ফলে, সার্থক সক্রিয়-প্রবৃত্তি-সংহত হ'য়ে
পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকেও
সে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি,
আর, প্রাজ্ঞও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
সিদ্ধ হয় প্রচলনে।৩১৯।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৫

যে কথা কয় কম, সার্থকভাষী,
লোককে ক্ষুব্ধ না ক'রে
সামঞ্জস্যে ও সম্প্রীতিতে কাজ ক'রতে পারে—
অচ্যুতভাবে, উপচয়ে—
সহ্য ক'রে—সম্বেগে,
দায়িত্ব ও দূরদৃষ্টি নিয়ে,
আদর্শপ্রাণতায়,—
সেই-ই কিন্তু সত্যিকার কর্ম্মী,
নইলে, আবোল-তাবোলই ধ'রে নিও।৩২০।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

সতীত্ব স্বতঃই শ্রেয়ানুবর্ত্তী,
আবার, ঐ শ্রেয়পুরুষেই
স্বামিত্ব সার্থক হ'য়ে ওঠে,
সে বরণীয়—তাই সে বর,
সতীত্বে মন স্বামীতে কেন্দ্রায়িত থাকে,
তা'তে বৃত্তি সার্থক-সংহত হয়,
বিনীত বহুদর্শিতায় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে,
পরিচর্য্যাসমীক্ষায় সেবা
পরিপূরণী, পরিপোষণী ও পরিরক্ষণী হ'য়ে ওঠে,
সমর্থন-স্বভাব, প্রতিষ্ঠাব্যঞ্জক হ'য়ে দাঁড়ায় ;
আর, বৈধানিক অন্তঃক্ষরণকে এমনতর
সারবান, ঘনীভূত ক'রে তোলে—
যা'র ফলে, বীজকোষ স্বতঃই সু-অংকুরিত,
সুষ্ঠুবৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয় ;
তাই, জাতি, জন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
যদি শক্তিশালী ও বৈশিষ্ট্য-উদ্বর্দ্ধনী
ক'রে তুলতে চাও—
সতীত্বকে বজ্রাদপি কঠোর ক'রে তোল,
তা'র জলুসে দিঙ্‌মণ্ডল প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠুক,
ব্যত্যয়ে কিন্তু সর্ব্বনাশ—সব অক্কা।৩২১।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩৫

শিক্ষার প্রাণই হ'চ্ছে
জীবন্ত আদর্শে একনিষ্ঠ তৎপরতা,—
শরীর ও মনের কেন্দ্রায়িত,
সক্রিয়, সেবাপ্রবণ আত্মনিবেদন ;
এ বাদ দিয়ে যে শিক্ষা—
সে যা-ই হোক, যেমনই হোক,
আর, যত বড়ই হোক—
অবিন্যস্ত, অমার্জ্জিত, বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডবৎ
এবং সমাজের বিস্ফোরণী সংবেধক।৩২২।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪৫

অচ্যুত আদর্শনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ শিক্ষক—
তাঁতে কেন্দ্রায়িত ছাত্রদের মনে
স্ফটিক-দানার মতন,
অনুরক্ত ছাত্রদের বৈশিষ্ট্যমাফিক সক্রিয় ক'রে

তিনি শিক্ষাকে
সার্থক সংহতিতে
উন্নত-আলোকী ক'রে তোলেন ;
আর, যিনি তা' নন
তাঁ'র শিক্ষকতা ছাত্রদিগকে
কেন্দ্রায়িত করা তো দূরের কথা,—
বিচ্ছিন্ন, বিসদৃশ ক'রে
জন ও সমাজের অকল্যাণপ্রসূ ক'রে তোলে।৩২৩।

২৪।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৪৫

আদর্শহীন, অপুষ্ট, অসার্থক,
বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত শিক্ষা—
সংস্কৃতি, সংহতি, সৌজন্য
ও সংগঠনের যম।৩২৪।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

স্তাবক যারা পাওয়ায়—
রিক্ত তা'রা চরিত্রে।৩২৫।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল

কথায় যা'রা পটু—
কাজে প্রায়ই কটু।৩২৬।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-১২

ইষ্টার্থী চলন, দায়িত্বশীল—
উপচয়ী-বুদ্ধি কমই ঢিল।৩২৭।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

কাজের বেলায় যা'দের ফক্কাবাজী,
রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে
যা'রা তন্দ্রাচ্ছন্ন—
দারিদ্র্য-ব্যাধি প্রায়শঃই সেখানে তাজা।৩২৮।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৩১

কেবলই যা'রা অলস, নির্ভরশীল,
প্রচেষ্টাবিমুখ—
উন্নতির রাস্তা তা'দের প্রায়ই
ভণ্ডুল হ'য়েই থাকে।৩২৯।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

কর্ম্মসাফল্য যা'দের স্তুতিমুখর—
বাস্তবে,
সেবাপ্রবণ তা'রা হ'য়েই থাকে,
জেল্লাও তা'দের দেবপ্রভ।৩৩০।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

কথায়-কথায় যা'দের প্রতিজ্ঞা,
অস্থির সাধুতা তা'দের আজ্ঞাকারী—
উল্টোচলন-অভ্যস্ত তা'রা সাড়ে-ষোল-আনা।৩৩১।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

আদর্শনিষ্ঠ উদ্যম
যা'দের চরিত্রে উদ্দাম হ'য়েই থাকে,
সিদ্ধান্তমুখর কথাই তা'দের
স্বতঃপ্রতিজ্ঞ, প্রচেষ্টাপরায়ণ, সিদ্ধিপ্রসূ,
আর, এইই তা'দের মোক্ষম পরিচয় ;
এমন লোক যদি পাও—
বাজিয়ে নিও—
দেখো কেমন।৩৩২।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৫৫

আল্‌সে, নির্ভরশীলরা
আপন গলদে তা' দিয়ে
খেতে চায় পরের উপর ;
ফলে, বেকুব অকৃতিত্বই সাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়।৩৩৩।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫

অপ্রচেষ্ট, আলসে, নির্ভরশীল যেই হ'য়ে উঠছ—
লাখো রকমের বিশ্বাস করার দোহাই দিয়ে
নিষ্ফলতার আপসোসে
জীবনে কৃতার্থতা ও সার্থকতাকে
জলাঞ্জলি দিয়েই চ'ললে—
এটা ঠিকই জেনো,
এখনও শুধরে দাঁড়াও।৩৩৪।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

নিজে প্রবৃত্তির পথে চ'লে
ভগবানকে তোমার প্রয়োজনপূরণে
দায়ী ক'রে চ'লতে যেও না,
ব্যর্থ হবে, আস্থা যাবে,
ভূত-ছাড়ান সরষেকেই ভূতে ধ'রবে ;
যা' পার ভগবানের জন্য কর,
আর, সেই অর্ঘ্যে তাঁকে নন্দিত ক'রে
তুমি নন্দিত হও,
সব দিক দিয়েই সার্থক হবে—
আত্মপ্রসাদের স্মিতহাসি তোমাকে
অভিনন্দিত করবে।৩৩৫।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১৫

ভগবান সবার কাছেই সমান—
প্রত্যেকের আপন বৈশিষ্ট্যে,
তিনি দয়ালু—তা' প্রত্যেকেরই পক্ষে,
তাঁর দিকে যত এগুবে
তাঁর দয়াকে তুমি পাবেও ততটুকু,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় দূরে গেলে—
দূরেই র'বেন তিনি তোমার কাছে ;
তাঁর বিধির রাস্তায় এগিয়ে চল,
তাঁর আলোকে আলোকিত হও,
পাও, আর উপভোগ কর—
তাঁকে তোমার সবতায়।৩৩৬।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-২০

সাঁতার শিখে জলে নামতে যেও না—
লাখো বছর চেষ্টাতেও তা'হলে
সাঁতার শিখতে পারবে না কিন্তু,
যা' শিখবে তা'তে নামো,
দীক্ষিত হও, ঠেকো, শোধরাও,
দেখতে-দেখতেই পাকা সাঁতারু হ'য়ে প'ড়বে,
ঘাবড়িও না। ৩৩৭।

২৫।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

পিছটানেই যা'রা ব্যাপৃত—
ক্রমাগতি যা'দের কেটে যায় ঘন-ঘন,
কী হবে দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান,—
দুর্ভাগ্য তা'দের অদৃষ্টকে
আবৃতই ক'রে রেখে দেয়। ৩৩৮।

২৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যা'দের পেয়ে বসে—
করায় এগিয়ে চলা তা'দের দুরূহ,
নিঃশেষ হবার পথচারী তা'রা—
ভ্রাম্যমাণ তা'রা আপসোসে। ৩৩৯।

২৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

সহ্য কর, কিন্তু দেখো—
মুহ্যমান না হ'তে হয় তা'তে,
আর, তা' যেন মৃত্যু-আমন্ত্রণী না হয়। ৩৪০।

২৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় ব'সে লিখেছেন

নষ্টই যদি হ'তে থাক—
যা' হ'তে তা' হ'চ্ছ
তা'র কবলেই থাকতে যেও না,
দেখ, শোন, ভাব—
উৎকর্ষে কি ক'রে চ'লতে পারা যায়,
আর, কাজেও তা'ই ক'রে চল,
থেমে যেও না, রেহাই পাবে—
বাঁচবে। ৩৪১।

২৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-২। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় ব'সে লিখেছেন

চালাক যদি হও—
মূর্ত্ত আদর্শকে অবলম্বন কর,
দীক্ষিত হও—
অচ্যুতভাবে যুক্ত হও তাঁতে,
সেবা-সমীক্ষার সহিত তাঁকে অনুসরণ কর,
সক্রিয় উপচয়ে তাঁকে নন্দিত ক'রে চল,
নন্দিত হবে তুমি, সার্থক হবে তুমি,
তৃপ্তিমুখর চাতুর্য্যে, দক্ষনিপুণতায়
মানুষের মুকুট হ'য়ে থাকবে।৩৪২।

২৫।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-২০

কোন ভাব, আবেগ বা ব্যাপারে
বেকায়দা হ'তে যেও না,
সংযমকে হাতেই রেখো ;—
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা'কে ব্যবহার ক'রো—
বেকায়দা হ'লেই উচ্ছৃঙ্খলতা
বা বিকৃতি পেয়ে ব'সতে পারে কিন্তু।৩৪৩।

২৫।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৮-৫

প্রবৃত্তি-বেহাতি হওয়া মানেই
তা'দের তোমাকে পেয়ে বসা ;
আর, এই পেয়ে-বসাটা যদি সুষ্ঠু না হয়,
সম্বর্দ্ধনী না হয়—
গিলে ফেলবে তোমাকে,
অমানুষ ক'রে তুলবে ;
সংযত হ'য়ে সাবধানে চ'লো।৩৪৪।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১১

বেকায়দাই যদি হও, বেহাতিই যদি হও,—
হ'য়ো ঈশ্বর-নেশায় ;—
ইষ্টানুরাগ বাস্তব সক্রিয়তায়
পেয়েই যদি বসে তোমাকে—
তা' কিন্তু সৌভাগ্য,
তা'তে বেফাঁস হবে না,
বেতালে পা পড়বে না তোমার।৩৪৫।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

বৈশিষ্ট্যবান্ বড় বৃদ্ধদিগকে মেনো,
তাঁদের সেবা, সাহায্য, শুশ্রূষার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষের অধিকারী হও,—
বৈশিষ্ট্যে সুষ্ঠু বিশেষত্ব আহরণ ক'রতে পারবে,
ত্বরিত হ'য়ে উঠবে উদ্বর্দ্ধনে—
আচরণ ক'রে তা'। ৩৪৬।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

যদি উন্নতিই চাই,—
সংহতিই চাই বা সংগঠনই চাই—
সম্প্রদায়-শক্তি, সমাজ-শক্তি ও রাষ্ট্র-শক্তিকেই
যদি শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাই—
সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে যদি উচ্ছল ক'রেই তুলতে চাই—
তবে চাই প্রথমে, এখনই
পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান মহাপূরক আদর্শ,
তাঁকে গ্রহণ ক'রতে হবে,
দীক্ষিত হ'তে হবে তাঁতে,
আর, ঐ কেন্দ্র-স্বার্থে স্বার্থবান্ হ'য়ে উঠে
তাঁ'র পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায়
ও পরিপূরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে ;
এমনি ক'রেই আসবে ঐক্য—
একসূত্রতা, ঔদার্য্য, পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনা ;
শক্তি হ'য়ে উঠবে
অবাধ, উচ্ছল, পূরণ-উৎসর্গপ্রবণ,—
হবে স্বাধীন, পাবে শান্তি,
সৌকর্য্যে ফুলে উঠবে প্রতিপ্রত্যেকে,
নয়তো ছিন্নভিন্নতার হাত থেকে
কিছুতেই এড়াতে পারবে না। ৩৪৭।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

কখন কোথায় কী কাজে,
কী মাত্রায়, কেমন ক'রে,
কী কী ক'রতে হবে—
বুঝে-বুঝে, শুনে-শুনে, দেখে-দেখে,
ক'রে-ক'রে তা'র ধারণা ক'রে নিও,

যেখানে যতটুকু যা' ক'রলে
কাজের ফয়শালা হয়
সেখানে ততটুকু তা' করণীয় ;
অধিক মাত্রায় তা' বিষিয়ে যায়—
কম মাত্রায়ও ফল হয় না,
তাই, ধারণা ক'রে মাত্রা-জ্ঞানটাকে
যতটুকু সম্ভব শায়েস্তা ক'রে নিও—
ফল পাবে।৩৪৮।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

থাকাটাকে নাড়া দিয়ে
যা' জানিয়ে দেয়—
তা'ই বেদনা,
উৎফুল্ল ক'রে তোলে যা'তে—
তা'তেই উপভোগ,
আর, উদ্দাম ক'রে তোলে যা'তে
তা'ই আবেগ।৩৪৯।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১০

যে গতি বা চলন
উচ্চুর দিকে নিয়ে যায়
তাই ঔদার্য্য ;
ঔদার্য্য স্বেচ্ছাচার নয় কিন্তু—
বরং আদর্শ বা ঈশ্বরের দিকে যাওয়া।৩৫০।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২০

নিজেকে নিজে অনুভব
বা উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই
সৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ঈশ্বরে,
যা'-কিছু সব তাঁ'তেই ফুটে উঠল—
নানারকমে, একৈক বিশেষত্বে,
আলিঙ্গনে, গ্রহণে,
তাই, তিনি লীলাময়,
যা' ফুটে উঠল তা' কিন্তু তিনি ন'ন—
তাঁ'রই আর তাঁ'তেই।৩৫১।

২৫।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

কাজে যা'রা নারাজ—
দুঃখ তা'দের দরাজ।৩৫২।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৩০

নিজের, নিজ বংশের বা বর্ণের
অপকর্ষই যদি চাও—
তবে উচ্চ বর্ণ বা বংশের মেয়েকে
বিবাহ ক'রতে পার,
কিন্তু মনে রেখো,—অমনতর চ'ললে—
তোমার নিজ বংশ বা বর্ণের চেয়ে
তোমাদের মেয়েকেও দিতে বাধ্য হবে
আরও অপকর্ষে বা নীচুতে,
যা'র ফলে, পরম্পরানুক্রমে
প্রত্যেক প্রজননেরই জৈব-সংস্থিতি
খুঁতো হ'য়ে চ'লতে থাকবে ;
তা'তে নিজেও নিকেশ পাবে,
নিকেশ ক'রবে বংশ ও বর্ণের—
সাথে-সাথে কৃষ্টি, সমাজ এবং জাতিরও ;
আর, তা' যদি অনভিপ্রেতই হয় তোমার,—
না-ই চাও যদি,—
এই প্রতিলোমকে নিরোধ কর—
আপ্রাণতার সহিত,
নিজ শ্রেণীতে তো দূরের কথা—
সব বর্ণে ও সমাজে।৩৫৩।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৪৫

কৃষ্টি, জাতি, বর্ণ বা বংশের
মঙ্গলই যদি চাও তুমি,
উৎকর্ষই যদি চাও তুমি,—
তবে তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে,
তোমার সমাজে, তোমার বর্ণে,
তোমার ব্যক্তিত্বে আগ্রহ-উদ্দাম, শ্রদ্ধাবনত
এমনতর সংশ্রদ্ধ অধস্তন বংশের মেয়েকে
বিবাহ ক'রো,
প্রজননও হবে ভাল,
কৃষ্টিও পাবে উদ্বোধনা,

বর্ণও হবে সার্থক, বংশও হবে উজ্জ্বল,
আর, তা'তে আদর্শ পাবে উন্নত পরিপোষণ।৩৫৪।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৫৬

কর্ম্মতৎপরতার সাক্ষ্য চালবাজী নয়কো,—
বরং তা' জ্ঞানকর্ম্মের
সমন্বয়ী কৃতিত্বে—সাফল্যে।৩৫৫।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টা

ধুরন্ধর হওয়া ভাল—
তাই ব'লে, ধড়িবাজ হ'তে যেও না।৩৫৬।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-২

কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যকে যদি
ধ্বংসই ক'রতে চাও—
তবে বর্ণাশ্রমকে ধ্বংস ক'রতে পার।৩৫৭।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫

তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে যদি
অটুট না থাক,
আর, তা' যদি
সবার পরিপূরক ক'রে তুলতে না পার,—
তবে তোমার দাম অন্যের কাছে
কী-ই বা হ'তে পারে?
তুমি যে সবারই তাচ্ছিল্য ও কৃপাপাত্র হ'য়ে উঠবে না
সেটা কে ব'লবে?
তাই তো ভগবানের ওজস্বিনী বাণী
স্বভাবকণ্ঠে এখনও গাইছে—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ",
আর, স্বধর্ম্ম মানেই স্ববৈশিষ্ট্য।৩৫৮।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

সাজে বড় হওয়ার চাইতে
কাজে বড় হওয়া ঢের ভাল;

পারগতার চাইতে বড় সাজ
আর কী হ'তে পারে? ৩৫৯।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩৫

মনে-মনে কোন বিষয়ের নানারকম চিন্তাকে
ধ্যান বলে,
আবার, ঐ চিন্তাগুলির
সার্থক সমন্বয়ী যে সিদ্ধান্ত
তা'কে ধারণা বলে,
এই ধারণায় সুনিবিষ্ট মনেরই
সমাধি সাক্ষাৎকার হয় ;
আর, সমাধি মানেই সম্যক্ ধারণ—
সব রকমে— সব দিক দিয়ে—
তা'র মূল-সহ। ৩৬০।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪২

মানুষ দেয় তখনই—যা'ই পা'ক—
তা'তে যখন সে উৎফুল্ল হয়,
আর, সে উৎফুল্ল হওয়াটা এমনতর হ'য়ে ওঠে—
যা'তে দিয়ে সার্থক হ'লে সুখী হয়—
উভয়ে। ৩৬১।

২৬।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৩

সবকে ধারণ ক'রতে পারে,
সবকে গ্রহণ ক'রতে পারে,
সবকে রক্ষণ ক'রতে পারে,
সবকে পূরণ ও নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে,
প্রতিলোকবৈশিষ্ট্যকে অটুট রেখে
উদ্বর্দ্ধনে উৎকর্ষ-সম্বেগী ক'রতে পারে—
ছোটকে বড়র দিকে—
বড়কে ছোটর দিকে নয়কো,—
ধর্ম্মের মূর্ত্তি যদি এই হয় তা-ই রাষ্ট্রধর্ম্ম,
রাষ্ট্রধর্ম্ম কেন,—
বিশ্বধর্ম্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না ;
যিনিই রাষ্ট্রনায়ক হন—
তিনি যদি এমনতর আদর্শে সক্রিয়ভাবে
নিবেদিত ও নিয়ন্ত্রিত না হন,—

তাঁ'র রাষ্ট্রনায়কত্ব বা পুরোধ্যাসিত্ব
বিকৃতি, বিচ্ছেদ ও বিভ্রান্তির স্রষ্টা।৩৬২।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩০

যেমন থাকতে চাও—
সেই স্বার্থে পারিপার্শ্বিককেও
স্বার্থান্বিত ক'রে তোল,
কর ও করাও তেমনি, যদি পার,
তা'দের থাকার স্বার্থে তোমার থাকাটাও
অনেকটাই সুগম হ'য়ে চ'লবে।৩৬৩।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪০

শত্রুতাকে যদি জীয়িয়েই রাখ—
তোমার থাকা বা চলার ব্যত্যয়ও
জীয়ন্ত র'য়েই চ'লবে ;
যত শীঘ্র পার বিরোধ ও শত্রুতাকে
মিটিয়ে ফেল।৩৬৪।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

জীবনের সাক্ষী চেতনা,
আর, চেতনার সাক্ষী সক্রিয়তা ;
তাই, যে যেমন সক্রিয় ও সুন্দর—
সে তত জীবন্ত।৩৬৫।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫০

তোমার কর্ম্ম যত বাস্তবায়িত হবে—
আর লোকপূরণী হবে
যেমনতরভাবে,—
তোমার ওজনও তেমনি ;
আর, ঐ ওজনটাই হ'চ্ছে
তোমার মান বা সম্মান।৩৬৬।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৩

অন্তর্নিহিত আবেগ যখন কর্ম্মে উপচে ওঠে
তখনই সে শক্তি,
আর, সেই শক্তি যখন কর্ম্মকে

বাস্তবায়িত ক'রতে যায়
তা'কে বলে শ্রম,
আর, শ্রমে যা' বাস্তবায়িত হয়
তা-ই হ'ল কর্ম্ম,
আবার, এই বাস্তবায়িত যা'
মানুষের বা জীবের প্রয়োজন-পূরণ যেমন করে—
তা'র কদর বা দামও তেমনি ;
কদর-মাফিকই কাটতি হয়,
আর, কাটতি-মাফিক আয়।৩৬৭।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১২

নমনীয় হও—
কিন্তু সত্তায় স্থিতিস্থাপক হ'য়ে—
ছেদ্য হ'য়ে নয়কো।৩৬৮।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩৪

সত্তার প্রতিকূলে যা'
তাতে নিরেট হ'য়ো না,
বরং শক্ত থাক অনুকূলে।৩৬৯।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৫

পাওয়ার লোভে ঢেরই বলে—
কাজে কিন্তু একটুও নয়—
এমনতর লোক বিপত্তিরই দূত,
নিজস্বার্থ-আগ্রহে ক্ষতি ক'রতে
একটুও তা'দের দেরী হয় না,
তাই, কথায় ভাল কাজে নাই—
তা'রা কিন্তু লোক-বালাই।৩৭০।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২

লোভ ক'রো না,
অযথা লোভ মানুষকে
সহজে বিমূঢ় ক'রতে পারে,
ফলে নষ্ট পায়—বিপাকে।৩৭১।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১৫

প্রবৃত্তিগুলি তখনই রিপু—
যখনই তা'রা আদর্শ বা সত্তার প্রতিকূলে
মানুষকে উদগ্র ক'রে তোলে,
আয়ত্তের বেহাতি হ'য়ে যায়,—
টানে—জাহান্নমে। ৩৭২।

২৬।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৫

বহুবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বহু মতবাদ
জন ও জাতিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে ;
কিন্তু তা'রা যদি একাদর্শবান হয়—
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হয়—
পূর্ব্বাপর এবং পরস্পর যদি পরস্পরের
প্রতিপূরক, প্রতিপোষক ও প্রতিপালক
সক্রিয়ভাবেই হ'য়ে চলে—
তা'হ'লে লাখ সম্প্রদায় থাকলেও
জন ও জাতি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায় না ;
মহানের মুখ্য লক্ষণই কিন্তু এই,
তাঁদের চরিত্র
জন এবং জাতিকেও অমনি ক'রে তোলে,
শক্তিশালী ক'রে তোলে,
উন্নতিপ্রসূই ক'রে তোলে,
নতুবা, তাঁ'রা যা'কে ধর্ম্মমত বলেন
তা' লোককল্যাণী হ'য়ে সবাইকে
ধারণ করে না কিন্তু ;
তাই, আর্য্যনির্দ্দেশই হচ্ছে—
'একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্'। ৩৭৩।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল

আদর্শবান হও,
কর্ম্মনিপুণ হ'য়ে তুষ্টি নিয়ে চল,—
সুখ তোমাকে ত্যাগ ক'রবে না,
সার্থক হবে। ৩৭৪।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল

উন্নতি ক'রতে হ'লেই
একজন 'উৎ'-'নত'র প্রয়োজন,

আর, তাঁতে সক্রিয় আনতি ও তাঁর অনুসরণই
মানুষকে উন্নত ক'রে তোলে। ৩৭৫।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল

অনুরাগ
মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মুক্ত ক'রে তোলে,
কর্ম্মসামঞ্জস্যও তা'র সার্থক হ'তে থাকে,
শ্রেয়-প্রীতি-আবেগের
সার্থকতাই ওইখানে,
সে দীপ্ত আর প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—
অনেক দিক দিয়ে। ৩৭৬।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল

আত্মস্বার্থী অনুরাগ যা'র
নিজেকেই কেন্দ্র ক'রে কর্ম্মরত থাকে,
তা'র বুদ্ধিবৃত্তি মুক্ত হয় না,
বরং যেমন যত প্রচেষ্টারত রয়—
কেন্নোর মত পাকে-পাকে জড়িয়েই চ'লতে থাকে,
করে অনেক, শেষ ফক্কা,
ফলে হয় অবসন্ন, ব্যাহত—
সার্থকতায় দরিদ্র ;
তাই, কর্ম্ম ক'রতে হয় ঈশ্বরপ্রীতির জন্য,
ইষ্টসেবায়—ইষ্টার্থে,
তেমনিতর কর্ম্মই হ'চ্ছে অনাসক্ত কর্ম্ম,
আর, তা' নিজেরও নির্ব্বিরোধ পরিপূরক—
তৃপ্তির, দীপ্তির। ৩৭৭।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল

উপযুক্ত পাকওয়ালা আখের রস
যেমন একটা সুতো কিংবা দানা ছাড়া
দানা বেঁধে ওঠে না—
সহজ ভঙ্গপ্রবণ
একটা গুড়ের তালেই পর্য্যবসিত হয়,
তেমনি পরিপূরক আদর্শ ভিন্ন জন ও জাতিও
দানা বেঁধে উঠতে পারে না—
বড় জোর হ'তে পারে
একটা ভঙ্গুর জনসমাবেশ ;

তাই বলি প্রত্যেককে—
প্রত্যেকের ভিতর
পরিপূরক আদর্শকে চারিয়ে দাও,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল প্রেরণায় ও কর্ম্মে,
দেখবে, তোমার ব্যক্তিত্ব
প্রতিপ্রত্যেকের ব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়ে আছে,
—এমনি প্রত্যেকেরই ;
সার্থক সামর্থ্যবান্ হ'য়ে উঠবে
সৌকর্য্যে, জন ও রাষ্ট্রবিনায়কত্বে। ৩৭৮।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-১৬

দেশ, জন ও জাতিকে উন্নত ক'রতে হ'লেই,
সংহত ক'রতে হ'লেই,
তা'র বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে
যদি তা' করতে চাও—
ব্যর্থ হবে,
শুধু ব্যর্থই হবে না
জাহান্নমের পথ আরও বিস্তীর্ণ ক'রে তুলবে—
বহু পরিশ্রম ও উদ্দাম চলনে,
যা'র সার্থকতা হবে ভণ্ডুলী বিপর্য্যয়
আর আপসোস। ৩৭৯।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৬

সাধারণ লোক বোঝে কম,
আর, বিস্মৃতিপ্রবণও তা'রা বহুত,
তা'দের দূরদৃষ্টিও কম সঙ্কীর্ণ নয়,
নিজেদের ভাল কী আর তা' কত দূরে,
কেমন ক'রে—
তা'ও ধ'রতে পারে কম,
স্বার্থের প্রলোভন দেখিয়ে,
সুখসুবিধার প্রলোভনে
যদি জাহান্নমেও নিয়ে যায়—
প্রায়শঃ তা'তেও তা'রা সমবেত হয়, চলে,
তাই, উপযুক্ত নেতাই তা'দের নিয়ন্তা ;
নীত না হ'য়ে, নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে
নেতৃত্বের আবদারে
লোকের সর্ব্বনাশ ক'রতে যেও না,
নিজেও সর্ব্বনাশে আত্মোৎসর্গ ক'রো না ;

শক্ত হও, সময়ের সদ্ব্যবহার কর,
সার্থক হও
আর, সবাইকে সার্থক ক'রে তোল;—
মঙ্গলের মালায় তোমার কন্ঠ
পরিশোভিত হোক।৩৮০।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-৫৬

সমর্থ ক'রে তোল মানুষকে,
শঙ্কায় স্তম্ভিত ক'রে দিও না,
আদর্শে সচলসম্বেগী কর,
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য তেমনি ক'রে তা'কে
উৎকর্ষে উদীয়মান ক'রে রাখ,
নিজেও চল অমনি—কথায় ও চরিত্রে,—
তৃপ্ত হবে মঙ্গলে।৩৮১।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫

বর্ণানুগ আদর্শান্বিত
সংঘ-তান্ত্রিকতা
বা সমাজ-তান্ত্রিকতা
অন্য যে-কোন তান্ত্রিকতারই মহান্ পরিপূরক,
আর, তা'ই
জন ও জাতিকে সর্ব্বতোভাবে
মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলতে পারে ;
শোন, দেখ, ভাব, বোঝ, চল—
এই যা' আমি বুঝি,
তোমরাও বুঝবে—দেখলে, ধীয়েলে
অপক্ষপাতিত্বে—শ্রদ্ধায়।৩৮২।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১৫

যা' ইচ্ছা তা'ই কর
তা'তে ক্ষতি নাই—
যদি তোমার প্রত্যেকটি করা
মূলকে পরিপোষণ করে
সব রকমে—সামঞ্জস্যে,
তৃপ্ত হবে সৌকর্য্যে, প্রজ্ঞায়।৩৮৩।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

ব'ললেই যে বুঝতে চেষ্টা করে না,
আবার, কাজেও করে না,
কিংবা, ঘনঘনই ভুলে যায়,—
তা'র স্বভাব কিন্তু প্রণিধানী নয়,
নিজের ধাঁচেই সে অভিভূত,
তাচ্ছিল্যপ্রবণ—
ঘেঁচড়া। ৩৮৪।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৪৫

ঢিটও যদি হও—
ঢ্যাঁটা হ'য়ো না কিন্তু। ৩৮৫।

২৭।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৪৬

না-জেনেও
জানার দাবীতে যা'রা নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপৃত—
বঞ্চনা ও বিভ্রান্তির ব্যাকুল আর্ত্তনাদের জন্য
তা'রাই কিন্তু প্রকৃত দায়ী,
ও-পথে সর্ব্বনাশ-হাতে শয়তান দাঁড়িয়ে রয়
অদূরেই কিন্তু। ৩৮৬।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১০টা

যদি পার, বিশ্রী বা মন্দকেও
হতাশ ক'রো না,
আশা দাও,
উৎকর্ষে বিন্যস্ত কর,
যা'তে জন ও সমাজ
উদ্বর্দ্ধনেই চ'লতে পারে—সাফল্যে। ৩৮৭।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

বর্ণাশ্রম
ভারতীয় বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
আর্য্যকৃষ্টি-পরিরক্ষণের এক প্রকৃষ্ট দুর্গ,
ভারতীয় আর্য্যেরা যে এখনও আছেন—
তা'র ঐতিহ্য ও কৃষ্টির কঙ্কালকে

গোঁড়া-আগলানিতে আগলে ধ'রে,—
তা'র কারণ ঐ বর্ণাশ্রম,
যতটুকু ভেঙেছ ওকে—
ভাঙাও প'ড়েছ তেমনি ;
যদি পার, পরিমার্জ্জিত কর,
উজ্জীবিত ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,—
বাঁচবে এখনও, আর দুনিয়াকে বাঁচাবে,
আর, যদি ভাঙ্গ, হারাবে,—
সাবাড় হবে নিজেরাও।৩৮৮।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩২

বৈশিষ্ট্যসংহত সংঘ-তান্ত্রিকতার একটা শক্ত নিদর্শন
স্তিমিত হ'য়েও যা' বেঁচে আছে
তা' বর্ণাশ্রম ;
সর্ব্বাঙ্গ সংহত ক'রে
ধীরমস্তিষ্কে যদি একটু দেখ,—
বুঝতে পারবে ওর কিম্মৎ কী,
আর, পরিপালনে
তোমরাও হবে কিম্মতের অধিকারী।৩৮৯।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৬

সত্তাকে হারিয়ে যা'রা বাঁচতে চায়—
তা'রা কি মরণের থেকে আর ফিরে আসে ?
সত্তারও যত শেষ—
মৃত্যুও তত ঘনীভূত ;
সত্তা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে
তা'র বৈশিষ্ট্যের উপরে।৩৯০।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-১৬

যে-জ্ঞান তুমি লাভ ক'রেছ বা ক'রছ
আদর্শচর্য্যায়, বহুদর্শিতার পথে—
নিজ পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে
আগ্রহ-উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রে—
তা' যদি চারিয়ে দিতে না পার
প্রিয়-সক্রিয়তায়,—

নিজেও ঠ'কবে, তা'দিগকেও ঠকাবে,
বঞ্চিত হবে তুমি,
সাথে-সাথে তা'রাও,
এমন-কি, তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য হ'তেও,
এমনই বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দেবে তা'দিগকে—
সংহত হবে না তা'রা তোমাতে কিছুতেই ;
তাই, পারিবারিক সমভিব্যাহার ও সদালোচনা
আর প্রাত্যহিকভাবে তা'র অধিগমন
ধর্ম্মদ, প্রাণদ ও পুষ্টিদ—
ঠিক জেনো। ৩৯১।

২৭।৮।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

পরিবারে কেন, অনেক জায়গায়ই—
সাহচর্য্যে অভ্যস্ত স্বল্পবুদ্ধিরা
সশ্রদ্ধ নজরে দেখতে অভ্যস্ত হয় না
বা পারে কম,
তা'রা নিজের ভ্রান্ত দাঁড়ায় মেপে
প্রায়ই ভুল দেখে বা ভাবে ;
তাই, সম্মানযোগ্য ব্যবধান রেখে
আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়
তা'দিগকে সক্রিয়ভাবে
যত উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহান্বিত
ক'রে তুলতে পারবে,
তুমিও তা'দের কাছে ততটুকু
মাঙ্গলিক হ'য়ে উঠবে ;
তাই, যেখানেই যাও
আর যেখানেই থাক,—
সম্মানযোগ্য ব্যবধানটাকে বজায় রেখো,
তা'তে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল হবে। ৩৯২।

২৭।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টা

ভাঙ্গতে বিবেচনা ক'রো,
গড়তে অগ্রণী হ'য়ো কিন্তু—
বিশেষতঃ মাঙ্গলিক যা' তা'তে। ৩৯৩।

২৭।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১১

দঙ্গল বাঁধ মঙ্গলকে মূর্ত্তি দিতে
আর অমঙ্গলকে নিরোধ করতে,
ভাল হবে সবারই,
ক্ষয় ও ক্ষতির ভিতরেও।৩৯৪।

২৭।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-২১

আলোক বিন্যাস এমনি কর
যা'তে কোল আঁধার ক'রতে না পারে,
আর, এ যতটা হয়, ততই ভাল।৩৯৫।

২৭।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-২৩

তোমার দিক দিয়ে যা'রা গুরুজন
তা'দের তো মান দেবে—পরম নিষ্ঠায়,
আর, যা'রা তোমার মান রেখে চলে
তা'দেরও মান বাঁচিয়ে রাখতে ত্রুটী ক'রো না—
যথাযোগ্যভাবে,
এমন কি, অমানীকেও মান দিতে ভুলো না—
তা'র মত ক'রে ;
লোকের মান বাঁচিয়ে রাখলে
তোমার মানও জীয়ন্ত রইবে।৩৯৬।

২৭।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৬

নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কর সবার ভিতর—
সুন্দরভাবে ;
আর, তা' যত সুন্দর হবে, ব্যাপক হবে,
অচ্যুত হ'য়ে রইবে তা'দের ভিতরে,
তুমিও প্রতিষ্ঠিত হবে নির্ব্বিরোধে—
তেমনতরই।৩৯৭।

২৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২০

যা'রা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রতে যায়
আর সেই ধান্দাতে ব্যতিব্যস্ত,
তা'দের প্রতিষ্ঠা প্রায়শঃ তা'দিগকে
প্রতারণাই ক'রে থাকে,—
নিভে যায়,—ব্যর্থতায়।৩৯৮।

২৮।৮।১৯৪৮, সকাল ৮-২৩

স্বার্থ যা'র ভ্রান্ত—
তপস্যা তা'কে তিরস্কারই ক'রে থাকে।৩৯৯।

২৮।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৭

স্বার্থ যা'র যেমন—
সাধনাও তা'র তেমন।৪০০।

২৮।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৮

সুকৃতি আনে পুরস্কার,
আর, অন্যায় আনে তিরস্কার।৪০১।

২৮।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-১২

যা' সৎ—
বুঝে বা জেনেও যা'রা তা' গ্রহণ করে না
বা সক্রিয় সমর্থন করে না,
প্রায়শঃ অসৎ প্রলোভন
অন্তঃশায়ী তা'দের তখনও।৪০২।

২৮।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫

যা'রা বর্ণাশ্রম পরিপালন করেনি
তা'রা যদি তা' চায়,
তা'দের নিজেদের এবং বংশানুক্রমিক
অভ্যাস ও গুণবহুলতা
যে-বর্ণের সঙ্গে মিল হয়,
অনুক্রমে সেই বর্ণে গ্রহণ করা যেতে পারে,
অনুলোমক্রমিক বিবাহাদি ও অন্যান্য ব্যাপার
বর্ণানুপাতিক তেমনতরভাবেই চ'লতে পারে।৪০৩।

২৮।৮।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিশ্বাস কর,—
কিন্তু অব্যবস্থ হ'য়ো না,
বেকুব হ'তে যেও না,
প্রকৃতি চিনে তা' কর।৪০৪।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩৫

ভক্ত হও—
ভাক্তিক হবার লোভে নয়কো,
বরং ঈপ্সিতেরই লোভে। ৪০৫।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪০

মুক্ত হও—
প্রবৃত্তি-প্রলোভন থেকে,—
দায়িত্ব এড়াতে নয়কো। ৪০৬।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪২

দেখ—
ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে নয়কো,
যা' দেখছ—
তা'রই ধারণা ক'রতে। ৪০৭।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪৫

জান—
কিন্তু অজানার সম্পদ বাড়াতে নয়কো,
বরং জ্ঞানকে সার্থক ক'রে তুলতে। ৪০৮।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫০

রিপুগুলোকে ততটুকুই ব্যবহার ক'রো
যতটুকুতে সত্তা পুষ্টি পায়,
বজায় থাকে,
আর, সম্বর্দ্ধনায় উন্নীত হ'য়ে চলে। ৪০৯।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৩

ভুল না ক'রতে চেষ্টা কর,
কিছুকে অবজ্ঞা ক'রতেও যেও না,
যে কাজে লাগে না তা'কেও জান,
যে কাজে লাগছে তা'কেও জেনে রাখ,
যখনই যেটা প্রয়োজন হবে,
ব্যবহার ক'রতে পারবে—
বঞ্চিত হবে না। ৪১০।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৫

অন্যায্য বা অন্যায় ক'রে
স্পর্দ্ধা দেখাতে যেও না,
অন্যায়কে অন্যায় ব'লে স্বীকার ক'রো,
চেষ্টা ক'রো তা' হ'তে রেহাই পেতে—
আর ব'লোও তেমনি,
তা'তে তোমার ক্ষতি অন্যতে
সংক্রামিত হবে না।৪১১।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৮

প্রণাম ক'রতে তা'দেরই বাধে—
সাধারণতঃ যা'দেরই অন্তঃশায়ী
স্পর্দ্ধিত ইতর অহং।৪১২।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৯

পূজার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
যাঁকে পূজা ক'রছ তাঁকে
নিজের ভিতর বাড়িয়ে তোলা—
সম্বর্দ্ধিত করা,
বাইরেও তেমনি ;
শুধু ফুল-চন্দনের পূজোতেই
পূজো সার্থক হয় না কিন্তু।৪১৩।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২১

চরণ-পূজো মানেই চলন-পূজো—
চরিত্র-পূজো—
পূজো ক'রছ যাঁর তাঁর চলন
নিজের ভিতর সম্বর্দ্ধিত ক'রে
তেমনিভাবে চলা।৪১৪।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৫

পতিত হওয়া মানেই
আদর্শ ত্যাগ করা,
আদর্শের পথে না চলা,
জীবন নিয়ন্ত্রিত না করা।৪১৫।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২

প্রায়শ্চিত্ত মানে চিৎ-ত্বে গমন করা
অর্থাৎ, চিত্তকে আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে,
যে-বুদ্ধি প্ররোচিত ক'রে
পাতিত্য ঘটিয়েছে
তা'কে অপসারণ ক'রে
আদর্শ বা কৃষ্টি-পথে যথাবিহিত চলা,
আর, বৈধানিক ক্ষতির অনুপূরকরূপে
আহার, ঔষধ ও উপবাসের
ব্যবস্থা করা।৪১৬।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫

পাতিত্য হ'তে উদ্ধার হয় তখনই—
প্রায়শ্চিত্তে পরিশুদ্ধ হ'য়ে
আদর্শ ও কৃষ্টির আচারে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে যখন—
স্বতঃই।৪১৭।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৯

শরীর ও মনের যুক্ত আগ্রহে
ঈপ্সিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তাঁ'রই ভরণ-কামনায় উপার্জ্জন ক'রে
দৈনন্দিন সর্ব্বপ্রথমে
তাঁ'কে যে-অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়—
তা'কে ইষ্টভৃতি বলে ;
প্রাত্যহিক এই ভক্তি-অবদান
মানুষের বিধানে
এমনতরই শক্তি সমাবেশ করে—
তা'র আগ্রহ-অনুরতি-মাফিক,—
কোন আপদের সম্মুখীন হ'লেই
এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
যা'তে প্রায়শঃ অনায়াসেই
মুক্তাপদ হ'য়ে উঠতে পারে সে,
এ'কে সামর্থী-যোগও বলা যায় ;
তাই, ইষ্টভৃতি পালনে বঞ্চিত হ'য়ো না—
আপদে বাঁচতে কমই বঞ্চিত হবে।৪১৮।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৫

আগ্রহ-উদ্দীপনায় যা' করা যায়
তা'র কষ্টটাও মিষ্টি হ'য়ে ওঠে
কৃতকার্য্যতায়—
সার্থকতাও হাসে স্মিতহাসি।৪১৯।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

ইষ্টার্থ-দীপক অনুতাপ
সব পাপকেই পুড়িয়ে দিতে পারে—
যদি তা' আর ফিরে না করে।৪২০।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫৩

যা' ত্যাগ ক'রতে চাও—
একটানেই ছিঁড়ে ফেল,
ধীরে-ধীরে ত্যাগ—
অভ্যাস-বিফলতারই প্রতিপোষক—
প্রায়শঃ।৪২১।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৫

ভোগই যদি ক'রতে চাও
তবে সামাল থেকো, দেখো—
ভোগেরই উপভোগ-সামগ্রী তুমি না হ'য়ে ওঠ,
সত্তা বা স্বাস্থ্যকে না হারাও।৪২২।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১২

কুক্রিয়া জীবনকেও কুক্রিয় ক'রে তোলে—
একদিন আগে নয়তো দুইদিন পিছে
বা তখনই,
যা' ক'রবে, ভেবেচিন্তে ক'রো,
ভোগ ক'রবে কিন্তু তোমার জীবন—
আর, তা' সবারই আগে।৪২৩।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২০

ভক্তিকে ব্যভিচারিণী ক'রে তুলো না কিন্তু,
তোমার ঈপ্সিতকে কেন্দ্র ক'রে
তাঁ'রই ভিতরে দুনিয়ার যা'-কিছুকে
উপভোগ কর,
সার্থক হবে—প্রজ্ঞায়—প্রেমে।৪২৪।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৩

শক্তির অপলাপ ক'রো না
অর্থাৎ, অন্যায় ব্যবহার ক'রো না,
ওর অপলাপ করা মানেই
দুর্ব্বল হওয়া,
শুধু দুর্ব্বল হওয়া নয়—
অপলুপ্তিতে সত্তাকে আহ্বান করা।৪২৫।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৫

যা' নষ্ট পাওয়ায় তা'ই মিথ্যা,
মিথ্যা ব্যবহার, মিথ্যা কথা
নাশেরই আমন্ত্রক,
অহিতের পরম বান্ধব ;
যা'তে মঙ্গল হয় তা'ই কর, বল—
মঙ্গলও ভালবাসবে তোমাকে,
সত্যও তা'ই।৪২৬।

২৮।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

আপন পারিবারিক পরিবেশে
অভ্যাস-ব্যবহার যা'র যেমন,
প্রকৃতিও তা'র তেমনি—
সাধারণতঃ।৪২৭।

২৯।৮।১৯৪৮, সকাল ৭টা

ভাগ্য মানে ভজনা
অর্থাৎ, যা'র যা'তে অনুরাগ,
যে-রকম সেবা তা'তে
নিষ্পন্ন করে যেমন ক'রে—
তেমনি তা'র ভাগ্য।৪২৮।

২৯।৮।১৯৪৮, সকাল ৭-২০

প্রবৃত্তি হ'য়ে মাথায় যা' গোঁজা থাকে
তা-ই কপাল,
মানুষ করেও তেমনি,
তাই বলে, কপালের লেখা বা কর্ম্মফল ;

ঐ গুঁজে-রাখাটা যেমন সুন্দরভাবে ক'রবে
কপালও ভাল হবে,
কর্ম্মফলও হবে তেমনি। ৪২৯।

২৯।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৪০

শিক্ষা কিন্তু কতকগুলি জড় বিজ্ঞতাই নয়কো—
বরং তা' তাৎপর্য্য-সহ জীয়ন্ত অনুভব,
তা' না হ'লে
শিক্ষার দাম কোথায়—
আর প্রাণই বা কী? ৪৩০।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২০

জেনে হওয়া—
আর, তা' জীবনের সাথে গেঁথে নেওয়া
অর্থাৎ, চরিত্রে রূপায়িত করা তা'কে—
তাই-ই অনুভূতি। ৪৩১।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৩

ব্রহ্মজ্ঞান বৃদ্ধির জ্ঞান,—
সত্তাকে সম্বর্দ্ধনা করার তুক্,—
কার্য্যকারণের ভিতর-দিয়ে—
বাস্তবে—সক্রিয়তায়। ৪৩২।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৫

জীবন-চলনাকে
জগৎ চলনার সত্তায় তাল মিলিয়ে
বিবর্ত্তন-সামঞ্জস্যে চলা বা থাকা হ'চ্ছে—
আত্মসংস্থর তাৎপর্য্য। ৪৩৩।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫০

জীবনের গমনে বা চলনে
যিনি যথাবিহিত সক্রিয় অনুরাগতৎপর—
বাস্তবভাবে,—
তিনিই আত্মারাম। ৪৩৪।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

নিয়ত-গমনপ্রবণ,
বিবর্ত্তনে, প্রতি রূপে—
তাৎপর্য্য-তৎপরতায় সংবেদী-সত্তা—
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উপচিয়ে যা' স্বতঃ স্ব—
তা'ই আত্মা। ৪৩৫।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৬

যিনিই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পরিপূরক
তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সাধারণতঃ,
আর, তিনিই পুরুষোত্তম। ৪৩৬।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

যিনি পূজার্হ, পরিপূরক, শ্রেষ্ঠ—
তিনিই মহাপুরুষ,—
যাঁর বর্দ্ধনা মানুষকে
বর্দ্ধিত ক'রে তোলে। ৪৩৭।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঁতে স্ফুট, যাঁর চরিত্রে মূর্ত্ত—
তাঁতে অনুরাগ যাঁর চলন-নিয়ামক,
প্রজ্ঞানুপূরক তিনিই তদ্দ্যোতক,
আর, তাঁকে ভালবাসার ভিতর-দিয়েই
আমরা চ'লতে পারি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। ৪৩৮।

২৯।৮।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
কেহই মূর্ত্তিপূজক নয়কো,
মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর ভেবে পূজা করে না,
বরং স্মারক বা স্ফূরক প্রতীক্ অবলম্বন ক'রে
ঈশ্বরগুণানুধ্যায়ী,
যেমন, মা-বাপের ভিতর-দিয়ে আমরা
ঈশ্বরের স্নেহসিক্ত মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকে
অনুধাবন ক'রতে পারি—
এমনিই তদ্দ্যোতক যা'-কিছুর ভিতর-দিয়েও,
যেমন ব্রহ্ম, কাবা, বোধিদ্রুম, শালগ্রাম-শিলা। ৪৩৯।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল

সু-যোগ মানেই—
সু-এ যুক্ত হওয়া বা রত হওয়া
অর্থাৎ, কোন ব্যাপার হাসিল ক'রতে গেলে
যেমন যুক্ত বা রত হ'লে
তা' সহজ-সাধ্য হ'য়ে ওঠে—
তাই সুযোগ ;
আর, সুবিধা হ'চ্ছে—
তা' হাসিল করার ভাল উপায়,
বিধি বা কায়দা। ৪৪০।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল

কু ছেড়ে'—
অর্থাৎ কর্ম্মনাশা রকম ছেড়ে'
সু-এ যদি মোড় ফিরতে না পার,
তবে কিন্তু সুযোগ, সুবিধা
দুটোকেই পাওয়া কঠিন,
একবার ঠ'কলে যেমন ঠকা
ভূতের মতন পিছু নেয়,
তেমনি সুযোগ একবার ক'রে নিলে
তা'ও পেয়েই বসে—
যতক্ষণ ঐ মোড় বা রকম থাকে। ৪৪১।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল

যা'কে খুসী ক'রে
তুমি সুখী হও নির্ব্বিবাদে,
নিরবচ্ছিন্নভাবে, —সহ্য ক'রেও,—
প্রেম তোমার সেইখানেই,
সে-ই তোমার প্রিয়। ৪৪২।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৬-২৫

উপাসনা মানেই কাছে বসা—
নিকটে থাকা ;
যা' নিয়ে আমরা থাকি
ব্যাপৃত হ'য়ে— তন্মুখতায়—
তা'রই উপাসনা করি আমরা বস্তুতঃ ;
উপাসনা যেমন
সান্নিধ্য ও উপভোগও তেমন। ৪৪৩।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল

তুমি যা'র যেমন হও—
তুমি তেমনি তদ্ভাবান্বিত,
অর্থাৎ, তা'তে তুমি তেমনি থাক,
কর আর চলও তেমনি—
সেই স্বার্থে, সেই উন্মাদনায়,
কাজে-কাজেই তোমার পাওয়াও তেমনি হয় ;
আর, যা'তে তেমনতর নও,
তা'র অভাবও তোমার তেমনিতর ;
যেমন ভাব তেমনি লাভ। ৪৪৪।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল

যেমন কাজে যে লিপ্ত—

বুদ্ধিও তেমনই দীপ্ত। ৪৪৫।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫

যেমন যা'র বুঝ,—
সুঝও তা'র তেমনি। ৪৪৬।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৯

আক্কেল-মাফিকই
মক্কেল জোটে। ৪৪৭।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

না দেখে-শুনে
কুকথা কচলান অন্যায্যভাবে—
"কু"তেই প্ররোচিত করা—
পরোক্ষে। ৪৪৮।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-১৩

প্রত্যহ ঈশ্বরবৃত্তি বা ইষ্টবৃত্তি
যথাসম্ভব নিবেদন,
সেবাপ্রবণ, সৌজন্যপূর্ণ
সুন্দর ব্যবহার—ভিতরে বাহিরে,
প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও প্রত্যহ যথাযথ
হিসাবপত্র পরিরক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ,
উন্নতিমুখর লাভজনক পরিচালনা,
ঠিকমত কথা-দিয়ে কথা রাখা,

লাভের অন্ততঃ চতুর্থাংশ মূলধনে
নিয়মিত নিয়োগ—
এই হ'চ্ছে ব্যবসার আদিম তুক্ ;
প্রতিপদক্ষেপে এ পরিপালন ক'রতে পারলে
ব্যবসায়ে কমই ঠ'কবে।৪৪৯।

৩০।৮।১৯৪৮, সকাল ৯-৫০

দ্বন্দ্বী-বৃত্তি মানেই—
কাউকে কথা দিয়ে তা' না করা,
বা এক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ক'রে
অন্যতে খরচ করা,
এই অভ্যাস—
লাভপ্রদ যা'ই ক'রতে যাওয়া যা'ক—
তা'র ভিতর এমন ফাঁক সৃষ্টি ক'রে দাঁড়ায়,
যা'তে তা'র থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া
আর পথই থাকে না।৪৫০।

৩০।৮।১৯৪৮, বেলা ১০টা

অন্যায় অনেকেই করে—
কিন্তু অন্যায়ের প্রতি ভালবাসা
দোষের আরো,
ভাল যা' তা'কেই ভালবাস,
অন্যায়ে বিরত থাক,—মুক্তি পাবে।৪৫১।

৩০।৮।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

সুদর্শন মানে সম্যক্ দর্শন—
ভাল ক'রে দেখা—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা ;
তোমার সুদর্শন
যা'-কিছু প্রত্যেককে এমন ক'রে দেখুক—
যা'তে অন্তর্নিহিত মঙ্গলকে
উদ্‌ঘাটন ক'রতে পারে,
আর, তা'রই এমনতর চক্র সৃষ্টি কর
যা'র ফলে, জন ও জাতি
উৎকর্ষে অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে
—নিয়ত, নির্ব্বিরোধে,

ভগবানের সুদর্শন-চক্র
আশীর্ব্বাদী হ'য়ে
তোমাতে পরিশোভিত হোক।৪৫২।

৩০।৮।১৯৪৮, বেলা ১১টা

তাঁর শঙ্খ তোমাতে গর্জ্জে উঠুক,
দুষ্টবুদ্ধিকে দমন করুক,
মরণকে নিরসন করুক,
সব যাতনার উপশম করুক,
পাপকে নিবৃত্ত ক'রে সবাইকে শান্ত ক'রে তুলুক ;
তাঁর চক্র তোমাকে সুদর্শন-প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতী ক'রে তুলুক,
অন্যায়কে অপসারিত করুক,
শান্তির প্রতিষ্ঠায় তোমাকে নিরবিচ্ছিন্ন ক'রে তুলুক ;
আর, গদা তোমাকে
গুরুগম্ভীর মেঘবাণীতে বাগ্মী ক'রে তুলুক,
তোমাতে মুগ্ধ হোক সবাই,
পরিপোষণী বিচ্ছুরণে দীপ্ত হোক
তোমার পরিপূরণী প্রকীর্ত্তি,
কৌমোদকী সার্থক ক'রে তুলুক তোমাকে ;
আর, পদ্ম আনুক গতি, আনুক স্থৈর্য্য,
প্রাপ্তিতে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলুক জন ও জাতিকে,
আর, সব হৃদয় খুলে—
উদাত্ত আত্মনিবেদনে তুমি ব'লে ওঠ,
গেয়ে ওঠ—"বন্দে পুরুষোত্তমম্"।৪৫৩।

৩০।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

প্রবীণ হও, ব্যক্তিত্বে—বিজ্ঞতায়,
কিন্তু স্থূল হ'তে যেও না।৪৫৪।

৩১।৮।১৯৪৮,

পারিপার্শ্বিক, তপস্যা
ও উপযুক্ত পুষ্টি-সমন্বয়ে,
প্রকৃতির আপূরণে—
বিহিত বিবর্ত্তন সম্ভব।৪৫৫।

৩১।৮।১৯৪৮,

স্থবির হও জ্ঞানে,
নিনড় হ'য়ো না। ৪৫৬।

৩১। ৮। ১৯৪৮, সকাল ৬টা

আল্‌সে নির্ভরশীলদের প্রতি
লক্ষ্মী বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন। ৪৫৭।

৩১। ৮। ১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

অবজ্ঞাত-নিষ্পাদন,
দায়িত্বহীন কর্ম্মব্যস্ততা
নিরর্থক ভবঘুরেই ক'রে তোলে। ৪৫৮।

৩১। ৮। ১৯৪৮, সকাল ৮-১২

আফলোদয় নিরন্তরকর্ম্মাই
কর্ম্মবীর। ৪৫৯।

৩১। ৮। ১৯৪৮, সকাল ৮-২০

প্রণিধান-প্রবৃত্তি যা'র কৃশ
ধারণাও তা'র স্বল্প ও অমার্জ্জিত,
—অনুশীলন কর,
বেড়ে উঠবে উৎপ্রেক্ষায়। ৪৬০।

৩১। ৮। ১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

অভাবের তাড়নায় যদি অস্থির হ'য়ে থাক—
দিন চলে না এমনি যদি হ'য়ে থাকে,—
তবে তোমার পছন্দ মতন সংগ্রহ ক'রে
নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে কিছু দিও—
জো পাবে। ৪৬১।

৩১। ৮। ১৯৪৮, বিকাল ৪-৩০

ইষ্টে যে যেমন সংহত
সংযমও তা'র তেমন স্বতঃ।৪৬২।

৩১।৮।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৫

স্বামিসেবা বা স্ত্রীপোষণে
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি
ইষ্টানুগ না হয়—
তবে অবনতি, বিচ্যুতি ও বিচ্ছেদকেই
প্রত্যাশা ক'রতে পার।৪৬৩।

৩১।৮।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

যত্ন কর—অন্যে নির্ভর না ক'রে—
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীণতায়—
সুফলে সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত—নিরত,
সুকৌশলী জ্ঞান ও পারদর্শিতায়
তোমার যোগ্যতা পরিশোভিত হবে,
ধিক্কৃত হবে না দারিদ্র্যে।৪৬৪।

১।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৫

যা'রা সত্তা-সংরক্ষণী পুষ্টি পেয়েও
বাড়তি প্রয়োজনের জন্য
সংরক্ষকের দিকেই হাত বাড়ায়—
ব্যতিব্যস্ত করে,
তা'দের দুর্দ্দশা কে মোচন ক'রতে পারে—
সেটা দুর্ভাব্য বিষয়।৪৬৫।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৫

খাবার থাকতেও
অন্যের আহারে যে থাবা দেয়—
সর্ব্বনাশা এই স্বভাব
তা'র সর্ব্বনাশ ক'রবে না তো ক'রবে কা'র?৪৬৬।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১০

যদি ভালই চাও—
যে তোমার সত্তাসংরক্ষক
নিজের ক্ষতি ক'রেও আগে তাঁকে বাঁচাও,

তাঁকে পুষ্ট কর—
পরে আত্মপুষ্টিতে প্রবৃত্ত হ'য়ো ;
তোমার কল্যাণের পথ প্রশস্তই হবে।৪৬৭।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১৩

যে তোমাকে দেয়, পরিপালন করে,
অবাঞ্ছিতভাবে তাঁ' হ'তে নেওয়ার প্রলোভনকে
কঠোরভাবে নিরোধ কর—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন,
অন্যের বেলায়ও তেমনি ;
যত্নে যোগ্য হও, অর্জ্জী হও,
তাঁকে পুষ্ট কর,
নিজেও পরিপালিত হও—
শক্তি ও আত্মপ্রসাদ উপচে উঠবে তোমাতে।৪৬৮।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

মানুষকে দাও
কিন্তু তা'র অর্জ্জন-সামর্থ্যকে নষ্ট ক'রো না,—
সে-দান কিন্তু বিধ্বস্তিরই দূত।৪৬৯।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১৭

তোমার দান যেন
গ্রহীতাকে দুর্ব্বল না করে,
তোমার পরিচালনায় তা'র যোগ্যতা
যেন এমনতরই হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তুমি তো উপচয়ী হবেই,
স্বতঃই তা'কেও উপচয়ী ক'রে তুলবে,
নয়তো এ-দান দৈন্যেরই স্রষ্টা হবে।৪৭০।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

যা'কে দিচ্ছ, যখনই দেখছ—
তোমার উপচয়ে সে অন্ধ,
সন্দেহ ক'রো সে অসৎস্বার্থী,
দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠেছে প্রায়,
সাবধান হও,
নতুবা, অচিরেই
ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে তা'র।৪৭১।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২৭

স্বার্থান্ধ পরস্বলোলুপেরা
প্রায়শঃ অকৃতজ্ঞ-বিনয়ী হ'য়ে থাকে,
কপট স্বার্থলোলুপতায়,
মিষ্টি কথায় ক্ষতি-ভয়বিহ্বল ক'রে
দাতাকে বিধ্বস্ত করার বাহানাই
দেখতে পাওয়া যায় তা'দের প্রায়শঃ ;
অসৎ ধড়িবাজ হ'তে সাবধান থেকো—
তা'রা ক্ষয় ও ক্ষতির অগ্রদূত। ৪৭২।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩২

তোমার উপচয়ে স্বতঃ সক্রিয় যা'রা নয়,
মুখে স্বর্গ-অভিযানের বার্ত্তা যা'দের সহজ,—
আলিস্যিভরা নিরঙ্কুশ স্বার্থ বাগাতেই
যা'দের তৎপরতা,—
সন্দেহ ক'রো, তা'রা কিন্তু বৃশ্চিকপ্রাণ,
গতিও তেমনি তা'দের। ৪৭৩।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৪০

সময়মাফিক সুযোগ ও সুবিধায়
সুফলপ্রসূ কর্ম্মনিয়ন্ত্রণী চাপ ও চর্য্যা
মানুষকে তড়িৎকর্ম্মা, দক্ষ
ও উপচয়ী ক'রে তোলে ;
কা'রো যদি ভাল চাও,
নিয়ন্ত্রিত কর তা'কে—
অমনতর সুকৌশলে,
কল্যাণের অধিকারী হবে সে—
তুমিও উপভোগ ক'রবে আত্মপ্রসাদ। ৪৭৪।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৫৮

স্বার্থান্ধ অকৃতজ্ঞতা
ও কপট প্রকৃতি যা'দের স্বতঃ,
যেমন পরিচর্য্যাই কর—
তা'দের স্বস্থ ও সক্রিয় সুন্দর ক'রে তুলতে পারবে কমই ;
তা'দের ব্যাধি কঠিন কিন্তু,
নিজেও সাবধান থেকো
প্রতিষেধী চলন নিয়ে—
সংক্রামিত না হও। ৪৭৫।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-১০

ঈশ্বরে যুক্ত হও—
যুক্ত হওয়ার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সাদরে তাঁ'র পথে চলা,
জীবনে তাঁ'র ইচ্ছাই পূরণ করা,
আর, চরিত্রে তাঁকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
তবেই তো সিদ্ধি। ৪৭৬।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

ঈশ্বরে যুক্ত হ'তে হ'লে
তাঁ'রই মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ—
আদর্শ বা আচার্য্য-সদ্‌গুরুতে যুক্ত হ'তে হয়,
সেই যোগই তোমায় স্বতঃ-উৎকর্ষে
ঈশ্বরে যুক্ত ক'রে তুলবে,
আর, তখনই তুমি
প্রজ্ঞা-অধ্যুষিত গীতার সুরে গেয়ে উঠবে—
"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ"। ৪৭৭।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৪০

লাখ বলা কী ক'রতে পারে কা'র—
যদি সে স্বতঃ-উৎসারিত প্রণোদনায়
করায় তা' মূর্ত্ত ক'রে না তোলে? ৪৭৮।

১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৪৫

পাকা ভাবীর
বেতালে পা পড়ে না। ৪৭৯।

১।৯।১৯৪৮, বিকাল ৬টা

অনাদর যেখানে যেমন,—
ভুলও তেমনি সেখানে। ৪৮০।

১।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৭

প্রীতির প্রকৃতির উপরই
কৃতজ্ঞতার সক্রিয়তা। ৪৮১।

১।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

উদ্বোধনার ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থ-সংগ্রহ
মানেই হ'চ্ছে—
মানুষের আগ্রহকেই সংগ্রহ করা—
কেন্দ্রায়িত করা। ৪৮২।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩১

যা'রা যা'তে দেয় না—
তা'তে আগ্রহও তা'দের বাৎকে বাত। ৪৮৩।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৪

দিয়ে থুয়ে ক'রে
যেটাকে যে ধ'রে রাখে—
মমতাও সেখানে তদনুপাতিক বেশী। ৪৮৪।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৯

যত্নও যেমন,
রত্নও তেমন। ৪৮৫।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

দীপ্ত যেখানে অনুরাগ
কাম যেখানে মন্হর—
প্রেম সেখানে স্বচ্ছন্দতাই লাভ করে। ৪৮৬।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

শোক
শয়তানেরই উপাদেয় খাদ্য—
যদি তা' ঈশ্বরে আপ্রাণ ক'রে না তোলে। ৪৮৭।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৮

কথা
করায় চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে
যা'রা অমর-পন্থী হ'য়ে ওঠে—
কথা তা'দের কাছেই কথামৃত,
নয়তো তা' বিলাসমাত্র। ৪৮৮।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-২৫

বিনিময়ে নিয়োজিত হ'য়ে
কর্ত্তব্যে নিদেশ পালন ক'রে
যে উপচয় ঘটাচ্ছ—
তা' কিন্তু নিদেশদাতারই,
অকপট পরিচর্য্যা সেখানে কর্ত্তব্য,
আর তা'ই লাভ তোমার,
সেটা কিন্তু দান নয়কো ;
তা' ছাড়া, স্বেচ্ছ উপায় থেকে
যদি কিছু তা'র জন্য ক'রে থাক,
যা' দিয়ে থাক—
সেইটেই তোমার দান বা অর্ঘ্য,
তা'র ফল তোমাকে তেমনতরই
নন্দিত ক'রবে। ৪৮৯।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৪

প্রতিপালিত হ'চ্ছ যা'কে দিয়ে—
অথচ তা'র উপচয়ে
যা' যা' করণীয় ক'রছ না,
তা'কে খাঁক্তিতেই ফেলে চ'লছ—
এ কিন্তু কৃতঘ্নতা তা'র প্রতি,
তা' ছাড়া, চৌর্য্যবৃত্তিই
তোমার পেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ;
সাবধান হও, ইয়াদ রেখো,
নতুবা, প্রতিপালক তো ঘায়েল হবেই,
তোমার বাঁচার বেঁচে-থাকাও সুকঠিন। ৪৯০।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪২

কা'রো প্রতিপাল্য বা প্রতিপালিতই যদি হও,
তা'র অর্থে, দানে বা পরিপালনে
দাঁড়িয়ে
তা'কে যদি দেড়া বা দ্বিগুণ
উপচয়ী ক'রে তুলতে না পার,—
বুঝে রেখো,—
তোমার পারগতা তখনও অকৃতজ্ঞ,
খাঁক্তির গণ্ডীর বাইরে তখনও তুমি দাঁড়াওনি,
তোমার পাওয়াও
খাঁক্তি-প্রত্যাশামুখী প্রায়শঃ—তখনও। ৪৯১।

২।৯।১৯৪৮, সকাল ১০-৫

কৃতজ্ঞতা তখনই জীবন্ত—
পারগতা যখনই আগ্রহদীপ্ত,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত, উপচয়ী,
আত্মপ্রসাদক।৪৯২।

২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫০

শ্রম যত উপচয়মুখী,
সুষ্ঠু, সৌজন্যপূর্ণ,—
দেশও তত সমৃদ্ধ—ঐশ্বর্য্যে।৪৯৩।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১০

উপচয়ী শ্রম ধনেরই ধাতা,
আর, সত্তার সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তা' যখন শ্রমকে পরিপোষণ করে,
উৎসাহী ক'রে তোলে,—
সে অর্থ হয়—শ্রমত্রাতা।৪৯৪।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২৮

তুমি তোমার মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিবৃত্তিকে
যথাসম্ভব রেহাই দিও না,—
যত্ন নিতেও তাচ্ছিল্য ক'রো না তা'র—
বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষেই চ'লতে থাকবে।৪৯৫।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩২

উপচয়ী-প্রতিযোগিতা নেই
অথচ ধন ও শ্রমবিরোধ আছে,
তা'র মানেই, দেশের সত্তা-সম্বর্দ্ধনা
নিরুদ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু, বিষাক্ত, দুর্ব্বল,
কিন্তু দেশের সুদিন সহাস্য তখনই—
যখনই উপচয়ী-সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
ধন ও শ্রমের সার্থক-সমন্বয়ে
পোষণ ও বর্দ্ধন মুখর হ'য়ে চলে,
তৃপ্তি দান্ত-পরিচর্য্যায়
সমুন্নত চলৎশীল তখনই।৪৯৬।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১১টা

ধর্ম্মঘট যেখানে বাতুল,
অপকর্ষপ্ররোচিত,
জন ও জাতিকে ধারণ করে না,
পালন করে না, সম্বর্দ্ধিত করে না—
তা' বিপত্তিঘট,
অন্তরালে তা'র বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তি
আপদ-অপেক্ষায়
ওত পেতেই থাকে। ৪৯৭।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৫

যা'রা অন্যায্য নেওয়ায় অভ্যস্ত,
কাজে কসুরই যা'দের স্বার্থ,
সহজ চলনাই যা'দের অপচয়ী,—
তা'দের কৃতজ্ঞ অবদান তো নাই-ই,
কুচর্চ্চারিত হ'য়ে অকৃতজ্ঞ আচ্ছাদনে
দাতাকে কলঙ্কিত করারই ধাত
পেয়ে বসে তা'দের,
নিজের অন্যায্য-গ্রহণকে ঢাকতে
ফন্দীবাজীর কোন কসুরই করে না ;
এই সাংঘাতিক চরিত্র থেকে সাবধান হও,
নচেৎ অকারণ-বেদনা পাবে পুরস্কার। ৪৯৮।

২।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৪৫

বাস্তবিক যদি ঈশ্বর-অনুরাগী হও—
তাঁ'র পথে চলা
অর্থাৎ তাঁ'র বিধিতে চলা
তোমার কাছে আদরেরই হ'য়ে উঠবে ;
যদি না চল—
আর, তাঁ'র নামের মোসাহেবগিরি কর—
ফয়দা কিন্তু পাবে না তা'তে,
লাভ হবে—তাঁকে দোষারোপ করা
আর নিজে বিধ্বস্ত হওয়া। ৪৯৯।

২।৯।১৯৪৮, দুপুর ১২টা

খাদক যদি খাদ্যের উপচয়ী না হয়
তা' যেমন বিড়ম্বনার,
তেমনি শ্রম যদি ধনের উপচয়ী না হয়—
তা'ও দুঃখ ও দুর্দ্দশার। ৫০০।

২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৪-৪৫

ধন যদি শ্রমের উৎকর্ষী ও উপচয়ী হ'য়ে
তা'র বিহিত পরিপোষণী না হয়—
তা' নিরর্থক, আত্মঘাতী,
জন ও জাতির সর্ব্বনাশা।৫০১।

২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫০

দুঃশীলতা দুর্দ্দশাই নিয়ে আসে,
আর, তা'র দাম্ভিক ধৃষ্টতায়
জাহান্নম-যাত্রী হওয়া ছাড়া
পথই থাকে কম।৫০২।

২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

যা' ক্ষয়শীল—তা-ই ক্ষর,
নানারকমে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েও
যা' তা'ই থাকে—
যেমন মৌলিক উপাদান—তা' অক্ষর,
আর, এই ক্ষর এবং অক্ষরকে
অতিক্রম ক'রে যা' আছে—
সব যা'-কিছু স্বস্থ ও সংস্থ হ'য়ে আছে
ও চ'লছে যা'তে—
তা'ই ক্ষরাক্ষরাতীত।৫০৩।

২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২০

প্রীতি-প্রত্যাশা যখনই অবদলিত—
অতীতের বেদনাবিক্ষুব্ধ হিসাব-নিকাশ
তখনই আরম্ভ।৫০৪।

২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

যদি কোন-কিছুতে ঈপ্সা থাকে—
তা'র অন্তরায় যেমন পছন্দ হয় না,
তেমনি ঈশ্বরানুরাগ যদি থাকে—
তা'র অন্তরায়গুলি ভাল লাগে না,
এড়াতে ইচ্ছা হয়,
অতিক্রম ক'রতে চেষ্টা করে।৫০৫।

৩।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

তুমি অনুসরণ কর—
আর, তা' তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক
চরিত্রে যেমন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা-ই তোমার বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ। ৫০৬।

৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩০

যোগ্যতা থেকেও যা'রা সময়ান্ধ,
আপসোস ও অকৃতকার্য্যতার
অভিযাত্রী তা'রা—
সুযোগ তা'দের সন্দেহসঙ্কুল। ৫০৭।

৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৫৫

আবেগশ্লথ আগ্রহ যা'দের—
তা'রা প্রায়ই ইতস্ততঃ-ঈপ্সী হ'য়ে থাকে
আর, যা'রাই ইতস্ততঃ-ঈপ্সী—
তা'রাই সাধারণতঃ সময়ান্ধ,
লাখো যোগ্যতা তা'দের
সহযোগিতা ও সুযোগহারা—
ক্লান্ত ও ভারাক্রান্তই হ'য়ে ওঠে অবশেষে। ৫০৮।

৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩২

সহানুভূতিতে যা'র জন্য যা' ক'রতে যাচ্ছ—
তা' উপযুক্ত সময়েই ক'রো—
প্রয়োজন পেরিয়ে গেলে
তা'র জন্য যা-ই কিছু কর না
তা' কিন্তু বন্ধ্যা হ'য়ে উঠবে। ৫০৯।

৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

সময়ান্ধ যা'রা—
সাধারণতঃই দায়িত্বহীন হ'য়ে থাকে তা'রা,
তা'রা কর্ম্মযক্ষ্মী,
বিপত্তির অগ্রদূত। ৫১০।

৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

পরম আগ্রহে সংকল্প কর—
ইষ্ট-সংশ্রয় কিংবা শিক্ষকের সংশ্রয় থেকে
যে-কাজে যখনই যেখানেই যাও না কেন
সন্ধিৎসায়, উদ্বোধনার পরিবেষণে
তৃপ্ত ক'রে, তৃপ্ত হ'য়ে
সার্থক কিছু-না-কিছু ওর জন্য
সংগ্রহ ক'রে আনবেই কি আনবে—
সম্ভব হ'লে এটা প্রত্যহ ;
বাড়বে এতে শৌর্য্য, সহৃদয়তা,
অন্তর্জী-প্রবণতা, শিষ্ট সুচারুতা,
আর, এতে আধিব্যাধি হ'তেও
অনেকটা রেহাই পাবে,
সহযোগী পারিপার্শ্বিকে
ক্রমেই স্বস্থ হ'য়ে উঠতে থাকবে।৫১১।

৪।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১০

হৃদয় বা প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে
মানুষের কাছ থেকে আদায় ক'রে
দায়িত্বহীন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা,
অথচ শুভানুধ্যায়িতায়
সে যা'তে স্বস্থ ও বিপাকমুক্ত হয়—
তা'র জন্য কিছুই না করা,
আগ্রহ-আবেগহীন হ'য়ে স্বার্থ-ফন্দীবাজী ধাঁজকে
পরিপোষণ ক'রে চলা,
ঠেকলেই ঠগ্‌বাজী চালে বলা
'বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ং',—
এই হ'চ্ছে ধাপ্পাবাজীর মোলায়েম তাৎপর্য্য,
ওকে জুয়োবুদ্ধি ব'ললেও চলে।৫১২।

৪।৯।১৯৪৮, বেলা ১২টা

তুমি যদি মন্দ হও,
তা' কেবল তোমাতেই নিবদ্ধ থাকে না—
পরিবার-পারিপার্শ্বিকেও সংক্রামিত হয় তা',
তাই, ভাল যদি ক'রতে পার, কর—
নিজে ভালতে দাঁড়িয়ে ;
মন্দ হ'য়ে, নিজের সাথে-সাথে
অন্যেও তা' সংক্রামিত ক'রতে যেও না।৫১৩।

৪।৯।১৯৪৮, দুপুর ১২-৩০

মন্দকে নিরোধ কর—যথাবিহিত,
উড়ে কোথায় পালাবে তা'—
তা'র ইয়ত্তাও পাবে না।৫১৪।

৪।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১৫

দুঃখ আসবেই—
আর, তা' এসেই থাকে সবারই,
দুর্ব্বল হ'য়ো না, তা'র নিরাকরণ কর,
আর, চলনকে এমনতর বিন্যস্ত কর—
ভবিষ্যতে ওটা যেন
তোমাকে কমই স্পর্শ ক'রতে পারে।৫১৫।

৪।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩০

অজ্ঞতা থাকলেই
পাপ ক'রেই থাকে মানুষ,
আবার, বিজ্ঞ হ'লেও
অজ্ঞ পারিপার্শ্বিকের চাপে
বাধ্য হ'য়ে বেঘোরে প'ড়তে হয়
অনেক সময় ;
তুমি ঈশ্বরে অচ্যুত হ'য়ে থাক—
ইষ্টনির্দেশ চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যথাবিহিত, তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক ;
পাপকে প্রশ্রয় দিও না—
তা' নিজেতেও নয়,
পরিবারেও নয়,
পারিপার্শ্বিকেও নয়,
যেখানে যেমন ক'রে বিহিত ব'লে বিবেচনা কর
তেমনি ক'রে,
—এড়াবে অনেক।৫১৬।

৪।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫০

ভুল ক'রতে পার,
আর, মানুষই ক'রে থাকে তা',
তাই ব'লে, ভুলকে সমর্থন ক'রো না—
প্রশ্রয় দিও না,
ধ'রতে পেলেই তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ কর,

আর, নিরাকরণ ক'রে যা' পেলে
তা' চরিত্রে এস্তামাল ক'রে ফেল,
ওর অপনোদন হবে ক্রমশঃই।৫১৭।

৪।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৫

বে'চে থাকলেই—
মনের প্রত্যাশা র'য়েই যায় কিছু-না-কিছু,
অন্ততঃ প্রীতি-প্রত্যাশা—
যা' অবদলিত হ'লে
হৃদয় খান্-খান্ হ'য়ে যায়,
তাই, নিরাশ ক'রো না মানুষকে,
ঈশ্বরে অচ্যুত থেকে
সক্রিয় প্রীতিচর্য্যায় উদ্বুদ্ধ রেখো—
তৃপ্তি পাবে, থাকবেও স্বস্থ।৫১৮।

৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫

ইষ্টদেবে অচ্যুত হও,—
আবেগ তোমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক
ইষ্টনিষ্ঠায় তাঁর পথে চলতে,
তাঁকেই বাস্তবায়িত ক'রে তোল
তোমার জীবনে—
অকপট অনুবর্ত্তিতায় ;
নিরাশী হও,
তাঁকে-ছাড়া কিছুই চেও না তাঁর কাছে—
তবে তো নিরাশী হতে পারবে,
তাঁতে সংন্যস্ত হ'য়ে
বীরের মত তৎকর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে উঠবে,
ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে তুমি—
সাথে-সাথে তোমার দুনিয়াটাও ;
ইষ্ট যদি তোমার জীবন্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'য়ে
তোমার সামনে থাকেন—
অকপট অনুবর্ত্তী হ'য়ে যদি চল—
তুমি ভাগ্যবান,
সম্ভাব্যতা তোমাতে অনেক বেশী।৫১৯।

৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

অন্নদান খুবই ভাল,
তবে তা'তে যদি মানুষ উপচয়ী না হ'য়ে
অলস অপচয়ী হ'য়ে ওঠে
তা' কিন্তু জাহান্নমের,
তা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত কৃতঘ্নতার বীজকে
পরিপোষণ করাই হয় ;
তাই, অন্নদান তো ভালই
যদি তা'র সঙ্গে
ধর্ম্মদান ক'রতে পার,
অর্থাৎ মানুষকে যদি
সত্তাসংরক্ষণের উপচয়ী যোগ্য ক'রে তোল—
উপযুক্ততা-মাফিক। ৫২০।

৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

রুগ্ন, অশক্ত, অপারগ যা'রা
তা'দিগকে পরিপালন ক'রতে
এতটুকুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না,
কিন্তু যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে
তা'দের যোগ্যতার দিকে,
অবস্থানুপাতিক তা'দের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিও,
যতটুকু পার—পরিপোষণে, পরিপালনে,
আদর্শপ্রাণ ক'রে, আগ্রহাপ্লুত ক'রে—
সক্রিয় ক'রে তোল তা'দের—
যে যেমন তা'কে তেমনি ক'রে—
উপচয়ে—
পারিপার্শ্বিক-সহ নিজের,
আর, ওকেই বলে ধর্ম্মদান। ৫২১।

৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

যদি কল্যাণই চাও—
সত্তা-পরিপালক অর্জ্জী যা'রা তোমাদের পরিবারে,
যে যেমন, উপযুক্ততা-মাফিক প্রত্যেকে
পরস্পরকে উপচয়ে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোল—
পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে, ইষ্টানুগ চলনে,
যে যেমন উপযুক্ত—
সংসারের জন্য,
সত্তারক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য
অর্জ্জী হ'য়ে ওঠ, আহরণ-তৎপর হও সদ্ভাবে,

কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যহ—প্রত্যেকে—অবস্থামতন—
সক্রিয়, সানুকম্পী সহযোগিতায় ;
সব দিক দিয়ে অভ্যস্ত হও এতে,
এমন-কি, বালক-বালিকাদিগকেও
অভ্যস্ত ক'রে তোল—
স্বাস্থ্য, শ্রী, সম্বর্দ্ধনা ও কল্যাণে স্রোতস্বতী
হ'য়ে চ'লবে।৫২২।

৬।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

যেখানেই যাও না কেন—
তোমার পারিপার্শ্বিককে অশক্ত, দুর্ব্বল,
দমিতহৃদয়, আর্ত্ত যেখানেই দেখবে—
তা'র পাশে দাঁড়াও, ভরসা দাও,
আশ্বস্ত কর,
তুলে ধর তা'কে ইষ্টানুগসম্বর্দ্ধনায়—
যতক্ষণ সে যোগ্য না হ'য়ে ওঠে,
যদি পার, এমনি ক'রেই অনুসরণ ক'রো,
আর, তা'ই ক'রো—
সেও যেন তোমারি মতন
তা'র পারিপার্শ্বিককে তেমনি ক'রে চলে,
ধর্ম্ম সেবা-শঙ্খে 'জয়তু' ঘোষণা ক'রবে।৫২৩।

৬।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৫

সু যা'ই কিছু ক'রবে—
নগদা-নগদি,
ওর বাকী রেখো না—
ফাঁকিতে প'ড়বে কিন্তু।৫২৪।

৬।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৪০

যদি চিকিৎসকই হ'তে চাও—
ঔষধকে, তা'র বিধিনীতিকে
রোগিচর্য্যায় এমন জাগ্রত এস্তামাল ক'রে তোল—
যা'তে রোগই যেন ঔষধ নির্ব্বাচন ক'রে তোলে
তোমার মনে—অমোঘ সার্থকতায় ;
তুমিও সার্থক হবে,
রোগীও স্বস্তি পাবে—আরোগ্যে।৫২৫।

৬।৯।১৯৪৮ বেলা ১১-৩০

দিলেই বাড়ে পীরিত,
আর, নিলেই বিপরীত।৫২৬।

৬।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

হটু—হিসেবী হ'তে যেও না—বরং বিবেচক হও ;
একটা কিছু কর,
তা' যতটুকু সামান্যই হোক না কেন—
বিবেচনার সহিত এগিয়ে
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে—সার্থক শৃঙ্খলায় ;
তা'র থেকে অনেক গজিয়ে উঠবে,
পাবেও ক্রমে,
বেকার হ'তে রেহাই পাওয়ার
এই হ'চ্ছে তুক।৫২৭।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫
(বাইরে বড়ালের মাঠে)

পেছটানে যা'র অভিনিবেশ—
এগিয়ে যাওয়া তা'র কাছে রূপকথা মাত্র,
আর, দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়াও
তা'র কঠিন।৫২৮।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩৩

এগিয়ে যাও,
অপচয়ী হ'য়ো না,
বিবেচক দৃষ্টি নিয়ে চল—
উপচয়ে,
লাভবান হবে,
অন্যেও পথ পাবে তোমাকে দেখে।৫২৯।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩৫

হামবড়াই
সেবা-অপরাধের পূর্ব্বরাগ,
আর, অসহযোগিতা ও কোঁদলই
তা'র পরিণতি।৫৩০।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৪

দ্বন্দ্ব ও অসহযোগ যেখানে সস্তা,
মৌলিক স্বার্থও সেখানে গাঁজান,
আত্মম্ভরী কাপট্যই অন্তরালে অবগুণ্ঠিত—
ভক্তি-ঘোমটায়।৫৩১।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

অকপট আপ্রাণতা যেখানেই থাকুক,
প্রণিধান-প্রবৃত্তিও সেখানে মুখর ও জীবন্ত ;
তা' যদি থাকে তোমার,—
ঐ অন্তঃস্রোতা জীবন-প্লাবনে
ভাসমান যা'-কিছুকেই টেনে নিতে পারবে ;
আর, তা' না-পারাটাই হ'চ্ছে পরম সাক্ষী—
তুমি—যা' বল, তা' নয়কো,
ওটা তোমার বাহানা মাত্র।৫৩২।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

দম্ভ কুড়িয়ে নিয়ে রাশি করে
অকৃতজ্ঞতার একদর্শী ন্যায়—
স্বার্থ-উচ্ছ্বাসে ;
বিনয় আনে ভক্তি-পরিবেষণে
প্রিয়-প্রতিষ্ঠা—
পরাক্রমী বহুদর্শী প্রাণ-মূর্চ্ছনায়।৫৩৩।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৪

ধৃষ্ট যা'র স্বভাব,
দাম্ভিক যা'র চিন্তা-চলন,—
কুভাবই তা'র সাধ্য।৫৩৪।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩৪

আপন প্রবৃত্তিকে প্রতিফলিত ক'রে
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে যেও না—
দৃষ্টি তোমার ব্যর্থই হবে,
দেখবে নিজের মনেরই প্রতিচ্ছবি—বাইরে,
আর, আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়বে
একটা ক্ষোভ--উদ্দাম বিভ্রান্তি-দুর্গে,--
পদে-পদে হবে অপ্রীতিভাজন সবারই।৫৩৫।

৬।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৫০

তুমি যেমন তোমার প্রিয়পরমে
সক্রিয় ভালবাসায় উদ্দাম হ'য়ে উঠবে
অচ্যুতভাবে, যথোপযুক্ত বিকিরণে,—
উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকও
তোমাতে তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
তুমি যদি তা' না হও—
পরিস্থিতিতে সে-প্রত্যাশা তোমার
মরীচিকার ঝিলিমিলি। ৫৩৬।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

দিচ্ছ না, চা'চ্ছ,
তাই, পা'চ্ছ না—
যা'য় বাঁচছ। ৫৩৭।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৪২

ঠকাতেই যদি চাও
ঠ'কতে প্রস্তুত হ'য়ে থাক—
সুদ-সমেত। ৫৩৮।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৪

আদর্শে কপট ভালবাসা
বঞ্চনার সোনার কলসী—
যা' শূন্য। ৫৩৯।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

ধর্ম্মের ভানও ভাল,
হয়তো পেয়ে ব'সতে পারে ;
তোৎলাকে ভ্যাংচাতে থাক—
তুমিও তোৎলা হ'য়ে উঠবে। ৫৪০।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

অনিষ্টই যা'র পরিকল্পনা—
নিজের ইষ্ট জল্পনামাত্র—তা'র। ৫৪১।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৭

আদর্শহীন সহযোগিতা
স্বার্থান্ধ বিচ্ছেদেরই অগ্রদূত।৫৪২।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

অকপট ইষ্টেকনিষ্ঠদের
পারস্পরিক বিচ্ছেদ—
অন্তরতম অচ্ছেদ্য মিলনেরই
অপরিহার্য্য দূত।৫৪৩।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

উভয়ই ইষ্টেকনিষ্ঠ—লোকে দেখছে.
অমিল হ'ল,
বিচ্ছেদও র'য়ে গেল,
মুখ দেখাদেখি নেই—
কা'রোই ভাল কেউ পছন্দ করে না,
কিন্তু কেউ বিরহবিধুর হ'য়ে
মিলনাগ্রহে উদ্দাম হ'য়ে উঠল না,
তা'র মানে, মূলেই গোল—
এটাই তা'র মোক্ষম পরিচয়।৫৪৪।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৬

অনুকম্পী সহানুভূতি ও সহযোগিতা
সেখানেই তেমনি প্রখর—
একাদর্শপ্রাণতা যেখানে যেমন উজ্জ্বল,
অবাধ্য।৫৪৫।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারের
রসব্যঞ্জনার ভিতর-দিয়ে
ভাবের রূপ ভাষায় এঁকে তুলে
আগ্রহমদির ক'রে
অন্যতে সেই ভাবের
প্রতিধ্বনন ক'রে তোলে সাহিত্য,
সাহিত্য-সত্তার তাৎপর্য্যই সেখানে ;
আর, তা' যেমনতর হিতী সুন্দর—
তা'র কদরও তেমনি,
শিল্পকলার তাৎপর্য্যও ওতেই।৫৪৬।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৫

জন্মাও অঢেল—
পরিবেষণও কর তেমনি,
চুরির পরিশ্রমে রাজী হবে কম লোকই।৫৪৭।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

চুরি-শিক্ষার প্রকৃষ্ট বিদ্যালয়ই হ'চ্ছে—
কম জমান, ঘাটতি ফেলা
আর, পরিবেষণে জটিল জংলা নিয়ন্ত্রণ ;
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে,
অপ্রয়োজনেও তা' করার প্রবণতা
জাগরূক থাকে—
যেন না ক'রেই তা' পারে না ;
ভালতেই হোক আর মন্দতেই হোক—
অভ্যস্ত প্র-কৃতিই প্রকৃতি সৃষ্টি করে।৫৪৮।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-২৫

আইন যত কড়া—
অপকর্ম্মাও পাকা তেমনি ;
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যোৎকর্ষী বিহিত বিন্যাসে
অপকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাকে
নিরাকরণ করাই হ'চ্ছে—
অপকর্ম্মা-উদ্ধারের মৌলিক পথ।৫৪৯।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

সত্তা-বিধ্বংসী চলনকেই
অপকর্ম্ম ব'লে থাকে,
দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে তা'তে সবাই—
তা' মুখ্য বা গৌণভাবে।৫৫০।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৩৫

কর,—
পাঁতি-পাঁতি ক'রে খোঁজ,
আরো-আরো ক'রে জান,
সব দিকটা সার্থক সামঞ্জস্যে নিয়ে এস,—
বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠবে;

আর, অমনি ক'রে জানাই হ'চ্ছে
বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য ;
তাই, বিজ্ঞানও যেখানে, দর্শনও সেখানে—
তা'র সবরকম সম্ভাব্যতা নিয়ে। ৫৫১।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০

অঙ্কুরণী-আনতির পরিণয়ন
অর্থাৎ, রসের পরিণয়ন জানাই হ'চ্ছে
রসায়নবিদ্যার তাৎপর্য্য,
আর, যে-বিধির দ্বারা
তৎ-পরিণতি শাসিত হয়—
তা'কে হাতেকলমে ক'রে যিনি জানেন
তিনিই রসায়ন-শাস্ত্রবিদ ;
অমনি ক'রে চল, কর,
তুমিও রসায়ন-শাস্ত্রবিদ হ'য়ে উঠবে। ৫৫২।

৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪৫

তোমার আদর্শ বা ইষ্টার্থী চলনকে
যেই তাচ্ছিল্য ক'রে ব'সেছ তুমি,—
তোমার বৈশিষ্ট্য-চলন সাথে-সাথে
উপহাস্য হ'য়ে উঠবে সকলের কাছে—
ঠাট্টায়, টিট্‌কারিতে,
আক্রোশ-অবদলনে, অপমানে। ৫৫৩।

৭।৯।১৯৪৮, বিকাল ৪-৩০

ব্যোমতরঙ্গের বিভিন্ন রকম ও স্তর—
যা' মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকট হ'য়েছে নানাভাবে, রকমে,
সেই অন্তর্নিহিত তারঙ্গিক
প্রতিশব্দই হ'চ্ছে বীজমন্ত্র। ৫৫৪।

৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

বীজ কথার মানেই হ'ল
যা' দুদিকেই গজিয়ে ওঠে ;
ভিতরে—বাইরে ;
বীজমন্ত্র-জপে সত্তাতরঙ্গ
এমন উস্কানি পায়—

যা'র ফলে, বৈধানিক পরিণয়নে
অনেক কিছুরই অনুভূতি
অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র প্রতিফলনে বাহ্যিক দর্শনও
অন্তর্ধীসম্পন্ন হয়।৫৫৫।

৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২০

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়েই
বীজমন্ত্র জপ ক'রতে হয়,
নতুবা, বিকেন্দ্রিকতায়
বিক্ষেপই নিয়ে আসে ;
তাই, যোগের সার্থক মরকোচই হ'চ্ছে—
অচ্যুত ইষ্টানুরাগ
অর্থাৎ ইষ্টে অচ্যুতভাবে যুক্ত হওয়া,
আর, করা—সার্থকতায়।৫৫৬।

৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪০

বীজ যেমন তা'র উপযুক্ত মাটিতে
যথাযথ অচ্যুতভাবে যুক্ত না হ'লে
অঙ্কুরিত হয় না,
তেমনি আচার্য্যে, আদর্শে বা ইষ্টে
যথাবিহিত অচ্যুতভাবে যুক্ত হ'য়ে
তপশ্চরণ না ক'রলে
বীজমন্ত্রও অঙ্কুরিত বা উদ্গত হয় না—
কি বাইরে—কি ভিতরে।৫৫৭।

৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানে—
ঈশ্বরকে আপন ক'রে তোলা,
নিজের ক'রে তোলা
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ চরিত্রগত ক'রে ফেলা ;
আর, এ ক'রতে হ'লেই চাই—
ইষ্টানুরাগ—ইষ্টের পথে চলা,
ইষ্টকে নিবিড় আপন ক'রে তোলা—
সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে ;
তাই, ইষ্ট যেমন আপ্ত,

ঈশ্বরও তেমনি প্রাপ্ত :
আর, প্রাপ্ত মানেই আপ্ত—আপন করা—
কথায়, বার্ত্তায়, চরিত্রচলনে, ব্যবহারে
—সক্রিয়ভাবে।৫৫৮।

৮।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করি—
ইষ্টের প্রতি অচ্যুত অনুরাগ বা
ভক্তির ভিতর-দিয়ে,
সেবায়, সাহচর্য্যে,
তাঁকে পরিপালন, পরিপূরণ,
পরিপোষণে চরিত্রগত ক'রে ;
আর, এমনি ক'রেই ঈশ্বরসান্নিধ্যে
আমরা উপনীত হ'তে পারি
এবং এমনি ক'রেই ঈশ্বরকে আপন করা
সহজ ও সম্ভব,
আর, তাই-ই প্রাপ্তি ;
'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—আমি যা' বুঝি।৫৫৯।

৮।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

সত্তা বা প্রাণের প্রতিভা
প্রতিফলিত হয় শরীরে—চরিত্রে
প্রাণকে অনুসরণ করতে গেলে
তা'র শারীরিক প্রতিভা—যা' সক্রিয়
—তা'র মধ্য-দিয়েই ক'রতে হয় ;
তেমনি ঈশ্বর যাঁ'র আপ্ত-
তাঁ'র অনুসরণ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
ঈশ্বর পাওয়া সম্ভব,
আর, এই-ই পন্থা।৫৬০।

৮।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

আত্মসুখী, আত্মম্ভরী যা'রা—
তা'রা নিজেরই মতন ক'রে
পরের সুখ-দুঃখ দেখার বালাই
বহন ক'রতে নারাজ—প্রায়শঃ,
নিজের সুবিধা-অসুবিধার খতিয়ান ক'রে
অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে
অন্যকেও তদনুপাতিক সেবা-সুবিধা দিতে

কৃপণতা করাই ধাতস্থ তা'দের,
ফলে, প্রতিপদক্ষেপে
বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যই লাভ করে,—
আর, ব্যক্তিত্বের প্রসারও তা'দের সুদূরপরাহত।৫৬১।

৮।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৫

ব্রহ্মচর্য্য মানে বৃদ্ধির পথে চলা—
ইষ্টানুগ হ'য়ে,
বেঁচে-বেড়ে চলাকে এস্তামাল করা—
চরিত্রগত ক'রে তোলা ;
ব্রহ্মচর্য্য-পরিপালনে বীর্য্যধারণ হয়,
বীর্য্যধারণের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে—
শূরত্ব বা শৌর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকা—
আদর্শে অচ্যুত থেকে,
মুখ্যতঃ অস্খলিতরেতাঃ হওয়া নয়কো ;
ইষ্টে আগ্রহোদ্দীপ্ত মন ও তদনুগ কর্ম্মে
নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকায়
মানুষ কামুকবুদ্ধির অপনোদনে অভ্যস্ত হয়,
গৌণতঃ সেই অর্থেই
অস্খলিতরেতাঃ হওয়ার কথা
প্রচলিত আছে—ব্রহ্মচর্য্যে ;
যদি ঈশ্বরানীতি বা ইষ্টানুরাগ না-ই থাকে—
লাখ অস্খলিতরেতাঃ হ'লেও কিছু হয় না,
"স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুত রহা হ্যায় খোজা" ;
জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে পরিপালন কর,—
শৌর্য্যে—শূরত্বে—বীর্য্য লাভ ক'রবে—
অর্থাৎ, বীরত্বে তাৎপর্য্যবান হবে।৫৬২।

৮।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৫

যা'তে গিয়ে সুখ পাওয়া যায়
তা'ই স্বর্গ ;
আর, তা'তে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকা
বা তা' পাওয়াই স্বর্গলাভ
—স্বস্থসত্তায়—বর্দ্ধনায়,
তা' ইহ এবং পর—দুইকালেই।৫৬৩।

৮।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম ক'রতে গেলে
তা' চরিত্রগত হয় কমই,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে
পেকে প্রবণ হ'য়ে ওঠে—
বৃত্তিচলনে,
—ছেলেবেলা থেকে ক'রলে
তা' সার্থক হয়।৫৬৪।

৮।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩০

যেখানে যে-গুণের প্রকাশ
তা'ই হ'চ্ছে ভগবানের মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,
আর, সেখানে তা'কে অবলম্বন ক'রেই
সে-গুণের কর্ষণ ক'রতে পারি
কিংবা আমাদের ভিতর
তা'র চাষ করতে পারি—
দেবার্চ্চনার তাৎপর্য্যও ঐ।৫৬৫।

৯।৯।১৯৪৮, সকাল

বিহিত বিচার
সাম্যের অগ্রদূত।৫৬৬।

১০।৯।১৯৪৮, প্রত্যূষে

শাস্তি যেখানে সোয়াস্তির,—
শান্তির পথ সেখানে আবর্জ্জনাহীন।৫৬৭।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৬-৪০

বৈশিষ্ট্য যেখানে আদৃত—
কৃষ্টিও সেখানে উন্নত,
আর, সমাজও সেখানে উচ্ছ্রিত।৫৬৮।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১৩

বন্ধ্যা যেখানে জ্ঞান,
ব্যর্থ সেখানে ধ্যান।৫৬৯

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

বিনয় যেখানে দুর্ব্বল—
লাঞ্ছনাও সেখানে সবল।৫৭০।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১৮

ব্যক্তিত্বহীন বিনয়
আর পরাক্রমহারা ব্যক্তিত্ব যা'র,—
দুনিয়ার কৃপাপাত্রই সে—
লাঞ্ছনাই তা'র উপঢৌকন।৫৭১।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

ব্যাধিগ্রস্ত বিধান
শাসনে বিকৃতি ও বিসর্জ্জনকেই
আবাহন করে।৫৭২।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩১

বিধান বা উন্নতিকে উপাসনা করে না,
বৈশিষ্ট্যকে আরাধনা করে না,
শ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করে না,
অথচ সাম্যের বোলচালে মুখর,—
তা' কপট, সর্ব্বনেশে,
আত্মঘাতী।৫৭৩।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

যে-সরকার আইনের আশ্রয়
কিন্তু মানুষের নয়—
তা' বিকৃতমস্তিষ্ক রাহাজানি মাত্র।৫৭৪।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

সাশ্রয় যদি আশ্রয় না দিতে পারে—
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ,
পরিপূরণ ক'রতে না পারে,—
তা' বিকট কিন্তু।৫৭৫।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

ঈশ্বর র'ন সৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে-
তাঁ'র ঐশ্বর্য্য থেকেই সৃষ্টি ;
আর, ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হ'চ্ছে
সেই সৃষ্টির সার্থকতা।৫৭৬।

১০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫৫

অযথা সন্দেহসঙ্কুল
আপদকেই ডেকে আনে—
অব্যবস্থ নিরাকরণে।৫৭৭।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১০টা

কর্ম্মব্যাপৃত ক'রে তোল
উপযুক্ত সবাইকে—
উপচয়ে ;
শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্বর্দ্ধনা—
পাবে এ-তিনকেই—মুখ্যতঃ।৫৭৮।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

যা'তে যে উপযুক্ত—
তা'র খাঁজও পায় সে সহজে।৫৭৯।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

আশ্রিতপালক, লোকরক্ষী,
লোকপোষক,
উৎক্রমণী লোকপূরক সরকার
লোকানুরাগেরই কেন্দ্রস্থল,—
শক্তি-অধ্যুষিত আধার।৫৮০।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

যে-সক্রিয়তা বাস্তবতার স্রষ্টা নয়কো,
আর, যে-বাস্তবতা উপচয়ী নয়
কিংবা কিল্বিষী,—
তা' নির্জ্জীব ও নিরর্থক।৫৮১।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৮

তুমি যতই ধী-সম্পন্ন হও না,
দক্ষ-উদ্যোগী হও না,
পিতামাতার ইষ্টানুগ-অনুপূরক যদি না হও,

তাঁদের পরিপোষক না হও,
পরিপালক না হও—
বুঝদার হ'তে পার
কিন্তু প্রাজ্ঞতা তোমা হ'তে
অনেক দূরে—তখনও।৫৮২।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-১০

বস্তু তুমি কী!—
দম্ভদাপে কাষ্ঠ ফাটাও
ঢালছ ছাইয়ে ঘি,
সৎকাজেতে নাইকো সাহস
ব্যর্থ তোমার ধী।৫৮৩।

১০।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

যে কা'রো আপন হ'তে জানে না,—
কাউকে আপন ক'রতেও
জানে না সে,
ব্যর্থ তা'র স্বার্থ,
ব্যর্থ তা'র সমাধান।৫৮৪।

১০।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৮

উপপত্তিই যা'র না
নিষ্পত্তি তা'র কোথায়?৫৮৫।

১০।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

প্রার্থনা কর আর সেই পথে চল—
যথাবিহিত সক্রিয়তায়,—
সুফল পাবে।৫৮৬।

১০।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

কা'রও প্রতি নেশা থাকলে
তা'র নিন্দা আসে না—
সমর্থন হ'য়ে ওঠে পরাক্রমী, পুষ্ট,
নেশার দিশাই ঐ।৫৮৭।

১০।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৪০

সক্ত হ'লেই—
লেগে থাকতে ইচ্ছা করে,—
যোগে থাকতে ইচ্ছা করে,—
আর বিয়োগ-নিরোধ-প্রবৃত্তি
ফুটন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়,—
পালন ক'রে, পোষণ ক'রে, পূরণ ক'রে
সার্থক হ'তে ইচ্ছা করে,—
সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও সেবার পরিবেষণে
যুক্ত ক'রে তুলতে ইচ্ছা করে—
সবাইকে তাঁ'তে,
আর, এই প্রাণতাই হ'চ্ছে আসক্তির বিশেষত্ব।৫৮৮।

১০।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৩

আগ্রহ-উদ্দাম হও—
কর,
শক্ত হ'য়ে ওঠ—সক্রিয়তায়;
যোগ্যতা-জ্ঞানাঞ্জনে পরিশোভিত হবে।৫৮৯।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

সত্তায় দাঁড়াও,
প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখ,
থাকার পরিপোষণে তা'কে কাজে লাগাও,—
সংযমী হবে—স্বভাবতঃ।৫৯০।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩

প্রবৃত্তি তোমাকে সেবা করুক
বাঁচায়, বাড়ায়,
তুমি বেহাতি হ'য়ে প'ড়ো না তা'তে,
সেবা করতে যেও না তা'দের,
সামর্থ্যের অধিকারী হবে।৫৯১।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫

নিঝুম হ'য়ো না,
এন্তার হও ইষ্টানুগ চলনে—
সংযমে, সৌহার্দ্দ্যে,
সক্রিয় সন্দীপনায়—
বাধাকে অতিক্রম ক'রে—কৌশলে, অবাধে ;

বড় হওয়ার প্রলোভন রেখো না,
বড় ক'রতে প্রলুব্ধ হও,—
বড় হবার তুক্‌ই ওই।৫৯২।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৭

স্পষ্ট হও, কিন্তু মিষ্টি হও.
দক্ষ সুকৌশলী হও
ভণ্ডুলকর্ম্মা হ'তে যেও না।৫৯৩।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

যে-কথা মিলন আনতে পারে না.
বিরোধ ও বিপর্য্যয়ে
সৌহার্দ্দ্য সৃষ্টি ক'রতে পারে না—
তা' কিন্তু উচিত কথা নয়.
আর, যে বলে তা'—সেও উচিত-বক্তা নয়,
সে বিরক্তিভাজনই হ'য়ে ওঠে—
মূর্খ দাম্ভিকতায়।৫৯৪।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৩

শুধু যথার্থ কথাই সত্য কথা নয়কো—
যদি তা'তে হিত না আনে.
সত্তার সম্বর্দ্ধক যা', পরিপোষক যা'—
তা'ই কিন্তু সত্য—তা' সবারই।৫৯৫।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৪-৩৬

মনোযোগী হও—
প্রণিধানের সহিত,
সহানুভূতি নিয়ে,
বুঝবে—ব্যবস্থাও ক'রতে পারবে।৫৯৬।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪১

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্
সজাগ রেখো সব বিষয়ে—
পারস্পরিক সমন্বয়ে, সুনিয়ন্ত্রণে
সতর্ক-সন্ধানী ক'রে রেখো—
প্রস্তুতি-উদ্যমে বোধ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে

তীক্ষ্ন ক'রে—
ধ'রতে পারবে ঢের,
বিহিতও ক'রতে পারবে ;
এমনতর সক্রিয় প্রয়োগ
তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অমনতর উন্নতিতে
স্বস্থ ক'রে তুলবে
অভ্যাসে—সহজভাবে।৫৯৭।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

যদি ব'লতে পার,—ভালই,
বেকুব হ'য়ো না কিন্তু,
ব্যর্থ হ'য়ো না কিন্তু,
ব্যাহতও ক'রে তুলো না ;
তোমার বলা যেন
বিপত্তির আমন্ত্রক না হয়,
যদি রাস্তা না থাকে বরং চুপ থাকা ভাল।৫৯৮।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৯

মেয়ে-মুখীন কায়দা
আর নিরর্থক বা নিষ্ক্রিয় বাগ্মিতা—
দুই-ই ঠাট্টার।৫৯৯।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

মনকে সরিয়ে
ভাল কিছুতে ব্যাপৃত কর—
সক্রিয়ভাবে,—
কাম বা যে-কোন রিপু আপনি পালাবে।৬০০।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫

তোমার সুখে যদি কেউ সুখী হয়—
উপভোগ কিন্তু সেইখানে,
নতুবা তা' নীরস—ছোব্‌ড়ামাত্র।৬০১।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১০

সুখী হ'তে গেলেই
সুখী ক'রতে হয় অন্যকে—
সেবায়, সৌহার্দ্দ্যে, সৌজন্যে,
আর, স্বার্থও হ'য়ে উঠতে হয় অন্যের,
সুখ তখনই হ'য়ে ওঠে উপভোগ্য। ৬০২।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২০

ট্যাঁকে টাকা, ফষ্টিবাজী, কঞ্জুষ ব্যবহার—
বোকা সুখী, স্বার্থ-কিপ্‌টে, সবই ফক্কা তা'র। ৬০৩।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩৪

দোল দাও—নিজে দুলো না,
'অচলোঽয়ং সনাতনঃ' হ'য়ে থাক—
সনাতনকে অচ্যুতভাবে আঁকড়ে ধ'রে,
সব দোললীলায় উথলে উঠবে
সার্থক হ'য়ে,
উপভোগ ক'রবে তাঁকে—
লীলায়। ৬০৪।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪০

স্তব কর—
তা' অন্তরে-বাইরে—সক্রিয়তায়,
স্তুত হ'বার প্রত্যাশা রেখো না,
স্তব স্তুতিমুখর হ'য়ে
চরিত্রে জমাট বেঁধে উঠবে,—
জাজ্জ্বল্যমান দীপ্তি ও তৃপ্তিতে সার্থক হবে। ৬০৫।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৪

যদি নিষ্ঠুর হও—
তা' বিধ্বস্তি বা বিকৃতি যা'—তা'কে নিরোধ ক'রতে—
ইষ্টনিষ্ঠ সত্তাসংবর্দ্ধনী সংযমে,
নিষ্ঠুরতা—সুষ্ঠু যা' তা'র উদ্‌গাতা হ'য়ে
তোমাকে দেবব্রত ক'রে তুলবে। ৬০৬।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫৫

যাঁকে অবলম্বন ক'রে তুমি দাঁড়িয়ে আছ—
তুমি উন্নীত হ'চ্ছ উদ্বর্দ্ধনে,
তোমার বিশ্বের যিনি কেন্দ্রস্থল,—
তোমার কোন প্রিয়ের প্রীতিভাজন
তিনি যদি না হন—
সেই প্রিয়ের প্রভাবকে ত্যাগ ক'রো
অবলীলাক্রমে—
পরিশুদ্ধি-নিয়ন্ত্রণরত থেকে—
যা'তে শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে উঠতে পার তুমি
তা'র কাছে,
নয়তো, ভূতে পেয়ে ব'সবে কিন্তু। ৬০৭।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

যা'রা সুবিধা নেয়
অথচ সেবা দেয় না স্বতঃস্বেচ্ছায়—
যে-কোন মুহূর্ত্তে ক্ষতি ক'রতে পারে তা'রা কিন্তু,
কৃতঘ্ন তা'রা অন্তরে। ৬০৮।

১০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১১টা

'কেন'র উত্তর শোন,
বেশ খতিয়ান ক'রে দেখ,
তা'র কতটুকু পরিপোষণ ক'রতে পার,
কা'রো ক্ষতিকর না হয় বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে—
এমনতর কতটুকুই বা তাচ্ছিল্য ক'রতে পার,
তা'র ভিতর ক্ষতিকর যদি কিছু দেখ—
যা'র পক্ষেই হোক না কেন—
তা'কে নিরোধ কর,
যত পার, বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে ;
কিন্তু যা' জান না তা'কে উড়িয়ে দিও না,
আর, সে-বিষয়ে জোর ক'রে চাপিও না
কোন মতামত—
সম্ভাব্যতা ছাড়া ;
প্রণিধান কর, বুঝতে চেষ্টা কর,
ওয়াকিবহাল হও,
মীমাংসায় আসবে, প্রশংসা পাবে,
প্রবোধনাও তোমার প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৬০৯।

১১।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

অনুরাগ বা আসক্তির অভাবে
কথাও বেফাঁস, ব্যর্থ-স্বার্থী হ'য়ে পড়ে,
আর, চলনে পা-ও পড়ে বেতালে,—
আত্মশ্লাঘায় ঈপ্সিতকে অজ্ঞাতসারে
জলাঞ্জলি দিয়ে চলে ;
আসক্তি ও অনুরাগ যত বেশী
অমনতর ব্যতিক্রমও হয় তত কম। ৬১০।

১১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

আগে জান—বাস্তবতায়, ব্যবহারে,
বোধে, চর্কিতে, সার্থকতায়,
ব্যবস্থা ক'রোও তদনুরূপ—
অভ্রান্তভাবে,
ত্রুটিকে অচ্ছেদ্য প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ক'রে—
যদি কিছু থাকে ;
চমক-ক্ষিপ্রতায় যা' করণীয় তা' ক'রে ফেল,
জয় আসবে—
অন্তরায়ী জাংগাল অতিক্রম ক'রে। ৬১১।

১১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

ইষ্টার্থপূরণে
বাস্তবতায় দৃঢ়তর হ'য়ে দাঁড়াও,
যুক্তি ও নীতির বাগ্মিতায়
তা'কে আরো প্রসারী ক'রে তোল—সংবোধনায়,
সমাবেশে শক্ত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
সংস্থানও রেখো অজচ্ছল—সক্রিয় সংন্যস্তিতে;
সামঞ্জস্যে সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি সবাতে,
আর, তোমাতেও সার্থক হ'য়ে উঠবে সকলে—
সুপ্রসারী পূর্য্যমাণতায়। ৬১২।

১১।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৪০

অসুবিধা ক'রবার সাহস
সৌজন্যের সহিত পরিহার কর—
সৎ-পরিপন্থী যা' নয় তা'র পরিরক্ষণে,
তুমিও সক্রিয় হ'য়ে ওঠ তাতে,—
লাভবান হবে। ৬১৩।

১১।৯।১৯৪৮, বেলা ১২-৪০

আঘাত-অভিভূত বেদনায়
মুষড়ে-পড়া শঙ্কিত মন
ব্যাধির আকর ;
আর, তা' যখন
বাহ্যতঃ তা'র অনুপূরক পরিস্থিতি পায়
তখন স্ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ধ্বংসের রূপ ধ'রে
মৃত্যুকে ডাকে ;
মনকে উদ্বুদ্ধ কর,
অনুপূরক ব্যবস্থাও কর
বাহ্যতঃ তা'র,—
রেহাই পাওয়া সহজ হ'য়ে উঠবে। ৬১৪।

১১।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

ইষ্টনিষ্ঠ মুগ্ধ-উদ্দাম মন
অসুখ-বিসুখের ধারই ধারে কম। ৬১৫।

১১।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টা

আনন্দদীপ্ত মন
যদি শুভপরিচারী পারিপার্শ্বিক পায়,
দুঃস্থ বা অসুস্থ হয় ক্বচিৎ। ৬১৬।

১১।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫

যিনি রোগীর মনকে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারেন,
পারিপার্শ্বিককে তা'র অনুপূরক
ক'রে তুলতে পারেন,
তদনুকূল আহার ও পরিচর্য্যা
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারেন,
রোগানুপাতিক ঔষধ-ব্যবস্থা ক'রতে পারেন,
আর, আরোগ্যকে ত্বরিত ক'রতে পারেন,—
তিনিই বিজ্ঞ বিধায়ক, বৈদ্য বা চিকিৎসক। ৬১৭।

১১।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

মানুষকে আপন ক'রে তুলতে যত্নবান হও
বাক্য, ব্যবহার ও অনুজ্ঞার ভিতর-দিয়ে—
দানে, গ্রহণে, পরিচর্য্যায়,

ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন ক'রে
শুভ-সৌজন্যে,
ব্যক্তিত্ব এমনি ক'রেই প্রসাদশীল
হ'য়ে ওঠে।৬১৮।

১১।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫

পাছ-টানের মোহ
আর কিছু করুক না করুক—
আত্মবিদ্রোহী,—এ কথা ঠিক।৬১৯।

১২।৯।১৯৪৮, বেলা ১২-১৩

বাধাকে
ঠেলতে থাক মাঝে-মাঝেই—
খুলবে একদিন তোমার কাছে।৬২০।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৯

যা' তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ তো বটেই,
অন্যের পক্ষেও,—
তা' কর,
আর, যা' তোমার পক্ষেও না,
অন্যের পক্ষেও না,—
তা' ক'রো না,
আবার, তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ
অন্যের পক্ষে নয়কো—
তা' যেন তোমাতেই নিবদ্ধ থাকে।৬২১।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩৪

ভেবে দেখ—ঝলকে,
ভরসা দাও—ভালতে,
কিন্তু ভরসা দিয়ে
বিফলমনোরথ ক'রো না
পিছে হটে যেও না,—
ভরসা তোমার কাছে
ভাস্বর হ'য়ে থাকবে।৬২২।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩৬

যদি কোন সংহতি
গণ-সংহতিতে ফাটল সৃষ্টি করে
তা' কিন্তু ভাল নয়,
আর ফাটল যদি এমন হয়—
যা' অকাট্য সুসংহতিরই স্রষ্টা
সব নিয়ে সর্ব্বতোভাবে,—
সে-ফাটলও কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদ,
যদিও ফাটল নিন্দনীয়ই—
সাধারণতঃ। ৬২৩।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪২

একতায় যে বিচ্ছেদ আনে
সে ছেদক,
আর, ছেদক যে
সে শয়তান। ৬২৪।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৯

একতায় উচ্ছল ক'রে তোল সবাইকে—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠায়,—
আশীর্ব্বাদে স্বচ্ছল হ'য়ে চ'লবে। ৬২৫।

১২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৯

সংহতি যা' শয়তানী—
তা' নিন্দনীয়,
আবার, সংহতি যা' সৎ—
তা' বন্দনীয় ;
আর, যা' সৎ-মুখোসে অসৎ-চলনশীল,
তা' কিন্তু ভণ্ড, কপট,
নিরয়-নাচে শয়তানের অভ্যর্থনা। ৬২৬।

১২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৯

তুমি যেমন চাও—
ইচ্ছা কর পেতে,—
তোমার চলা-বলা যদি তদনুগ না হয়,
তোমার চাওয়া
আপসোসেরই অভিযাত্রী। ৬২৭।

১২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩৮

অসৎবুদ্ধি, আলস্যপ্রবণ, প্রবৃত্তিপন্থী মূর্খেরা
জ্ঞানবিনয়ীদের
প্রায়ই ক্রুর সমালোচনা ক'রে থাকে। ৬২৮।

১২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৪

পূর্য্যমাণ জ্ঞানী হওয়া তো' ভালই,—
কিন্তু ওর সাথে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিনয়ী হওয়া
আরো ভাল। ৬২৯।

১২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৯

দাম্ভিক ভন্ড-জ্ঞানী হওয়া ভাল না,—
তা' নিরর্থক,
অপকারীও অনেকের পক্ষে। ৬৩০।

১২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১

জ্ঞান যত সদনুপূরক,—
সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন—
সমঞ্জস,—
তা'র তত জলুস,
আর, হিতপ্রদও তা' তত। ৬৩১।

১২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১৪

যা'ই কিছু কর না কেন,
যে-ব্যাপারেই যাও না কেন—
সবাই যেন তোমার মূলকেই পরিপুষ্ট করে,
তোমার চলা—বলা—করাও
এমনতর যেন সার্থক জলুসসম্পন্ন হয়,
সার্থক হবে;
নতুবা, বিক্ষেপেই অবসান কিন্তু,
মনে রেখো, বুঝে চ'লো। ৬৩২।

১২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৪

সব চেয়ে বড় পাপী সে-ই—
কৃষ্টিতে যে কৃতঘ্ন
আর, তা'রই মাসতুত ভাই—
উপকারীর যে অপচয় করে
অর্থাৎ, উপকারকে যে কৃতঘ্ন,

আর, নির্ভরকারক বা ন্যস্তবিশ্বাসকে
আঘাত করে—যে বিশ্বাসঘাতক,
পাপের নারকীয় আসনই হ'চ্ছে—
কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা ;
মানুষকে উদ্বুদ্ধ কর সৎ-এ—সেবায়,
আর, কৃতঘ্নী-প্রবৃত্তিকে নিরোধ ক'র
অটুটভাবে, কঠোর হস্তে,—
উদ্বোধনার বোধিসত্ত্বে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে সবাই—
সহযোগিতায়,
রক্ষা পাবে তুমি,—
দেশও বাঁচবে তা'তে। ৬৩৩।

১২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৪

মানী, অকপট দায়িত্বশীলের লক্ষণ—
সৌজন্যে ন্যস্ত দায়িত্বের বিহিত হিসাব-নিকাশে
আপ্যায়িত ক'রে তোলা,
মানীর মর্য্যাদাই ঐখানে। ৬৩৪।

১২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

যা' তোমার আয়ত্তে নেই বা হাতে নেই
তেমনতর ব্যাপারে নিশ্চয়ী-কথা দিও না,
যা' তোমার চেষ্টার আয়ত্তে আছে
তা'তে চেষ্টাসূচক কথা দেওয়াই ভাল,
আর, যা' বিবেচনা ও অনুসন্ধানের
ভিতর-দিয়ে ক'রতে হবে—
তা' দেখবে—এমনতর কথা বলাই ভাল ;
আরো যে-ব্যাপারে যেটুকু ব'লবে
সেটুকু ক'রবেই কি ক'রবে,—
এতে তোমার চরিত্রও
প্রয়াস-প্রবুদ্ধ থাকবে,
আর, কথা-খেলাপীর দায় থেকেও
রেহাই পাবে অনেক,
লোকের কাছে সুনামও বজায় থাকবে। ৬৩৫।

১৩।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

প্রশ্রয় যদি দাও
প্রস্তুত থেকো সাথে-সাথে—
যা'তে তা' মন্দমোড় না নিতে পারে,
বিষাক্ত কিছু সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
ক'রলে তা'কে তৎক্ষণাৎ সংযত ক'রতে পার—
প্রাচুর্য্যের সহিত, সব বিধিব্যবস্থা নিয়ে—
খাড়া হ'য়ে থেকো এমনতরভাবে,
অল্পেই রেহাই পাবে।৬৩৬।

১৩।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

প্রচার ও পরিবেষণ
যেন এমনতর হয়—
পূর্ব্বাহ্নেই,—বিহিত ধারাবাহিকতায়,—
দক্ষ নিপুণতার সহিত,—
যা'তে তোমার মূল বা মূলজ উদ্দেশ্যকে
তা'র প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে—
প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণ ক'রে—
তা'তে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে সবাইকে,
পক্ষে আগ্রহান্বিত ক'রে সক্রিয়ভাবে—
বিরুদ্ধকে প্রতিহত ক'রে—
প্রশমিত ক'রে ;
প্রবুদ্ধ সংগতি
প্রাঞ্জল সমাবেশে
তোমাকে সুষ্ঠু ও সামর্থ্যবান ক'রে রাখবে।৬৩৭।

১৩।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

মানুষকে যা' বারবার শোনাবে, করাবে—
তা-ই তা'র কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে—
সাধারণতঃ ;
যা' সৎ তা' শোনাও,
করাও তেমনি, নানারকমে,
নিয়ে যাও সেই এক-এ—
ভাল হবে তোমারও।৬৩৮।

১৩।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

এত তো দেখলে—ঠ'কলেও কত,
প্রতিলোম যৌন-সম্বন্ধকে নিরোধ কর
সর্বদিক দিয়ে ;

আর, অনুলোমকে সমর্থন কর—
সক্রিয় সার্থকতায় প্রবৃদ্ধ ক'রে তোল—
সমত্বকে বজায় রেখে,
কৃষ্টি-নিষ্ঠায় প্রকৃষ্ট থেকে
অন্তরায়কে ব্যাহত ক'রবার
সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক রেখে,
কৃষ্টি-সহ জাতি
সম্বর্দ্ধনার পথে
চ'লবেই কি চ'লবে—
দেশ, কাল ও অবস্থায়
যেরকম নিয়ন্ত্রণেই থাকতে হোক না কেন। ৬৩৯।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-১০

কাউকে কিছু ব'লতে
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো—
যা' ব'লতে যা'চ্ছ
তা' তোমার ভিতরে ফুটন্ত কিনা,
যদি থেকে থাকে তা'
তোমাকেই জড়িয়েই তা' ব'লবে,
আর, নিজের চলা-বলাকেও
সাথে-সাথে সংশোধন ক'রে ফেল,
তা'তে তোমাকে দেখে
তা'রও সংশোধন হবে,—
তুমিও সংশোধিত হবে। ৬৪০।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৫২

তুমি যা' বল তা'র নিশানা
যদি তোমার চরিত্রে না থাকে—
যা'কে ব'লছ
তা'র পরিবর্ত্তন কমই হবে কিন্তু-
তোমারও সুবিধা কম ;
বলায়-চলায় মিতালী থাকলেই
তা' সার্থক হয়। ৬৪১।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৫৮

হামেশাই তোমার সাক্ষী
তুমি হ'তে যেও না,
তুমি কী—
তা' তোমার পারিপার্শ্বিক যত প্রতিপাদন করে—
ততই সাবাসের। ৬৪২।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১২-৩

বল—ভালই,
যা' ব'লছ,
তোমার ব্যবহার যখন তা' জানিয়ে দেয়
তা'ই কিন্তু বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে যায়—
সবার কাছে। ৬৪৩।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১২-৫

তুমি যত ভালই হও না,
যত ভালই কর না,—
তা'র স্তাবকও যেমন থাকবে,
নিন্দকও থাকবে তেমনি সাধারণতঃ,
নিন্দকের ক্রূর কটাক্ষে ঘাবড়ে যেও না,
সৎ যা'—তা' হ'তে বিচ্যুত হ'তে যেও না,
চল, নিয়ন্ত্রিত চলনে ;
দেখুক, করুক,
লোকে মঙ্গলফল-ভাগী হোক—
ঐ তো' তোমার সার্থকতা। ৬৪৪।

১৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১২-৪৫

শ্রমকে তাচ্ছিল্য ক'রো না—
শ্রমিক-স্বভাবকে পরিপোষণ ক'রে
উপচয়ী শ্রমে,
মিতব্যয়িতা যদি বজায় থাকে—
ধন তোমাকে সমৃদ্ধ ক'রেই তুলবে;
শ্রমিকই ধনিক হ'য়ে ফুটে ওঠে,
অব্যভিচারী শ্রম লক্ষ্মীরই উদ্গাতা। ৬৪৫।

১৩।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

সাবাড় যদি চাও,—
প্রবৃত্তিগুলি স্বেচ্ছাচারিণী ক'রে তোল—
বিক্ষিপ্ত বহুমুখিতায়,

আর, পরমেষ্টই যদি চাও
প্রবৃত্তিগুলি সংন্যস্ত কর ঈশ্বরে—
তাঁ'র অনুপূরণে—সেবায়,
বিশ্বত্রাণ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, হ'তে হবে নরকাভিযাত্রী ;
কী চাও—বুঝে' দেখ।৬৪৬।

১৩।৯।১৯৪৮, বিকাল ৬-৪

মুকুলই হ'চ্ছে ফলের প্রতিভূ—
আবহাওয়ায় যদি টেঁকে।৬৪৭।

১৩।৯।১৯৪৮, বিকাল ৬-১০

অবাঞ্ছনীয় রোগপ্রত্যাশী
যদি হ'তে চাও—
যেখানে-সেখানে যা'র-তা'র হাতে খেতে পার,
আর, স্বাস্থ্যই যদি কাম্য হয়—
সদাচারী হওয়াই ভাল।৬৪৮।

১৩।৯।১৯৪৮, বিকাল ৬-৩০

'পেলাম না' ব'লে যা'রা গগায়—
তা'দের জিজ্ঞাসা ক'রো—
'করেছ কী?—দিয়েছই বা কী?'
আর, তা' কতটা উপচয়ী—দেখো তা',
ঠাওর পাবে—তা'রা কী পেতে পারে।৬৪৯।

১৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪৫

দিয়ে বা খাইয়ে
কাউকে কর্ম্মঠ করা যায় কম;
করিয়ে, তদনুপাতিক দিয়ে বা খাইয়ে
তা' বরং সম্ভব,—
যোগ্যতা এমনি ক'রেই জাগ্রত হ'তে পারে।৬৫০।

১৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৫

কাউকে দিয়ে তা'র দায়িত্বের
উদ্বোধন করা যায় না,—
বরং দায়িত্ব-পরিপূরণে প্রাপ্তি
সজাগ করে তোলে—যোগ্যতাকে।৬৫১।

১৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১

মাছ, মাংস, মাদক—
যা' সত্তাকে স্বস্থ রাখতে দেয় না—
তা' আয়ুকে কমিয়েই দিয়ে থাকে—
বিধানের বিপর্য্যয়ী পরিপোষণে। ৬৫২।

১৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১৫

মাছমাংস খেলেও
তা' হামেশা খেতে নাই—
এবং তা'দের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধকও
খেতে হয়—
যেমন দধি ইত্যাদি,
তা'তে ওদের দুষ্টক্রিয়া
খানিকটা শমিতই হ'য়ে ওঠে। ৬৫৩।

১৩।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২২

যা'রা সামঞ্জস্যে চ'লতে পারে না—
প্রণিধানেও তা'দের খাঁকতি,
কুশল ব্যবহার আর সময়োচিত সার্থক কর্ম্মদক্ষতায়
পটুত্বও কম তা'দের। ৬৫৪।

১৩।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

ইষ্ট-প্রণিধানী প্রবৃত্তি
যা'দের তুখোড় ও অচ্যুত—
সামঞ্জসী চলন তা'দের
তত সহজ
ব্যবহারও তেমনি প্রিয় ও তাজা। ৬৫৫।

১৩।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

প্রবৃত্তি যা'র পরিচালক,
ঈপ্সিত যা'র প্রয়োজনসিদ্ধির উপকরণ,
যা'ই হোক আর যেমনই হোক—
প্রেম তা'র ভ্রান্ত। ৬৫৬।

১৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-২০

যা'দের মাথা নেই তা'রা মরা—
বপু তা'দের বিরাটই হোক আর কৃশই হোক;
মস্তিষ্ক যা'দের সুনিষ্ঠ, উদগ্র, প্রণিধানী,
সমঞ্জস, তীক্ষ্ন, অচ্যুত,
ক্ষিপ্র, অন্তঃ ও দূরদৃষ্টিপ্রবণ, অব্যাহত—
তা'রাই জনবিধায়ক, লোকপালক ;
মানুষ জন্মাতে হবে যথানিয়মে—
অন্তর্নিহিত সম্পদে উদ্ভিন্ন ক'রে—গজিয়ে,
তা'র বৈশিষ্ট্যকে কৃষ্টিবেদী পরিপোষণে
তেজাল ক'রে তুলতে হ'বে—
আর, এ ক্রমাগত,
তবেই জন ও জাতি সজাগ-পদক্ষেপে
উন্নতির পথে চ'লতে থাকবে,
আবোল-তাবোল চলনে কিন্তু সব হারাবে—
যা-ই থাকুক না তোমার;
উন্নতি যদি পেতেই চাও—
পেতে দেরী হ'লেও
সে-চলনে এখন থেকেই চ'লতে হয় ;
চল,—দেরী ক'রো না। ৬৫৭।

১৪। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

সত্তা-সম্পদ না হ'লে—
অৰ্জ্জিত জলুস তোমার
যেমনই হোক না কেন—
জন্মের ভিতর-দিয়ে
তা' কিন্তু বর্ত্তাবে না কাউতে;
অৰ্জ্জন তোমার সত্তা-সম্পদ ক'রে তোল,—
সন্তান—বাড়বে জলুসে। ৬৫৮।

১৪। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

পিছন টানে কাবু—
দুঃখে হাবুডুবু। ৬৫৯।

১৪। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৮-৫৪

সাজাও-গোজাও, যা'ই কর না—
মন না গ'ড়লে
চরিত্র বদলাবে না। ৬৬০।

১৪। ৯। ১৯৪৮, বেলা ৯-৩৮

অনুরক্ত মনের সক্রিয় চলন
স্বাভাবিক হ'লে—
চরিত্র তেমনি হয়। ৬৬১।

১৪।৯।১৯৪৮, বেলা ৯-৪০

একই পোষণ
সবার সমান তোষক নয়,
যা'র যেমন প্রয়োজন—
তেমন পূরণেই তা'র পুষ্টি ;
কিন্তু সব পুষ্টিরই উপলক্ষ্য প্রাণ—
যা' সবারই সমান। ৬৬২।

১৪।৯।১৯৪৮, বেলা ৯-৫০

তোমার বাঁচতে হবে—
পরিস্থিতি থেকে নিয়ে,
পারিপার্শ্বিক থেকে নিয়ে,
মানুষ থেকে নিয়ে,
জীবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে
—চলন্ত থেকে ;
তা'হ'লেই সবার আগেই
দেখতে হবে তা'দের স্বার্থ
যা'রা তোমার বাঁচার স্বার্থ—
ফাঁকিতে যদি না প'ড়তে চাও। ৬৬৩।

১৪।৯।১৯৪৮, বেলা ৯-৫৫

স্বার্থান্ধ হ'য়ে
শক্তির অসদ্ব্যবহার ক'রো না,
তোমার শক্তি
প্রতি-পারিপার্শ্বিককে যোগ্য ক'রে তুলুক—
সত্তানুকূলে,—সামর্থ্যে ;
ব্যক্তিত্ব বিস্তীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
স্বার্থ হ'য়ে উঠবে তুমি সবার,
সত্তা পরিপুষ্ট হবে স্বতঃই। ৬৬৪।

১৪।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

অটুট ইষ্টানুরাগী হও
সক্রিয়তায়,

হৃদয় ঝল্‌মলে হ'য়ে থাকুক,
দিশেহারা দিক্ পা'ক—
তোমার ঔজ্জ্বল্যে। ৬৬৫।

১৪।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

কপট ভালবাসা বা সহানুভূতিতে
ভাব ও ব্যবহারে যেমন তফাৎ,
কথায় ও কাজেও তেমনি ;
আর, সহৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ,
মোলায়েম-সুযুক্তিওয়ালা,
বাগানো-ফন্দীবাজীরও ছড়াছড়ি,
নেওয়ার চাইতে—
দেওয়ার সক্রিয় উদ্‌গ্রীবতার
নিরর্থক-লোকসানী ধান্ধাবাজীর
মহড়াও ক্ষীণ। ৬৬৬।

১৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নিতেই হয়—
তা'দিগকে দেওয়া বা দেওয়ার প্রশ্ন মনে ওঠা
পরপরালিভাব—
এমনতর যুক্তিবাজ যা'রা
তা'রা রক্তচোষা বাদুড়,
নয়তো, সর্ব্বনাশের পেয়াদা,
বুঝে না চ'লতে পারলে
বেদনা ও বেঘোরে পড়া অনিবার্য্য। ৬৬৭।

১৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫২

রুষ্ট হ'লেও দুষ্ট হ'য়ো না,
নিরাকরণ কর—যা' ক্ষয় ও ক্ষতির। ৬৬৮।

১৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫

ভালবাসাকে তা'রাই দুর্ব্বলতা ভাবে—
আত্মোৎসর্গ-শক্তি যা'দের দুর্ব্বল। ৬৬৯।

১৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১০

নরককে স্বর্গ ভেবো না—দম্ভে,
—ও শয়তানের। ৬৭০।

১৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, স্বার্থপর
শয়তানের আধিপত্য
না থাকলে—অন্তরে,
প্রিয়কে মর্ম্মাহত করা যায় না। ৬৭১।

১৪। ৯। ১৯৪৮, রাত্রি ৯-২২

সহ্য যা'র কম—
কষ্টও তা'র বেশী। ৬৭২।

১৫। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৭-১০

আস্থাহীন বিশ্বাসের
দোলায়মান চলন—
বহুমুখী, বিশৃঙ্খল। ৬৭৩।

১৫। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৭-২৮

আপনবোধে অন্যকে নিজের মত ক'রে দেখা—
আর, বিহিতভাবে তেমনি করা ও চলা—
ব্যবহার শেখার মক্‌সই ওখান থেকে। ৬৭৪।

১৫। ৯। ১৯৪৮, সকাল ৮টা

দুশমনীর প্রশ্রয়
শয়তানেরই আশ্রয়,
আর, তা' যমেরই আগমনী। ৬৭৫।

১৫। ৯। ১৯৪৮, বেলা ১০-১০

মিথ্যাকে সত্যের ছাঁচে ফেলে
স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নকরূপে
যা'রা ব্যবহার করে,
অথচ সত্যকে যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণ ক'রে
উপযোগিতার সহিত
ব্যবহার ক'রতে জানে না,
আর, ঐ দক্ষতার বাহাদুরী নিয়ে
ধন্য হবার অকাট্য প্রলোভন
এড়াতেই পারে না,—
তা'রা বিকৃতিজাত ক্রূরতাগ্রস্ত,
কু-স্পর্দ্ধী, অল্পবুদ্ধি, কুৎসিত। ৬৭৬।

১৫। ৯। ১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

নিন্দনীয় যা'
তা'র সম্বর্দ্ধনা বা সমর্থন—
তা'র স্থায়িত্বকেই শক্ত ক'রে তোলে,
নিরাকরণও কষ্টসাধ্য হ'য়ে ওঠে তত।৬৭৭।

১৫।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৫৫

ভাল যা'—
তা'র সমর্থন কর
সক্রিয়ভাবে,
সম্বর্দ্ধনা দাও আপ্রাণতায় ;
আর, এ যত ক'রবে—
কায়েমও হবে তা' তত—
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে তা'তে সবাই।৬৭৮।

১৫।৯।১৯৪৮, বেলা ১১টা

মন্দ যা' তা'কে নিরোধও ক'রছ না,
ভালকে সক্রিয় সমর্থনও ক'রছ না,—
তা'র মানে, মন্দই তোমার অভিপ্রেত—
তা' মুখ্যতঃই হোক
আর গৌণতঃই হোক।৬৭৯।

১৫।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

সেবা, সহানুভূতি, পরিপালন সবই পাচ্ছ,
বাস্তবে দুঃস্থ হওনি কখনো,
অথচ যা' হ'তে পাচ্ছ—
তা'কে সুস্থ রাখবার কষ্ট
বহন ক'রতে অলস-সামর্থ্য,
সত্যিকারের নারাজ,—অখুসী,
তা'কে বহন-সমর্থনে যে-কোন কথাই
তোমার অন্তরকে দলিত করে,—
স্বার্থগৃধ্নু, কূপমণ্ডুকী-অহং পেয়ে ব'সেছে তোমায়,
কৃতঘ্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না,
ওকে যদি পরিপোষণ কর—
পূতপ্রাপ্তিও ধিক্কারের হ'য়ে উঠবে—তা'তে।৬৮০।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১০

যা' ক'রছ,—যা' নিয়ে আছ—
তা'তে তুমি অসাড়-দায়িত্বশীল,—

অলসস্বার্থী, মন্থরাগ্রহী,
অর্থাৎ, তুমি কপট—তা'তে,
এড়ান-প্রকৃতিই সৌজন্য তোমার,
ফাঁকি দিচ্ছ তা'কে ;—
ফাঁকি কিন্তু অদূরেই ব'সে আছে—তোমার জন্য। ৬৮১।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫

চাও,—
কিন্তু ক'রবে না কিছু তা'র জন্য,
ফিরে দেখ—
ধিক্কার পেছু নিয়েছে তোমার। ৬৮২।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৮

দাবী ক'রবে,—
দাবী বইবে না—
দাবী কিন্তু দাবী সইবে না তোমার—
শিগ্গিরই। ৬৮৩।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১৫

তোমার ভালর জন্য
যে যা' ক'রছে—
তা' তো ক'রছেই,
তুমি কর—তা'দের ভালর জন্য,
যত পার, যেমন ক'রে,
তোমার পারাকে বাড়িয়ে তোল—
এমনি ক'রেই—আরোতে,
তোমার পাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
চ'লতে থাকবে—
অবাধে। ৬৮৪।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫০

যেখানে দিতে হবে—
তোমার যা' আছে তা' হ'তেই দিও—
যেমন পার ;
পাচ্ছ যা' হ'তে—
পরসহৃদয়তায়
তা'র মাথায় হাত বুলোতে যেও না,

মূর্খের মত নিজের পায়ে নিজেই
কুড়োল মারার বাহাদুরী কিন্‌তে যেও না।৬৮৫।

১৫।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৯

অপ্রকৃতিস্থ প্রণিধান
ভ্রান্ত সন্ধিৎসারই
পরিচালক।৬৮৬।

১৫।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩৫

হামেশাই যা'রা জিনিসের দোষ দেখে,
নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি দেখে না,
নিরাকরণ ও নিয়ন্ত্রণবুদ্ধি অঙ্গাঙ্গী নয় যা'দের,—
অজ্ঞতা
বিজ্ঞ ধৃষ্টতায় নিয়তই
জয় ঘোষণা ক'রে থাকে তা'দের ;
নাচতে না জানলেই উঠানের দোষ।৬৮৭।

১৫।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

যেখানে বোবা থাকা ভাল,—থাক,
তাই ব'লে, বেকুব হ'য়ো না কিন্তু,
আর, কুৎসিতকেও
বিস্তার লাভ ক'রতে দিও না—
যে কায়দায়ই পার তা'।৬৮৮।

১৫।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

অন্যকে ক্ষমা ক'রতে পার
খুবই ভাল,
কিন্তু নিজ খাঁকতিকে ক্ষমা ক'রতে যেও না,
খাঁকতি তোমাকে পেয়ে ব'সবে—
ঠিকই জেনো।৬৮৯।

১৫।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১২-১৫

অন্যের কুৎসিত ব্যবহার তোমার প্রতি যা'—
যত পার, সহ্য কর,
কিন্তু কুৎসিত যা' তা'কে প্রশ্রয় দিও না—

যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে,
নয়তো, তোমার সহনশীলতা
বন্ধ্যা হ'য়েই চ'লবে। ৬৯০।

১৫।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১২-২০

যা'রা দোষ বা ত্রুটির কথা বললে চ'টে যায়—
নিজেকে বিচার ক'রে নিশ্চয় হ'তে চায় না—
সংশোধন তো দূরের কথা,—
তা'দের দোষগুলি
অহং-এ দানা বেঁধে দাঁড়ায় ;
সংশোধনে উঠে-প'ড়ে না লাগলে
বিপর্য্যয় নিয়েই চ'লতে হবে তা'দের,—
বুঝে সংশোধন কর এখন থেকেই। ৬৯১।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৬-৫০

খরচ করবে লাভে—
শ্রেয়ে,
আর, দেওয়া-নেওয়া ভাবে। ৬৯২।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৬-৫৫

ভাবকালী ক'রতে যেও না—
ঠ'কবে নিজেই। ৬৯৩।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৬-৫৬

যা'র যে ভাব তা'ই ভাল—
যদি তা' সৎ-অনুকম্পী হয়। ৬৯৪।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৭টা

পয়সা উপায় ক'রতে হ'লেই—
ক'রতে হয়,
মানুষকে খুসী রাখতে হয় ;
আর, ধাপ্পাবাজীতে উপায় হয়—
ধাপ্পা পাওয়া। ৬৯৫।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-১০

নাড়ীর টানে মানুষ কী-ই না করে—
তা'র ইয়ত্তা নাই,
মা ছেলেপেলের জন্য কত কষ্টই করে—
কিন্তু হিসাব-নিকাশ নেইকো,
ধারও ধারে না তা'র,—
প্রীতি-প্রত্যাশা ব্যাহত না হয় যতক্ষণ।৬৯৬।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-২০

বিচ্ছেদই যদি চাও—
শ্রেয়-ঈপ্সিতের দোষ-ত্রুটি চিন্তা ক'রে
গুমরে থেকো,
সন্দেহ ক'রো একটু,—
আর, লোক থেকে
তা'র পরিপোষণ যা' পাও—
তা' নিও—পুষ্ট ক'রে তুলতে তাকে,
বাধা না দিয়ে, নিরোধ না ক'রে
এক-আধটু নিন্দেবান্দাও ক'রো,
চ'লোও তেমনি—একটু অকৃতজ্ঞভাবে,
ঈপ্সিতের কাছে হৃদয় খুলো না,
বেশী দেরী হবে না,—
বিচ্ছেদ অনিবার্য্য,—
নরক আপনিই আসবে হাসিমুখে।৬৯৭।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

যা' বদ্‌খত, বিচ্ছেদী
তা' বাদ দিয়েই চ'লো,—
আর, অমনতর 'বাদ'কেও বাদ দেওয়া ভাল।৬৯৮।

১৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০

শ্রেয়, ঈপ্সিত যিনি তোমার—
তাঁ'র সেবায়, পালনে, পোষণে, পূরণে—
স্বার্থের যা'-কিছু তাঁ'র,—
প্রত্যাশা না রেখে
তা'তেই যদি কেবল হ'তে পার,—
রঞ্জনা তোমাকে অঢেল ক'রে তুলবে,
সম্পদ তোমার সেবায় সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রাপ্তি অর্চ্চনা ক'রবে তোমায় ;
নয়তো, খাঁকতি যত, ব্যাহতিও তত।৬৯৯।

১৬।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২২

তুমি যেমন বৈশিষ্ট্যবানই হও না কেন,
সে-বৈশিষ্ট্য যে-ধৰ্ম্মীই হোক না কেন,—
শ্রেয়ার্থ-চলনে এগিয়ে চল তোমার মত—
তোয়াক্কা না রেখে আর কিছুতে,
পরমেষ্ঠী ঈশ্বরে কেবল হ'য়ে ওঠ ;
সেবায় পালন কর তাঁকে,
পোষণ কর তাঁকে,
পূরণ কর তাঁকে—
সব অন্তর দিয়ে—অকপটে ;
এমনি ক'রেই চল—অচ্যুত চলায়,
তিনি সব-কিছু থেকে
মুক্ত ক'রবেন তোমাকে—
এ ভগবানেরই বাণী। ৭০০।

১৬।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

যে নিজে বাগেনি কা'রও কাছে—
বাগাতেও জানে না কাউকে,
আর, যেভাবে যে বাগে—
সেই ভাবেই সে বাগায়। ৭০১।

১৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০

অপাত্রেতে মনের নেশা
থাকলে, দুঃখে হারাদিশা। ৭০২।

১৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৪২

যা'তে নির্ভর ক'রলে
সে পালে না, রাখে না বা বয় না—
সেই-ই অপাত্র। ৭০৩।

১৭।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

শিথিল অনুরাগ
এড়ানর পথই খোঁজে—
প্রায়শঃ। ৭০৪।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১৮

পালন-প্রবৃত্তিকে যে পালে না—
তা'র চরণও কেউ পোঁছে না
অর্থাৎ, চলনকে কেউ পোঁছে না। ৭০৫।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

যা'রা টাকা চায়
কিন্তু মানুষকে সহ্য করে না—
ঘেন্না করে,—
টাকাও তা'দের সহ্য করে না—
এড়িয়ে চলে,—
ঘেন্না করে।৭০৬।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

কৃপণ মানেই হীনমন্য, দৈন্যগ্রস্ত,
দুর্ব্বল, যোগ্যতাহীন ও স্বার্থগৃধ্নু।৭০৭।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৩

আর্ত্ত পতিতই
উদ্ধারে আগ্রহান্বিত বেশী।৭০৮।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৪২

সময়ের মাত্রায়,
কথায়-কাজে কা'রো মিল দেখলে পরে—
প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল-কাজে
তা'কে ব্যবহার করা সম্বন্ধে
বিবেচনা ক'রতে পার।৭০৯।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৫০

লোভে ম'জলে যুক্তিও মানে না,
নিষেধও মানে না,
ঠ'কতেই চায়—ঠ'কবেই।৭১০।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৫২

দৃষ্টি যা'র যে ভাবে,
চলনও তা'র তেমনি—
চিন্তাও তদনুরূপ।৭১১।

১৭।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

প্রীতি-প্রত্যাশার পরিপূরণ যেখানে যেমন—
মমতাও সেখানে তেমন ;
আবার, ব্যতিক্রমে বেদনাও তদনুরূপ—
দুর্ল্লঙ্ঘ্য, অদম্য।৭১২।

১৭।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৮

সেবা যেখানে স্বস্থ করে—
টাকাও সেখানে বলকারক—রসায়ন—
প্রতিক্রিয়ায়।৭১৩।

১৭।৯।১৯৪৮, বিকাল

অনুকম্পী সেবার অনুসরণই অর্থ।৭১৪।

১৭।৯।১৯৪৮, বিকাল

ধাউড়-ধাপ্পায় উপার্জ্জন
গুম্‌রে-গুম্‌রে বিপাককেই
ডেকে আনে।৭১৫।

১৭।৯।১৯৪৮, বিকাল ৬-৪৯

সতীত্বে যদি সৎসেবা ও সদ্ব্যবহার না থাকে—
যা' মেয়েদের ঔজ্জ্বল্য—
তা'তে জনগণকে
উন্নত ও বিজ্ঞই ক'রে তোলে।৭১৬।

১৭।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১২

সতীত্বে যদি সৎসেবা ও সদ্ব্যবহার না থাকে—
তা' অঙ্গহীন।৭১৭।

১৭।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-১৩

প্রবৃত্তি-সহ
শ্রেয়ে একানুরক্তিই
সতীত্বের সত্তাভূমি।৭১৮।

১৭।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২২

খায়, পরে,
কিন্তু পেট যে পোষে—
তা'কে যত্ন করে না,—
অলক্ষ্মীর আদিম বাসই ঐখানে।৭১৯।

১৭।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৪

প্রেম ও প্রাজ্ঞতা
প্রকৃতি-নিঃসৃত স্বতঃ-পদক—
যা'কে উপাসনা করে
উপাধি যা'-কিছু সব।৭২০।

১৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৮

পুরুষ অনুলোমক্রমে গুণব্যঞ্জনায় উপযুক্ত
যে-কোন নারীকেই
বিয়ে ক'রতে পারে,
আর, নারীও শ্রেয়ক্রমে
উপযুক্ত পুরুষকেই বিবাহ ক'রবে ;
এই হ'চ্ছে জন ও জাতির
সমুন্নত কল্যাণ-প্রবাহের মূল উৎস।৭২১।

১৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

উপযুক্ত নীতি-অনুসারে
বিবাহিতা যোগ্যা স্ত্রী
স্বামীকুলের সমানই মান্যা—
ক্রমপর্য্যায়ে।৭২২।

১৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪৫

উৎসে সেবা যেমন বাদ—
প্রতিষ্ঠাও তেমনি কাত।৭২৩।

১৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১১টা

অবস্থা বুঝে চেও,
অভাব বুঝে দিও।৭২৪।

১৮।৯।১৯৪৮, ভোরে

চাইতে হ'লে উদ্বুদ্ধ ক'রে—
স্ফূর্ত্তি দিয়ে,
আর, দিতে হ'লেই অভাবে, অবসাদে,
প্রয়োজন-ক্লিষ্টতায়—
যেখানে যা' যেমন প্রয়োজন।৭২৫।

১৮।৯।১৯৪৮, সকালে

বীজের দানা যেমন
পোনাও গজায় তেমন।৭২৬।

১৮।৯।১৯৪৮, সকালে

সমঞ্জসা সার
বীজের পুষ্টিদ্বার।৭২৭।

১৮।৯।১৯৪৮, সকালে

বোধিসত্ত্বই উপাস্য—
ব্যাধিসত্ত্ব নয় কিন্তু।৭২৮।

১৮।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪০

সত্তায় অহিংস হও,
শাতনে নয়।৭২৯।

১৮।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৪৫

বর্ণলোপ ভাল নয়,
কিন্তু তা'র বিকৃতি ও বিরোধ
না থাকাই ভাল।৭৩০।

১৮।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-১০

মমতামুখর শুভ-সমর্থনী সেবা—
আদানে-প্রদানে—
আত্মীয়তার নিবন্ধ।৭৩১।

১৮।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-২০

দিয়ে-থুয়ে দিলে খোঁটা
ছেঁড়ে আত্মীয়তার বোঁটা—
বিশেষতঃ দম্ভোক্তিতে।৭৩২।

১৮।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫

ঈশ্বর বহু—
তা'ও যেমন অপ্রাকৃতিক,—
সবাই সমান সব দিক দিয়ে
তা'ও তেমনি অস্বাভাবিক।৭৩৩।

১৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-২৩

তুমি যা'তেই সক্রিয় হ'য়ে না উঠছ—
স্বতঃ বা প্রতিক্রিয়ায় তোমার ভাবানুকম্পিতা
ক্রমে-ক্রমে তা'তে নিথর হ'য়ে উঠছে
দিনদিন কিন্তু,—
বোধও হ'য়ে উঠছে বর্ব্বর তেমনি।৭৩৪।

১৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-২৫

অন্তর্নিহিত অভিভূতি-আবেগই হ'চ্ছে নিয়তি—
যা' মানুষকে বৃত্তি-ভাবে অভিভূত ক'রে
তা'র রকমে চালিয়ে নিয়ে যায় ;
তাই, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?'—
যদি ইষ্টনেশা
প্রবল ও পরাক্রমী না থাকে।৭৩৫।

১৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৮টা

ভালবাসার তাৎপর্য্যই হ'ল—
শ্রেয়ের সঙ্গ, সেবা ও সুখসঙ্কল্পে লোভ
বা তা'তে প্রলুব্ধ হওয়া ;
আর, এর উল্টো যেখানে
তা'কে বরং বলা যায়—
কামলুব্ধতা বা কামবাসা।৭৩৬।

২০।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

পারিপার্শ্বিককে সহ্য করা,
পারিপার্শ্বিকের জন্য স্বাভাবিক স্বার্থত্যাগ,
তা'দের প্রতি সক্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষা ও প্রীতি

এবং অশুভকে নিরোধ,—
এই হ'চ্ছে লোকের সহজ সম্পদ,
আর, এর অভাব যেখানে যত—
ইতরতাও সেখানে ততটুকু সজাগ।৭৩৭।

২০।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-১২

প্রবৃত্তি যেখানে প্রধান—
স্বার্থক্ষুধা, বঞ্চনা, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা,
পরশ্রীকাতরতাও সেখানে তেমনি তাজা,
এক-কথায়—
ইতরামিও সেখানে সতেজ।৭৩৮।

২০।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-২৫

কুৎসিতচিত্ত কখনও
হৃদ্য আলাপ, হৃদ্য ব্যবহার ক'রতে পারে না,
তা'র কথা ও ব্যবহারে
বিচ্ছেদী মোড় থাকেই।৭৩৯।

২০।৯।১৯৪৮, বেলা ১১টা

পরিশ্রম কত
তা'তে কিছু আসে যায় না,
কত সময়ে কী করায়,
তা'র বাস্তব প্রস্তুতি কতখানি,
আর, জনগণের তা' প্রয়োজনীয় কতখানি,—
তা'তেই তো তা'র দাম—
নয়তো কী?৭৪০।

২১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

অন্তরায়-অতিক্রমী, সেবাসুন্দর,
সান্নিধ্যপ্রাণতা—
অনুরাগের আদিম অনুগতি।৭৪১।

২১।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যায়

বিকৃতিবশে মেয়েরা তখনই
নিজেদের পরাধীন মনে করে.
যখনই একমুখতা তা'দের
বহুমুখী প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ ক'রতে চায়—

যদিও তা'দের একমুখী বৈশিষ্ট্যে
তা'রা চিরন্তন স্বতঃ স্বয়ং-স্বাধীন।৭৪২।

২১।৯।১৯৪৮, সকাল ৯টা

শুধু ভোগলালসায় স্বামী-বরণ—
বিয়ে নয় সে, জ্যান্ত মরণ।৭৪৩।

২১।৯।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

স্বামী-স্বার্থী প্রবৃত্তি যা'র—
প্রজ্ঞা অবাধ হয়ই তা'র।৭৪৪।

২১।৯।১৯৪৮, বেলা ১০টা

তোমার পারগতা যদি অন্যকে
সমর্থ না ক'রে অপারগই ক'রে তুল্‌ল—
সে-পারগতা তোমার নিরর্থক,
কল্যাণ-ব্যাহত ;
দেখ, কী নিয়ন্ত্রণে
তা'কে লোক-কল্যাণী ক'রে তুলতে পার।৭৪৫।

২২।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

কাজ ক'রতে পারতপক্ষে
অন্যের সাহায্য নিতে যেও না—
সময়ে লক্ষ্য রেখে,
ওতে বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি দুইই বাড়বে,
নয়তো দিন-দিনই
মূঢ়কর্ম্মা হ'য়ে উঠবে।৭৪৬।

২২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১২

যা'ই কর—ক'রবে গোড়া ঠিক রেখে,
তা'রই সার্থক পরিপূরণে,
নয়তো, অতি ভাল করাও
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে।৭৪৭।

২২।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

শ্রেয়গৌরবী সৎসেবায়
মানুষকে শ্রদ্ধা ও গৌরবের
অধিকারী ক'রে তোলে ;

তা' সবারই পক্ষে—
মেয়েদের বিশেষতঃ।৭৪৮।

২২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১০

মানুষ দুৰ্ব্বল, অশক্ত যত বেশী—
সাহায্যও তা'র তত প্রয়োজন,
চর্য্যা ও শুশ্রূষাও তদনুরূপ,—
তবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভূমি বজায় রেখে।৭৪৯।

২২।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২০

শ্রদ্ধা-নেশা যেমন যা'তে
চালচলনও তদনুপাতে।৭৫০।

২৩।৯।১৯৪৮, ভোরে

অচ্যুত, অকৃত্রিম, সক্রিয় ইষ্টাচারই
মানুষকে বাড়িয়ে তোলে—
জীবনে, সৌন্দর্য্যে, বৰ্দ্ধন-প্রতিষ্ঠায় ;
আর, স্বেচ্ছাচার দাম্ভিক দৌৰ্দ্দণ্ড্যে
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিধ্বস্তই ক'রে তোলে।৭৫১।

২৩।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-২৫

দোষবিচ্যুতির কথা
যেখানে ব'লতে হয় ব'লো—
তা' বেশ ক'রেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে,
কিন্তু যা'কে ব'লছ
তা'কে দোষী ক'রে তুলো না,
নজর রেখো বেশ ক'রে—
যেন সে সামর্থ্য পায়,
রেহাই পেতে পারে তা' থেকে—যত্নে।৭৫২।

২৩।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৬

সহজ বৈধানিক সংস্থিতির
লাক্ষণিক পরিচয় হ'ল—
স্বাভাবিক আচার
ও সহজ চারিত্রগত গুণব্যঞ্জনা—
বংশ ও ব্যক্তিগত।৭৫৩।

২৪।৯।১৯৪৮, সকাল

অভিমান কোথাও ভাল নয়কো,
অচ্যুত অভিধ্যানী হওয়া ভাল—
তা' সব ক্ষেত্রেই।৭৫৪।

২৪।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৫

সৎ-এ অচ্যুত জেদের তোড়
বাড়িয়ে তোলে জীবন-জোর।৭৫৫।

২৪।৯।১৯৪৮, বেলা ১১টা

ভাব ও তদনুপাতিক ভঙ্গী কর,—
বোধও পাবে তেমনি।৭৫৬।

২৪।৯।১৯৪৮, বিকাল ৩-৪০

বহুত্বে একদর্শী, প্রাজ্ঞ—
অথবা ঐশী-গুণব্যঞ্জক যাঁ'রা
সহজ সক্রিয় চলায়—
তাঁ'রাই দেবতা।৭৫৭।

২৪।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টা

সব সক্রিয়ভাব বা কর্ম্মেরই একটা জ্বল্‌তা আছে;
যা' সৎপ্রধান তা' স্থায়ী—দীপক,
যা' অসৎপ্রধান
তা' সহজেই জ্ব'লে নিঃশেষ হ'য়ে যায় ;
তাই. যা' কর—
সৎকে ভিত্তি ক'রেই চল,
ঔজ্জ্বল্যও আরো হ'য়ে চ'লবে—
সম্বর্দ্ধনায়।৭৫৮।

২৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

মানুষের ধনসম্পদ বহুতই থাকতে পারে,
বা সে নগণ্য গরীবও হ'তে পারে,
কিন্তু যা'র শ্রেয়-প্রেয় নাই—
প্রীতি-প্রত্যাশা যা'র ব্যাহত—
সে কিন্তু সর্ব্বহারা—সর্ব্বতোভাবে,
সত্তা তা'র সন্তাপ-দুস্তরে,—
ফাঁকা.—হু-হু করে।৭৫৯।

২৪।৯।১৯৪৮. রাত্রি ৯-৪২

ম'রো না, মেরোও না,
পার তো মৃত্যুকে চিরমরণে
নিঃশেষ ক'রে দিও।৭৬০।

২৫।৯।১৯৪৮, বিকাল

মন্দ বা কুৎসিতকে ভালতে ন্যস্ত কর—
যা'তে সে ধীরে-ধীরে ভাল হ'তে পারে—
ভাল'র সশ্রদ্ধ সহবাসে।৭৬১।

২৪।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

কর,—
তীক্ষ্ন আগ্রহে লক্ষ্য রেখে চল—
কত কম সময়ের ভিতর
তা' সুসম্পন্ন ক'রতে পার
নিখুঁতভাবে,
আর, অভ্যস্ত হও তা'তে ক্রমশঃ,
অভিনন্দিত হবে—যোগ্যতায়।৭৬২।

২৬।৯।১৯৪৮, সকালে

তোমার দায়িত্বকে অন্যের উপর বরাত দিয়েই
নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেও না,
অমনতর নির্ভর ক'রতে যেও না,
বরং দরকার হ'লে অন্যকে
নিয়োগ ক'রতে পার তা'তে—
কঠোর সক্রিয় সমীক্ষায়
নিয়ন্ত্রণী বল্‌গা হাতে ক'রে,
তা'তেও হয়তো কৃতকার্য্য হ'তে পার—
নয়তো, বৃথা প্রত্যাশায় হয়রাণও হবে,
বঞ্চিতও হ'তে পার।৭৬৩।

২৬।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

দেওয়ায় যে দরদী তোমার—
সে কিন্তু জয়ের,
নেওয়ায় যে দরদী তোমার—
সে কিন্তু ক্ষয়ের।৭৬৪।

২৭।৯।১৯৪৮, সকাল ১০-৩০

ভগবানকে দেওয়া মানেই—
অসৎকে ক্ষয় ক'রে
সৎ-এ অভিদীপ্ত হওয়া,
আর, তাঁর কাছে চাওয়া বা নেওয়া মানেই—
অসৎকে পরিপুষ্ট করা।৭৬৫।

২৭।৯।১৯৪৮, বিকাল

যে ঈশ্বরের একত্বকে অস্বীকার করে,
পরিপূরণী পূর্ব্বতন প্রেরিতগণকে
অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপুরুষগণকে অস্বীকার করে,
বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপূরণী বর্ত্তমান ঋষিকে
অস্বীকার করে,—
আর্য্যেরা তা'কে ম্লেচ্ছ ব'লে থাকে।৭৬৬।

২৪।৫।১৯৪৭

করতে দরদ যা'তে যেমন
মমতাও রয় তাতে তেমন।৭৬৭।

২৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১টা

কষ্টের ভিতর-দিয়ে যা' নিষ্পন্ন ক'রতে হয়,
মমতাও কিন্তু তা'তে তেমনি।৭৬৮।

২৭।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১-২

যে তোমার কাছে অন্যের নিন্দা ক'রছে—
নিন্দারই জন্য, নিরাকরণে নয়কো,
সে তোমার নিন্দাও অমনি ক'রেই
অন্যের কাছেও করে কিন্তু—
ওরই ভিতর-দিয়ে কিছু বাগিয়ে নিতে ;
মানুষই সে ঐ রকমের,—নজর রেখো,
সাবধান থেকো, সায় দিও না,
পারতো, অন্যকেও সাবধান ক'রো।৭৬৯।

২৮।৯।১৯৪৮, দ্বিপ্রহর

যা'রা সহানুভূতি চায়—

সহানুভূতি দেয় না কা'কেও বাস্তবে,
সেবা ও শান্তি দেওয়া দূরের কথা

বিপাকে বিপর্য্যয়ই সৃষ্টি করে,—
তা'রা স্বার্থ-সন্ধিৎসু, স্বল্প-ধী,
মোটের 'পর
অতৃপ্তিভাজনই হ'য়ে থাকে তা'রা
অনেকের কাছে,
ভাবে—সব সময়ই তা'রা নিরপরাধ,
দুর্দ্দশা এদের সাথের সাথী,
শোধরানোর তোয়াক্কা এরা কমই রাখে,
তাই, সহজ জীবন তা'দের সঙ্কীর্ণ।৭৭০।

২৮।৯।১৯৪৮, দ্বিপ্রহর

বোঝ যা' ভাল নয়—
তা' করা হ'তে আগে তুমি
নিজেই বিরত হও,
সাথে-সাথে অন্যকে বোঝাও, বল ;
ভাল কি মন্দ যা' জান না—
তা'তে জেদ ক'রতে যেও না ;
এতে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল হবে—
প্রত্যাশা করা যায়।৭৭১।

২৮।৯।১৯৪৮, দ্বিপ্রহর

পেলে খুসীতে ধন্য হ'য়ে ওঠে
অথচ চাওয়া-বাই পেয়ে বসে না,—
মানুষের কাছে বলে—মস্‌গুল হ'য়ে,
আত্মপ্রসাদের সক্রিয় কৃতজ্ঞতায়
তৃপ্তও হয়, দীপ্তও হয়,
প্রতিক্রিয়ায়, করার আকূতি
চকিত-সন্ধিৎসায়—
সুখ-উদ্দীপনায় চ'লতে থাকে,
ক'রে ধন্য হবার লালসায়,
কৃতার্থ হ'তে,—অকপটে,—
নিষ্ঠাপ্রবণ এ-স্বভাব যা'দের ভিতর
কিছু-না-কিছু আছে
তা' দরিদ্রতার প্রতিষেধী—অনেকখানিই।৭৭২।

২৮।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২০

যেমন কথায়, যেমন ব্যবহারে
মানুষ স্ফূর্ত্তি পায়,

কাজ নির্ব্বাহ হয়,
সেবা ও সমীক্ষায় তেমনতর ক'রে
যে চ'লতে পারে—
সে কিন্তু সত্যিকারের চালাক মানুষ,
দাম্ভিক এলোধাবাড়ি চলৎশীল যা'রা
তা'রা বেকুবই কিন্তু—
ফলে।৭৭৩।

২৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৭-৫৬

করার ভিতর-দিয়েই
চরিত্র এস্তামাল হয়—
কথায়, ব্যবহারে, চলায়—
সুষ্ঠুতায়।৭৭৪।

২৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৮টা

লাখ বোঝ, লাখ জান,
করায় যদি
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে না পার—
তা' কিন্তু সবই মূঢ়।৭৭৫।

২৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

মেয়ে-মহলে থাকতেই যে অভ্যস্ত—
সম্বলই তা'র বাহাদুরীপূর্ণ
প্রীতি-ঘোম্‌টায় বিহ্বল কামানুগত্য,—
যদিও সে বাহাদুরী
প্রায়শঃ প্রমাণহীন—বাস্তবে।৭৭৬।

২৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৬

সশ্রদ্ধ নেশা যা'তে যেমন—
চরিত্র-চলনও তেমনি,
পেশাও তেমনতর—প্রায়শঃ।৭৭৭।

২৯।৯।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

সম্মানযোগ্য ব্যবধান—
শ্রদ্ধাবোধ ও চরিত্রোৎকর্ষের
আলোকসেতু।৭৭৮।

২৯।৯।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

দৈববাণী মানে দীপ্তবাণী—
যে-বাণী অন্তরে প্রকাশিত হ'য়ে
আবছা, অজ্ঞাত যা'-কিছুকে
আলোকিত ক'রে তোলে,
বোধসমীক্ষায় নিয়ে আসে,
জানার পাল্লায় এনে দেয়।৭৭৯।

২৯।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-১০

দুর্ব্বলতা মানেই—
সন্ধিৎসাহারা শ্লথ বোধি,
অনুশীলনে অবজ্ঞা বা অল্পতা।৭৮০।

২৯।৯।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩০

সমঝে দেখ—
কে বা কা'রা তোমাকে পছন্দ করে না,
কেন? ত্রুটী কোথায়?
আত্মনিয়ন্ত্রণে
যত্ন কর তেমনতর চলনে, চ'লতে—
যা'তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে তা'রা
পছন্দ ক'রতে তোমাকে,
তা'দের স্বার্থ ও সন্দীপনার
এমনতর ক্ষেত্র হ'য়ে ওঠ তুমি—
তোমার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে—
যা'তে তা'দের জীবনে তোমার খোঁজ
অকাট্য হ'য়ে ওঠে;
তবেই তো তুমি অব্যর্থ।৭৮১।

২৯।৯।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭টা

যা'রা মূর্ত্ত-ব্যক্ত-সদগুরুকে উপেক্ষা ক'রে
তিরোভূত পূর্ব্বতন
বা অব্যক্ত-দেবতা বা ঈশ্বর—
যাঁ'রই উপাসনা করুক না কেন,
ব্যর্থ তো তা'রা হয়ই—
বিগতদিগের জাগ্রত-বিভার
কেন্দ্রায়িত-ব্যক্ত-মূর্ত্তি সদগুরুকে
উপেক্ষাবদলনে
নিজ-সত্তার মূঢ়-গুন্ঠিত অভিসম্পাতে
অজ্ঞতাভিভূত হ'য়ে

ব্যর্থতায় আত্মনিমজ্জন ক'রে,
কিন্তু আচার্য্য বা সদগুরুতে
অচ্যুত-আনত-শ্রদ্ধায়
তাঁদের যাঁরই
উপাসনা করুক না কেন—
তাই-ই সার্থকতায় উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। ৭৮২।

৩০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৪৫

ঋত্বিকই হোন, পুরোহিতই হোন,
আর, যে-কোন মন্ত্রে বা যে-কোন দেবতায়
আচারবান শিষ্ট, সাধু,
দীক্ষাদাতা গুরুই হোন না কেন—
কিংবা যাঁরা নিজেকেই সদ্‌গুরু
বা সিদ্ধ-তাপস আখ্যায় আখ্যায়িত করেন—
কাপট্য-অবগুন্ঠনে,—কায়দায়,—
সিদ্ধ চরিত্রখ্যাত না হ'য়েও—
দীক্ষা বা উপদেশ দেবার সময়
যজমানকে যদি তাঁরা
বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ না করেন—
জীবন্ত বা জীবনে জীবন্ত হ'য়ে আছে এমনতর
সদ্‌গুরু সান্নিধ্যলাভে ও তাঁর অনুসরণে,—
বুঝে নিও, ওসব ভূয়ো—
অযথা স্বার্থসন্ধিক্ষুতা ছাড়া কিছুই নয়,—
তা'রা গণপাতক ;
কিন্তু কৃষ্টি-সংরক্ষার্থ যিনি বা যাঁরা
উপদেশ দিয়েও—
আদর্শে, সদ্‌গুরুতে—
পূর্য্যমাণ সহজ ভাগবত মানুষে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন,—
তাঁর খোঁজে এবং অনুসরণে
অর্থাৎ তাঁকে জানতে,—
তাঁরা শিষ্ট ও পালনীয় ব'লেই মনে রেখো।৭৮৩।

৩০।৯।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৭

আগত যিনি উপস্থিত—
তাঁতে অচ্যুত, সশ্রদ্ধ আনতির ভিতর-দিয়ে
চাও তো,—বিগতের আরাধনা কর
বা ঈশ্বরের উপাসনা কর,
কারণ, সমস্ত বিগতের

জমায়েত জাগ্রত চেতনায় আরো—
ঐ আগত,
সার্থক হবে উচ্ছলতায়।৭৮৪।

১।১০।১৯৪৮, সকাল ৫টা

আগত যিনি, উপস্থিত যিনি—
তাঁর বিগতিতে বা তিরোভাবে
তাঁর বংশে যদি
তাঁতে অচ্যুত, সশ্রদ্ধ, আনতি-সম্পন্ন,
প্রবুদ্ধ-সেবাপ্রাণ,
তৎবিধি ও নীতির সুষ্ঠু পরিচারক ও পরিপালক,
সানুকম্পী-চর্য্যানিরত, সমন্বয়ী, সামঞ্জস্য-প্রধান,
পদানির্লোভ, অদ্রোহী, শিষ্ট-নিয়ন্ত্রক,
প্রীতিপ্রাণ—
এমনতর কেউ থাকেন,—
তাঁরই অনুগমন ক'রো,
কিংবা, তা'ও যদি না পাও—
তবে তাঁর কৃষ্টিসন্ততির ভিতর
অমনতর গুণসম্পন্ন যিনি
তাঁরই অনুগমন ক'রো—পারম্পর্য্যে,—
যতক্ষণ আবার আগতের অভ্যুত্থান না হয় ;
ঠ'কবে না—
শিষ্ট-সমন্বয়ে সম্বর্দ্ধনাও পাবে।৭৮৫।

১।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৫৫

যেখানে অগ্নি,—
উত্তাপও সেখানে তদনুপাতিক—প্রায়শঃ,
তাই অচ্যুত, সক্রিয় শ্রদ্ধানতি
যেখানে আছে—
অনুসরণও সেখানে
তেমনতরই স্বতঃ,
আর, তদনুপাতিক গুণসমন্বয়ও তেমনি।৭৮৬।

১।১০।১৯৪৮, সকাল ৮টা

বংশ মানে কিন্তু শুধু
নিজ ঔরসজাত সন্তানই নয়,
যে-মূল হ'তে নিজে বিসৃষ্ট—
তা' হ'তে যা'রা সৃষ্ট—

তা'দিগকেও সপর্য্যায়ে—অনুক্রমে
বংশানুক্রমিকতায়ই গণনীয়।৭৮৭।

১।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

যাঁ'কেই অনুগমন ক'রবে,
তা' ততক্ষণ পর্য্যন্ত—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
আদর্শের নীতিবিধি দেদীপ্যমান তাঁ'তে—
অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনায়—
সক্রিয়তায়,
এর ব্যত্যয়ে
অঘটন ঘ'টতে পারে কিন্তু—
এ কিন্তু সাধারণতঃ সবারই পক্ষে।৭৮৮।

১।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৫৫

যা'র মন বা মস্তিষ্ক
ভগবান বা ভাগবত মানুষের
ছাপে ছুপিয়ে ওঠেনি,—
তা'র ছাপে বা ছোপানতে
মানুষ সংবদ্ধ তো হয়ই না—
সংবোধিত ও সম্বৰ্দ্ধিতই বা হবে কি ক'রে?
অবজ্ঞা ও ভ্রান্তি
সে-মানুষকে বিভ্রান্তই ক'রে তোলে,
আর, তা' বিধ্বস্তিকেই আমন্ত্রণ করে—
যেমনই জলুস হোক না কেন তা'র।৭৮৯।

১।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-৩৫

ফলে বাড়ে বল
ভক্তিতে বাড়ে কল।৭৯০।

১।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-৫০

যে-ধৃতি
কৰ্ম্মে মূৰ্ত্ত হ'য়ে সক্রিয়তায় চলে
সেই তা'র ধৰ্ম্ম,
ধৰ্ম্ম মানে
শুধু ধারণা বা বোধ নয়কো—
তদনুপাতিক কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

বাস্তবে পর্য্যবসিত করা,
কর্ম্মে প্রবৃদ্ধ ক'রে তোলা—বাস্তবে,
"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"।৭৯১।

১।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-২৬

মাত্রানিয়ন্ত্রণী-বুদ্ধিসংযুক্ত
সামর্থ্যই যোগ্যতা,
আর, তাই-ই শক্তি।৭৯২।

২।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-২৫

তোমার মাথা স্ত্রী-পরিবারেই
লেগে আছে কিন্তু,
দেখাচ্ছ,—চ'লছ গুরুর নামে—ঐ বাহানায়—
তাঁকে উপচয়ে না রেখে,
তুমি দৈন্যের হাত থেকে বাঁচবে কি ক'রে? ৭৯৩।

২।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়—
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—
সজাগ ক'রে রাখতে অভ্যস্ত হও,
সাথে-সাথে চটপটে হ'তে থাক—
সক্রিয়ভাবে,
আর, এ পারবে তত বেশী—
যতই তুমি আবেগে
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে,
এতে বিক্ষিপ্ত হ'বে না,—
বরং সংগ্রাহী হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
বোধ তীক্ষ্ণ হ'য়ে রইবে,—
চলনও হবে ক্ষিপ্র—অনেক।৭৯৪।

৩।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪০

ইন্দ্রিয়গুলির তাক্-বোধও যেমন—
অনুভবও ততটুকু ক্ষিপ্র।৭৯৫।

৩।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

প্রিয় যত আওতার বাইরে—
দুশ্চিন্তার দম্ভও সেখানে তত বেশী।৭৯৬।

৩।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

তোমার ছাত্র কী বলে, শোনো—
আগ্রহে, কৌতূহলে,
তা' যদি তা'র জানার অনুকূলে হয়
তা'কে উৎসাহ দাও—বুঝিয়ে ;
আর, যদি তা' না হয়,
তা'ও বোঝাও তা'কে—
সহজ ক'রে দাও—উদ্দীপনায়,
শিখবার ক্ষুধা বেড়ে যাবে ;
শিক্ষা বা শিক্ষকে
বীতস্পৃহ হ'তে দিও না কিছুতেই।৭৯৭।

৩।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২৫

যে-শোষণ সত্তার পোষক—
তা' শোষক হ'লেও তোষক ;
আর, যা' সত্তাকেই
ক্ষয়ে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
যতই রুচিকর হোক না কেন,
তা' কিন্তু শোষক—তাৎপর্য্যে।৭৯৮।

৩।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২০

যদি পেতে চাও—
তবে যা' দেখছ
তা'র অন্তরে কী আছে তা' দেখ—
সক্রিয়তায়,
বাস্তবে আরো ক'রে,
আরোর ক্রমে,
পাওয়ার পক্ষপাতিত্বে
অমৃতও মিলতে পারে।৭৯৯।

৩।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

উদ্দেশ্য উপায়কে ততক্ষণই সমর্থন করে,—
যতক্ষণ উপায়

তা'র সহযোগী হ'য়ে চ'লতে থাকে—
তাৎপর্য্যে,
আর, সেখানে এটা তেমনি সৎ বা সুষ্ঠু।৮০০।

৩।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫

তোমার প্রবৃত্তি যেমনই থাক না কেন—
তা' যদি সৎ-নিয়ন্ত্রিত না হয়—
তবে সত্তাকে সে
সাবাড়ে পরিচালিত ক'রবেই কিন্তু।৮০১।

৩।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১১টা

মানের দাবী ক'রো না,
করার ওজনকে বাড়িয়ে তোল—
সেবায়, সংরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে,
মান অযাচিতভাবে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রবেই কি ক'রবে—
প্রতিষ্ঠা নিয়ে।৮০২।

৪।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

কৃতঘ্নে প্রণয়—
নিরয়েরই উৎস।৮০৩।

৪।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-৩৫

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা
শ্রেষ্ঠস্বার্থী না হ'য়ে উঠছি
সব দিক দিয়ে,
সব ছাপিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সংস্থিতি
সুদৃঢ় হওয়াই মুশকিল,
শিষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হওয়াই মুশকিল।৮০৪।

৪।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৫

যে-ক্ষেত্রে, যে-তাৎপর্য্যে, যে-পর্য্যালোচনায়
যে বস্তু বা ব্যাপারের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিকে
বিশিষ্ট ও উদ্ভিন্ন ক'রে
বোধের পাল্লায় এনে
পুনঃ-পুনঃ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষণে
একই ফলে উপনীত হওয়া যায়—

সেইগুলি হ'চ্ছে
তা'র মরকোচ, নীতি ও বিধি—
তা'কে জানবার, ক'রবার বা পাবার ;
আর, ঐ হ'চ্ছে
সেই ব্যাপার বা বিষয়ের জ্ঞান,
আর, তা-ই তা'র শাস্ত্র।৮০৫।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৫

পুনঃ-পুনঃ পর্য্যালোচনায়
উদ্ঘাটিত বিধিনীতি—
যা'র যথোচিত অনুসরণে
সমীক্ষা, সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনা আসে—
তাই-ই শাস্ত্র ;
তাই, শিষ্ট যাঁ'রা—তাঁ'রাই হ'চ্ছেন
শাস্ত্রের হোতা—উদ্গাতা।৮০৬।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১০

শাসিত যিনি—সর্ব্বতোভাবে—স্বতঃ,
তিনিই প্রবুদ্ধ, প্রাজ্ঞ,
আর, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য তাঁ'তেই মূর্ত্ত,
তাই, তিনিই অনুসরণীয়।৮০৭।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১২

যে-ব্যাপারে, যে-অবস্থায়
যা'র যে শাস্ত্র-অনুজ্ঞার প্রয়োজন,—
বিবেচনা ক'রে তা'তে তেমনিভাবে
অনুশাসিত হ'লেই—
শাস্ত্র সার্থকতা নিয়ে আসতে পারে ;
আর, শাস্ত্র-প্রয়োগের তাৎপর্য্যও তাই।৮০৮।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪২

থাকার ভাব বা অস্তির ভাব
অন্তরে পরিপোষণ ক'রে চলাই
আস্তিক্যবুদ্ধির তাৎপর্য্য।৮০৯।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

অবস্থা ও রকমারিকে সব রকমে দেখে,
তা'র সাম্য সত্তাকে প্রণিধান ক'রে,
যে বোধ, জ্ঞান ও অনুশাসন
অভিব্যক্ত হ'য়েছে—বহুদর্শিতায়,—
তা'ই হ'চ্ছে বেদ—জ্ঞান
বা প্রত্যক্ষীভূত জানা,
আর. তা' গ্রথিত আছে যা'তে,
লিপিবদ্ধ আছে যা'তে—
সেই গ্রন্থকেও বেদ নামে অভিহিত করা হয় ;
তাই, যা'রাই বিদ্যোৎসাহী
তা'দের পক্ষে তা' স্বতঃ-স্বীকার্য্য—
ওকেই আপ্তবাক্য বলে ;
আপ্তবাক্য মানেই হ'চ্ছে প্রাপ্তবাক্য—
যা' পাওয়া গেছে সেই বিষয়ের কথা। ৮১০।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৮

বেদের পন্থা, মরকোচ এবং প্রয়োগ—
যা' দিয়ে বা যা'র পরিচালনায়
বা পর্য্যালোচনায় বা পরিপালনায়
তা'র তত্ত্বে বা তাহাত্বে উপনীত হওয়া যায়
বা জানা যায়—যে-আচারে—
সেই হ'চ্ছে বেদের বা জানার
পন্থানির্দ্দেশক ইঙ্গিত,—
যা'কে সাধারণতঃ বেদসংহিতা ব'লে
অভিহিত করা হয়;
তা' মেনে চ'ললে বা অমনতর অনুসরণে
সেই তত্ত্ব বা সত্যে
উপনীত হওয়া যেতে পারে ব'লেই
ওকে মেনে চলার সার্থকতা;
এই সংহিতাকেই কর্ম্মকান্ড বলে। ৮১১।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১৫

সত্তার চাইতে অভিমানের
দায় যা'দের বেশী—
তা'রা দুঃখ ও আপসোসের
ভাগীই হয়—সাধারণতঃ। ৮১২।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

মনে রেখো, সব ব্যাপারে—
সব সময় তুমি
সবারই প্রয়োজনীয় নাও হ'তে পার—
প্রগাঢ় প্রীতিতেও,
তাই, প্রয়োজনের বিশেষত্ব বিবেচনা ক'রে
তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রো—
স্বাভাবিকভাবে,—
দ্বন্দ্ব হ'তে রেহাই পাবে—অনেক। ৮১৩।

৪।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৮

রাজা বা রাষ্ট্রে আনুগত্যই যদি চাও—
তবে প্রথমেই কৃষ্টি বা উৎকৃষ্টে
আনুগত্য স্বতঃ ক'রে তোল,
তবেই তা' সম্ভব ;
যেখানে কৃষ্টিতে, উৎকৃষ্টে বা বৈশিষ্ট্যে
অনুগতি বা অভিবাদন নেই,—
সেই রাষ্ট্র, রাজা বা রাজত্ব
ভূতের বাসা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ৮১৪।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০

কৃষ্টি যদি স্বভাবকে শাসন না করে,
স্বভাব যদি কৃষ্টিতে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত না হয়—
তা'কে আপনার ক'রে না নেয়,
স্বীকার না করে,—
উৎকর্ষ
বিকৃতিতেই যে অন্তঃশায়ী—
তা'তে কি কোন দ্বিধা আছে? ৮১৫।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৫

কৃষ্টিশাসিত সমাজ
রাষ্ট্রের রাজমুকুট। ৮১৬।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৮

স্বাধীন যদি হ'তে চাও
তা' উৎকর্ষের দিকেই—অবাধে,
সাথে-সাথে যদি অপকর্ষকে
নিরুদ্ধ না কর,—

উৎকর্ষ ঠাট্টায় অপনোদিত হবে—
তা' সহজেই অনুমেয়। ৮১৭।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

যা'র ভিতর-দিয়ে—
পরিশুদ্ধভাবে গণ গজিয়ে ওঠে,
সেই অনুশাসনী নিয়ন্ত্রণই প্রজাতন্ত্র ;
মোট কথা, প্রজাতন্ত্র মানেই হ'চ্ছে
সংঘতন্ত্র বা বর্ণানুগ সমাজতন্ত্র—
যা'র অনুশাসনে শাসিত হ'য়ে
জনগণ
বিশুদ্ধভাবে গজিয়ে উঠতে পারে—
প্রতিপ্রত্যেকে নিজের বৈশিষ্ট্য
ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে—সম্বর্দ্ধনার পথে,
প্রত্যেকটি সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্যানুশাসিত,
সক্রিয় স্বার্থ-সহযোগিতায়—
প্রত্যেকটি বিশেষ নিয়ে,
কৃষ্টি ও আদর্শের পথে চ'লে—
প্রত্যেক বৈষম্যের সাম্য-সহযোগিতায়
রকমারিতে
একতান্ত্রিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুশাসিত ক'রে,
সেই এককে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণে
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
নিরন্তর ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেকে নিরন্তর হ'য়ে,
আর, প্রজাতন্ত্রের প্রাণই ওখানে ;
আবার, গণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিপর্য্যয়ে
সুনিয়ন্ত্রিত জমিদারী প্রথা
একটা সংঘাত-সঙ্কোচক সংস্থার মতই
কাজ করে। ৮১৮।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৫৫

প্রজা মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টরূপে জাত—
সর্ব্বসম্ভাব্য উদ্বর্দ্ধনী সার্থকতায় ;
আর, প্রকৃষ্ট জন্ম পেতে হ'লেই চাই—

প্রজনন-পরিশুদ্ধি—
সর্ব্ব-সম্ভাব্যতার বৈধানিক সংস্থিতিতে। ৮১৯।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

যা' নিয়ে তুমি,—
যা'তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,—
তা'র সব যা'-কিছু সমেত
তুমি উৎকর্ষে অবাধ, সুনিয়ন্ত্রিত,
নিরুদ্ধ-অপকর্ষী হ'য়ে নিরন্তর হ'চ্ছ—
পরিরক্ষিত হ'য়ে
পরিপালিত হ'চ্ছ, পোষিত হ'চ্ছ
ও পূরিত হ'চ্ছ
স্বতঃ প্রদীপ্তিতে—পরস্পরে,—
বুঝো, তুমি তখনই স্বাধীন—
আছ সত্তা-রাজত্বে—
সাগ্নিক অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে। ৮২০।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

পিতা বহু হ'লেও
পিতৃত্ব যেমন এক—
দয়াবান বহু হ'লেও দয়া এক
চিরদিনই ;
সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও তেমনি—
বহু হ'লেও পুরুষত্বে এক,
আর, তা' অদ্বিতীয়। ৮২১।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

মানুষ প্রত্যেকেই এক,
কেউ অন্যের মত নয়কো,
তাই, তা'র প্রবণতাও হ'চ্ছে
বহুত্বের ভিতর সেই একেরই অনুসন্ধান,
আর, এই অকপট অনুসন্ধানই
তা'কে মিলিয়ে দেয় পরিণামে—
নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্য-স্পর্শ
প্রজ্ঞা-সার্থক সমাবেশী ব্রাহ্মী-দীপ্তি
তা'কে অভিনন্দিত ক'রে

সত্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
এই তো কথা। ৮২২।

৫।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

মানুষের একক,
পারিপার্শ্বিকের সহযোগহারা হ'য়ে থাকা
অস্বাভাবিক—অসম্ভব—
সব দিক দিয়ে ;
তাই, পারস্পরিক সহযোগী
সংরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ যেমন
প্রত্যেকের নিত্য করণীয়—
দুঃস্থিকে ব্যাহত ক'রে,—
নিজেরই জন্য অপরের,
তেমনি প্রত্যেক দেশ বা প্রদেশেরও
পারস্পরিক প্রতিপ্রত্যেকের সংরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ
সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়—
অপকর্ষকে নিরোধ ক'রে ;
তা' না হ'লে কা'রও সত্তাই
স্বতঃ হ'য়ে থাকতে পারে না,
সম্বর্দ্ধিতও হ'তে পারে না—
শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে ও সৌকর্য্যে ;
দেশ বা প্রদেশেরও দৈনন্দিন তাই করণীয়—
যা'তে তা'র পারিপার্শ্বিক
সর্ব্বতোভাবে সব দিক দিয়ে
সুষ্ঠু সম্বোধনায় চ'লতে পারে,
অন্যকে না বাঁচালে কা'রও বাঁচাই
বেঁচে থাকতে পারে না
—এটা ঠিক জেনো ;
এমনি ক'রেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
সব দিক দিয়ে উন্নতিমুখর ক'রে,
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে
উন্নত ক'রে তুলতে হবে
—তা' তার ব্যক্তিগত জৈবী-সংস্থিতির
সম্বর্দ্ধনায় যেমন,
যোগ্যতা ও কৃষ্টি সম্বর্দ্ধনায়ও তেমনি ;
আর, এই সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে
প্রত্যেক দেশের সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের
সক্রিয় সহযোগিতায় এনে,

স্বতঃ ক'রে,
এমন একটা সমবায়ী বিশ্বসংস্থায়
উপনীত হ'তে হবে—
তা'র পর্য্যমাণ প্রাণপুরুষ—
পুরোধ্যাসীতে দানা বেঁধে,–
যা'তে সেই সংস্থায় প্রতিদেশ
তা'র সমষ্টিকে নিয়ে,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছল ক'রে তুলে
তা'রই প্রতিপালী, পরিসেবী ও পরিশাসী সংস্থায়
ফুটে উঠতে পারে—
নিরোধ ক'রে তা'র
কলুষ-কর্দ্দমী, প্রবৃত্তি-পরিচালিত,
উচ্ছৃঙ্খল, আত্মঘাতী যা'-কিছুকে,
আর, তখন থেকেই স্বর্গ
এই ধরার ময়দানে
নেমে আসতে সুরু ক'রবে,
প্রকৃতি স্বয়ংম্বরা হ'য়ে
সত্যযুগকে
"স্বাগতম্" ব'লে
অভিনন্দন গেয়ে চ'লবে,
বাস্তবে ফুটে উঠবে—
"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।" ৮২৩।

৫।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-৪৫

মন যত বৃত্তি-অভিভূত—
অজ্ঞতাও উচ্ছল সেখানে—তেমনি,
দীপ্তিও নিভু-নিভু তা'তে,
দৃষ্টিও হয় আব্ছা,
কৃষ্টিও অবকীর্ণ।৮২৪।

৫।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

দীপ্তি যখন দুর্ব্বল হয়,
লক্ষ্য যখন আবছা হ'য়ে ওঠে,—
এককেন্দ্রিকতা তখনই শিথিল,

ঘোলাটে হ'য়ে দাঁড়ায়—
অজ্ঞতার আওতায়,
যে-কোন তন্ত্র ও বাদের তাৎপর্য্য
অমনি ক'রেই
ভ্রাম্যাবস্থিতি লাভ করে
অর্থাৎ, তা' পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে
—অপকৃষ্টতায় ;
কৃষ্টিকে উজ্জীবিত কর,—
সমস্ত বাদও
একত্বে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠবে—
উদ্দীপনায়।৮২৫।

৫।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-৫

যা'র জন্য-
যা'কে দিয়ে পাচ্ছ, পুষ্ট হ'চ্ছ—
তোমার কোন পাওয়া
যদি তা'র সাপেক্ষ না হয়,—
তা'কে এড়িয়ে বা লুকিয়ে—
তা'র ব'লবার, শোনবার বা ধ'রবার
ফুরসুৎ না রেখে
হাত বাড়াচ্ছ যখনি পেতে,—
অকৃতজ্ঞতা
কৃতঘ্নতার হাতছানিতে
তোমাকে ডাকছে কিন্তু,
সামাল হও এখনও।৮২৬।

৫।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-২৫

জানে অথচ চরিত্রে তা' নাই—
বিদ্যায় সে মূঢ়।৮২৭।

৫।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-২৬

ধর্ম্ম যখন তা'র আত্মনিবেশে
প্রগতির পথে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নানা শাখাপ্রশাখায়
প্রবুদ্ধতায়, পত্রেপুষ্পে
পরিশোভিত হ'য়ে ওঠে—
রকমারি একসার্থকতায়,
নানা শাস্ত্রে,—

তাই হ'চ্ছে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান,
উদ্বর্দ্ধনী শাসন,—
পর্য্যায়ী পরিক্রমে।৮২৮।

৫।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩৫

মানুষ মিলন থেকে
স'রে যেতে থাকে তখনই—
যখন সে ধ'রে থাকার মত
কিছুই করে না।৮২৯।

৫।১০।১৯৪৮, বিকাল ৬টা

অন্যকে বিচার ক'রবার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ
যা'র বেশী
মূঢ় কিন্তু সে ততক্ষণ—
যতক্ষণ সে আত্মবিচারে,
নিপুণতার সহিত
শুদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে নিজেকে ;
আর, এই সংশুদ্ধিপ্রাণ যিনি—
তিনি আত্মদর্শী, বিজ্ঞ ও বিচারক্ষম।৮৩০।

৫।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫৬

যে নিজেকে নিজে
বিচার ক'রতে জানে না,—
শান্তি বা শাস্তিতে নিজেকে
শাসন ক'রতে জানে না,—
সে যদি অন্যের বিচারক হয়
সে-বিচার প্রায়শঃই
বিপর্য্যয়েরই তমসাচ্ছন্ন
বিক্ষোভী বিকিরণ।৮৩১।

৫।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭টা

তুমি আগে নিজে
সংন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হও—
সামঞ্জস্যে—সক্রিয়তায়—
সব দিক দিয়ে—প্রণিধানে,
চলায়-বলায় যেন ফাঁক না থাকে কোথাও
কোনরকমে,—

চিন্তায় ও হাতেকলমে নিয়ন্ত্রিত কর—
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে—
যা' ক'রবে বা যা'কে দিয়ে করাবে তা'কে—
ক্ষিপ্র বাস্তব তৎপরতায়,
বিহিত বিশুদ্ধভাবে,—
তবে পারবে ;
নইলে, যত আপসোসই কর,
আর পেছটানই দাও,—
'না-পারা'র বা 'না-হওয়া'র জাগ্রত মূর্ত্তি
হবে তুমিই—ঠিক জেনো। ৮৩২।

৫।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২০

'সুযোগ পালিয়ে গেল' তা'র মানেই হ'চ্ছে,—
তোমার চরিত্র তা'কে ফাঁসিয়ে দিল—
নিজে ফে'সে—সাধারণতঃ। ৮৩৩।

৫।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

জগন্নাথের ঠুঁটো হাত—
তা'র মানে—ভগবানের হাত নেই,
চরণ আছে, চলন আছে,
যদিও তিনি আত্মারাম ;
তেমনি যে-সংসারে যিনি নাথ
তাঁ'রও হাত নেই,—
কিন্তু চলন আছে,
আর, যদি তা' ইষ্টনিষ্ঠ হয়—
তাঁ'কে যে ধ'রে চলে,
চ'লতে পারে সে তাঁ'রই পথে,
আর, পেতেও পারে তেমনি
বহুদর্শী সার্থকতা—
প্রজ্ঞার আসনে
কৃতী-মুকুট-পরিশোভনায়। ৮৩৪।

৫।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

প্রস্তুতি সব সময়—সব দিক দিয়ে—
সমাহারী সামঞ্জস্যে, বাস্তবে,—
তা'ই হ'চ্ছে যোগ-অভিব্যক্তি—
দক্ষ নৈপুণ্যে। ৮৩৫।

৫।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

বিচার নেই আচার করে—
আবর্জ্জনায় ঘিরে ধরে।৮৩৬।

৬।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-২৫

মানুষ তোমার সম্বন্ধেই হোক,
বা অন্যের সম্বন্ধেই হোক,
আড়ালে যা' বলে বা করে—
তোমার বা তা'র প্রতি
তা'র মানসিক ভাবও তেমনতর,—
অন্ততঃপক্ষে তখন পর্য্যন্ত,
আর, যা'রা অন্যের চর্চ্চা
তোমার কাছে করে—তা'র অসাক্ষাতে—
নিরোধও করে না, নিয়ন্ত্রণ করে না,
অথচ নামও বলতে চায় না
বা বলেও কেউ,—
বুঝে নিও,—
তোমার প্রতি তা'র অনুরাগের চাইতে
যা'র বিষয়ে ব'লছে
তা'র প্রতি বীতরাগ-সম্পন্ন সমধিক,—
ব্যবহার ক'রতে চায় তোমাকে
তা'র বিরুদ্ধে হয়তো,
বাজিয়ে বুঝে চ'লো।৮৩৭।

৬।১০।১৯৪৮, বিকাল ৪-৩০

চরিত্রে তুমি যেমন—বাস্তবে—
সক্রিয়তায়,—
লোকও জুটবে তোমার তেমনি অনুরাগী—
পরিধিতে—
বেশীর ভাগ—প্রায়শঃ ;
কিন্তু ফাঁক যতটুকু যেখানে—
আবর্জ্জনাও জুটবে তেমনতর।৮৩৮।

৬।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

তোমার চরিত্র
বাস্তবে যেমন
অভ্যস্ত আচারে, ব্যবহারে, চলায়,
বলায়, প্রণিধানে, প্রসিদ্ধিতে,—
তা'তে যা'রা অনুরাগী—

লোকও জুটবে তেমনতর—পরিধিতে ;
তাই, তোমার দ্যুতিও
দক্ষ হ'য়ে চ'লবে যেমন,—
অন্ততঃ অকপট যা'রা
তা'রা সক্রিয়তায়
উন্নতও হ'য়ে উঠবে তেমনতর—
প্রায়শঃ। ৮৩৯।

৬।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২০

তোমার বাস্তব সক্রিয় চরিত্র যেমনতর,
পরিধিতে লোকও প্রায়শঃ পাবে
তেমনতরই ;
তাই, ব'লে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না—
সজ্জন-পোষাকে কপট ও স্বার্থপর ইত্যাদি
যে জুটবে না—তা' নয়কো,
তা'দের নিশানাই হ'চ্ছে—
তুমি তা'দের কাছে যথাবিহিত
সক্রিয় সাড়া পাবে না,
সহানুভূতি ও সমর্থন পাবে অঢেল—
যা' মৌখিক—বাস্তবে নয়কো,
দেবে না
—কিন্তু সৌজন্যে
প্রলুব্ধ উপচয়হীন নেওয়ার বহর
অজচ্ছল দেখতে পাবে ;
কর্ম্মায়োজনে যদি কৃতী হ'তে চাও—
বেশ ক'রে বুঝে চ'লো। ৮৪০।

৭।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-৫০

কেবল মিষ্টি ব্যবহারই যে
সব সময় সুফলপ্রসূ হয়
তা' নয় কিন্তু,
আবার, কটু ব্যবহারেও যে তা' হয়—
তা'ও নয় কিন্তু ;
যে-ব্যবহারে মানুষের সত্তা সংস্থ হয়,—
সক্রিয়, শ্রদ্ধাশীল হয়—
এমনতর বিহিত ব্যবহারই সদ্ব্যবহার,
আর, তা'তেই মঙ্গল—

উপভোগ্য উভয়ের—
সুষ্ঠুতা সেখানেই।৮৪১।

৭।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

মিষ্টভাষী হও—
আর, তাই-ই ভাল—
কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবহারে।৮৪২।

৭।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

তোমার চরিত্র-সম্বন্ধ পারিপার্শ্বিক
যত সংহত,—ঐকতানিক,—
চলনও চতুর তত,
তা'তে ফাঁকও তত কম।৮৪৩।

৭।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৪

যেখানে তোমার গলদ,
সেখানে তোমাকে বলদ হ'তেই হবে—
তা' যখনই হোক।৮৪৪।

৭।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৬

চলার সাথে-সাথেই
গলদ সারতে থাক—
পৌরুষ অব্যাহতই থাকবে তা'তে।৮৪৫।

৭।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩১

দেওয়ায় বাড়ে দম,—
নেওয়ায় হয় তা' কম।৮৪৬।

৮।১০।১৯৪৮, দ্বিপ্রহর

আত্মশ্লাঘী দাম্ভিকের
দরদী মেলে কম,
অযোগ্য দাতারও তেমনি,
পায়—হৃদয়হীন দাবী,
ক্রূর অসহযোগিতা।৮৪৭।

৯।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

যদি কাউকে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
ইষ্টানুরাগী ক'রে তুলতে পার—
বা কাউকে পীড়া না দিয়ে
যদি উৎফুল্ল ক'রে তুলতে পার,—
আর, তা'র যদি পারগতা থাকে—
যদি চাইতেই হয়,—
চাইতেই পার তা'র কাছে,—
দেওয়ায়-নেওয়ায় কৃতার্থ হবে উভয়েই ;
কিন্তু তা'র অপারগতায়
দুঃখিত হ'য়ে ব'সো না,—
তা'তে কিন্তু উপঢৌকন—ব্যর্থতাই।৮৪৮।

৯।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

আত্মীয়তা কেবল পাবার বেলায়,
সুখে, সম্পদে, ব্যথায়, বিপাকে, সহযোগিতায়
—সুদূরে,—
তা' সন্দেহের।৮৪৯।

৯।১০।১৯৪৮, বিকাল ৬-১৫

তোমাতে অনুরক্ত হ'তে, শ্রদ্ধাবনত হ'তে
দানে, মানে, মর্য্যাদায়
সেবানুকম্পী হ'তে—
যেমনতর ক'রেই যে যাকে
উস্কিয়ে তুলুক না কেন,
কিছুই হবে না—উল্টো ছাড়া—
যতক্ষণ না তুমি মানুষকে
দানে, মানে, মর্য্যাদায়—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তদনুপাতিক বাস্তবতায়,
অন্তরের সহিত অভিনন্দিত ক'রে তুলছ—
সেবায়, সৌহার্দ্দ্যে, সহযোগী-স্বার্থে,—
ব্যাহত ক'রে বাধায়—
এটা ঠিক জেনো.
এ চরিত্র যতই তোমাতে
বাস্তব হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
তুমি কুৎসিত হ'লেও
প্রিয়দর্শন হ'য়ে উঠবে।৮৫০।

৯।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

যা'রা মানুষের বিশ্বাস
বা নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে
স্বার্থপিপাসা পরিপূরণ করে—লোক ঠকিয়ে,
বা দায়িত্ব নেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে
মানুষকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,—
তা'দের আন্তরিক-প্রকৃতি বিকৃত,
আর, প্রাকৃতিক-বিধানও তেমনি,
—পিশাচপাপী মানুষ এরা,
সাবধান থেকো এদের থেকে,
যত পার, নির্ভর ক'রতে যেও না,
দায়িত্ব দিয়ে
নিশ্চিন্ত হ'য়েও ব'সে থেকো না,—
ঠ'কবে, বিব্রত হবে—
বিপাকবিদ্ধ হ'য়েই চ'লতে হবে সারাজীবন। ৮৫১।

১০।১০।১৯৪৮, সকাল

'বিশ্বাস ক'রে ঠ'কলাম' মানে—
প্রতারিত হওয়াটা নিজে উপভোগ ক'রলাম.
নিজেকে ঠকিয়ে ঠ'কলাম—
নিজের প্রতি নিজে দায়িত্বহীন হ'য়ে—
আলস্য আর অবহেলায়। ৮৫২।

১০।১০।১৯৪৮, সকাল

ভাবসিদ্ধ হও,—
চেষ্টা, চলন ও কথায়,
যখনই যে-কাজে
যেমনতর ভাবের প্রয়োজন
তখনই যেন তা'তে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠতে পার,
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পার বাস্তবে—সামঞ্জস্যে,
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোমার কর্ম্ম—
মাধুর্য্য-উদ্দীপনায়। ৮৫৩।

১০।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৫০

তোমার মূল চরিত্র
ইষ্টে অচ্যুত অনুরাগোদ্দীপ্ত ক'রে—
বাস্তবতায়,—

চিন্তা, চলন, কথায়, কাজে
সংযত ও সুসংবদ্ধ উদ্যমদীপী ক'রে রাখ,
জীবন-চলনায় পথভ্রষ্ট হ'তে হ'বে কমই। ৮৫৪।

১০।১০।১৯৪৮, বেলা ৮-৪০

'চেষ্টা ক'রে পারি না' মানে—
না-পারাতেই নিয়োজিত থাকি—অচ্যুতভাবে—
অবহেলায়—আলস্যে,
আর, পারাকে অবজ্ঞা করি
অনাদরে—অশ্রদ্ধায়—
নিয়ত কৃপাচক্ষে। ৮৫৫।

১০।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-১০

যাঁকে বহুলোকে শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে—
তাঁর প্রীতিপরিচর্য্যা
তোমাকে যদি শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোলে
অনেকের কাছেই,
আর, তুমি যদি ভাব
এ আর কিছুই নয়
তোমার নিজেরই কেরদানি,—
ভ্রান্ত তুমি—
তোমার মৌলিক চরিত্রেই
অচ্যুত অকৃত্রিমতা কম,
বেকুবী হামবড়াইয়ে দাম্ভিক হ'য়ে
নিজের পায়েই কুড়োল মারতে ব'সেছ—
আত্মম্ভরি বঞ্চনার সেবায় ;
যাঁ' দিয়ে পাচ্ছ
তাঁ'রই সেবা কর এখনও—
ভেজাল না রেখে,
এখনও পথ আছে। ৮৫৬।

১০।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-৫

প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই যদি চাও—
ইষ্ট বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর—
কৃষ্টির পথে, পূরণে,—
সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বান্তঃকরণে,—
নিজের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে মোটেই,
প্রতিষ্ঠা

ইষ্টমুকুটে, পুষ্টি-পরিচর্য্যায়
তোমাকে প্রতিষ্ঠা ক'রবেই কি ক'রবে—
তেমনতর,
—নিছক জেনো। ৮৫৭।

১০।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-২০

ঠগবাজীকে বাড়িয়ে দাও—
দুঃখের অভাব থাকবে না,
বঞ্চনা তোমাকে অধঃপাতিত
বাহাদুর ক'রে তুলবে। ৮৫৮।

১০।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

করার চেষ্টা মোটে নেই, অথচ ব'লছে—
"ইচ্ছা ছিল, অন্তরায়ে পারলাম না তা',"
তা'র মানেই হ'চ্ছে,
মনে ছিল ভাঁওতা
তা'র জন্যই পারলাম না তা';
কারণ, যা'রা পারে—
তা'রা অন্তরায়কে
অতিক্রম করেই বা জয় করেই,—
মিথ্যা বাহানার তা'ই
অবসর থাকে না তাদের। ৮৫৯।

১০।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১২-১০

বাধাকে বাধ্য করার মুরোদ নেই
অথচ কর্ম্মী,—
তা'র মানেই
ভাঁওতামুখর—আলসে-ধর্ম্মী। ৮৬০।

১০।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১২-১২

যা'রা ধাপ্পাবাজ—
মিথ্যার উপর যা'দের ভিত্তি—
তা'রা দক্ষ বুদ্ধিমান্ নয়,
বরং দাম্ভিক ভড়ংএ চৌকোষই—
সাধারণতঃ। ৮৬১।

১০।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১২-১২

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, প্রণিধানপ্রবণ, কুশলী,
কর্ম্মমাতাল, ধীর,
লক্ষ্য-বাস্তবীকরণ যা'দের ছাপিয়ে ওঠে
স্বার্থব্যাপৃতিকে,—
তা'রা নির্ভরযোগ্য লোক ;
এমনতর মানুষ দৈন্যপীড়িত কমই হয়,
এরা লোকপ্রিয় হওয়ার ধান্ধায়
ধান্ধিয়ে থাকে না,—
কিন্তু লোকপ্রিয় হ'য়েই ওঠে—
সাধারণতঃ—
ব্যবহারে, সেবায়, সক্রিয় অনুকম্পায়। ৮৬২।

১১।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৪

আদর্শ, সত্তা ও স্বার্থ
পারস্পরিক সঙ্গতিতে এনে
যেখানে যত দৃঢ়-সত্তা-সম্বদ্ধ—
আদর্শ-পুষ্টির সহিত,—
বিরোধও সেখানে তত অবান্তর,
আপ্তিভাবও প্রখর তত। ৮৬৩।

১১।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

মাণিক থাকে খনিতে—
মাটিচুটি কয়লা-পাথরে
আত্মনিমজ্জন ক'রে—
তা'ই নিয়ে ;
মাণিক হ'য়েও সে নিজেকে
মাণিক ব'লে জানে না—
চরিত্রে যদিও তাই ;
তাজ্জব ব্যাপার!—
তাই, তা'কে চিনতে, জানতে চাই জহুরী—
চোখওয়ালা মানুষ ;
আর, ফয়দা তা'রই। ৮৬৪।

১১।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৪

ব্যত্যয়
ব্যাহতিরই অগ্রদূত। ৮৬৫।

১১।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-২৪

পাওয়াটা যদি পূরিয়ে না দেয়—করায়,
তা'তে কিন্তু কেউ তরে না।৮৬৬।

১২।১০।১৯৪৮, সকাল ৯-১৫

যে-কোন ব্যাপারেই হোক—
একা যদি পার,
অন্যের সাহায্য নিতে যেও না—
সময়ে লক্ষ্য রেখে,
এতে যোগ্যতাই বেড়ে ওঠে,
যোগ্যতা বাড়াবার মন্ত্রও ঐ-ই কিন্তু।৮৬৭।

১২।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-৩২

ভাবের প্রণিধান যত প্রাঞ্জল—
ভাষাও তেমনি স্বাভাবিক।৮৬৮।

১২।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-৪৫

যে দেয়—
যা'র কাছে পাচ্ছ বা পেয়েছ—
তা'র দায়িত্বকে বহন ক'রতে
সজাগ থেকো সব সময়,
আর, নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা আধিপত্যকেও
কখনও অবহেলা ক'রো না,
চৌম্বক স্মৃতির অধিকারী হবে—
সার্থকতায়—'শুভমস্তু'তে।৮৬৯।

১২।১০।১৯৪৮, বিকাল ৪-৯

অর্থের দম্ভ, তেমনি চলন-বলন,
দায়িত্বহীন বেপরোয়া চালবাজী—
মানুষকে কর্ম্মমূঢ়, অকুশল, উদ্‌ভ্রান্ত
শিথিল অনুকম্পী ক'রে তোলে,
মানুষের কাছে সে রহস্যের পাত্র হয়,
পারিপার্শ্বিকের অহং
দৈন্য-অভিঘাতে উস্কিয়ে
সমবেদনাহীন, শক্ত প্রতিক্রিয়াশীল
ক'রে তোলে ;
ব্যর্থতা ও উপহাসই হয় তা'র
পুরস্কারের পদক।৮৭০।

১২।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫

আলাপ-আলোচনায় যদি মানুষকে
সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন ক'রতে না পারলে—
উদ্দেশ্যে তোমার,
বিড়ম্বনাই কিন্তু লাভ ক'রে এলে।৮৭১।

১২।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২০

করনি কী—তা'র খতিয়ান ক'রে
করবে কী—কেমন ক'রে—কোন্ কাজে—
তা'র সিদ্ধান্তে এসো,
কাজে লাগ,
কৃতকার্য্য হও,
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে সত্বরই।৮৭২।

১২।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩০

প্রীতিচক্ষু প্রিয়কে উপভোগ করায়,
আর, প্রীতির সেবা
প্রিয়তে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে।৮৭৩।

১৩।১০।১৯৪৮, সকাল ৬-৪৫

চিন্ততঃ যা'ই হোক না—
বস্তুতঃ যা' করা যায়
তা'ই সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—সাক্ষাতে।৮৭৪।

১৩।১০।১৯৪৮, সকাল ৭টা

তোমার করণীয় যা'—
অন্যের মুখাপেক্ষিতায়
তা'তে শৈথিল্য ক'রো না,
বিবশতায় বিপর্য্যয়ী বিড়ম্বনা হ'তে এড়াবে।৮৭৫।

১৩।১০।১৯৪৮, সকাল ৭টা

অবস্থামাফিক
যে-কোন বিষয়ে
উপযুক্ত সিদ্ধান্ত—যা' সাম্য-পরিবেষণী—
মোটা কথায়
তা'কেই বিচার বলা যেতে পারে।৮৭৬।

১৩।১০।১৯৪৮, বিকাল ৬-৩০

তোমাকে চায় না—
প্রবৃত্তির পূজারী যে—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সহযোগিতা যা'তে অবজ্ঞাত—
তা'কে যত চাইবে,—
বিধ্বস্তিকেই আলিঙ্গন ক'রতে হবে,
আর, পাবেই বিড়ম্বনা উপঢৌকন।৮৭৭।

১৪।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়,
তাই, মানুষ
তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে তখনই—
বহুবৈশিষ্ট্য-সমাবেশী হ'য়ে
সে যখন ঐক্যসমাবদ্ধ;
তিনি অদ্বিতীয়,—
দ্বৈতভাব—যা' জন বা সম্প্রদায়ে
বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে—
পারস্পরিক অসহযোগিতায়,—
তা'তেই তিনি অবজ্ঞাত থাকেন,
আর, সহযোগিতায় তা' যখনই সমৃদ্ধ হ'য়ে
কৃষ্টির পথে তাঁ'কে পূরণ ক'রতে
পারস্পরিক সাম্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে,—
তখনই আসে শান্তি,
তখনই আসে সম্বর্দ্ধনা,
পূজা তাঁ'র—বাস্তবায়িত হ'য়ে
উৎকর্ষানুধা আশীর্ব্বাদে,
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়,
সর্ব্বশক্তিমত্তায়
সমর্থ ক'রে তোলে।৮৭৮।

১৪।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
মানুষ যখন একে সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,
সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
প্রত্যেক এক সেই একে,—
স্বর্গ তখনই আবির্ভূত হয়।৮৭৯।

১৪।১০।১৯৪৮, সকাল ৮-৩২

সময়কে অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা কাজে অভ্যস্ত—
তা'রা কৃতীর সং ছাড়া আর কী?—
হোলির রাজা।৮৮০।

১৪।১০।১৯৪৮, বেলা ৯-২৫

জয়ই যদি চাও—ভয় ক'রো না,—
বিঘ্ন-প্রতিষেধী কৌশল-চলনায় চল—
লাভের পথে এগিয়ে—
ইষ্টপূরণে।৮৮১।

১৫।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫-২০

প্রবৃত্তি-অভিভূতি-উদ্যমের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
প্রলোভন যেখানে থাকে,—
বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রেও
সে চায় তা'কে পেতে—
তা' সত্তাসংগত হোক আর না-ই হোক,
যুক্তি-চলন তা'র তেমনি ;
এমন ক'রেই সে
স্বেচ্ছাচারী, অপ্রকৃত দার্শনিক,
অযথা-বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,
ন্যায়ের বাঁধন ভাংগাই তা'র ধাঁজ।৮৮২।

১৬।১০।১৯৪৮, সকাল ৫-৩০

নজর রেখো—
প্রবৃত্তিগুলি যেন সব সময়
সত্তাসংগতি লাভ করে,
সত্তা যেন কখনই
প্রবৃত্তি-সংগত হ'য়ে না ওঠে,—
অস্তিত্ব দৃঢ়তর হবে।৮৮৩।

১৬।১০।১৯৪৮, সকাল ৭টা

মানুষ
করণীয় যা', তা' যখন করে না,
অথচ নানান্ ভাঁওতায় ঐ না-করাকে
সমর্থন করে—
সংশোধন-বিমুখ হ'য়ে,

শয়তান তখন হাসে,
আর, দয়া হতভম্ব হ'য়ে ওঠে।৮৮৪।

১৬।১০।১৯৪৮, সকাল ৮টা

কেউ ক্রুদ্ধ হ'লে—
তা' ন্যায়তঃই হোক আর অবুঝ হেতুই হোক—
বিনয় দিয়ে নিরোধ করাই
সহজ পন্থা তা'র ;
ব'লতে হয়—"ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি,
ধ'রতে পারিনি,
তা'তে হয়তো অন্যায়ই ক'রে ফেলেছি—
উৎক্ষিপ্ত হবেন না, সহ্য করুন—
যা'তে আমাকে সংশোধন ক'রতে পারি",
ব্যবহারেও তেমনি অনুকম্পী হ'তে হয় ;
এটা প্রায়শঃ শুভপরিপ্রসূই হ'য়ে থাকে।৮৮৫।

১৬।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১২-১০

মানুষের সন্দিগ্ধ চক্ষু, উৎক্ষিপ্ত চলন,
দোষদর্শী, দাম্ভিক, ক্রুর ভাষা—
প্রতিক্রিয়ায়
অন্যকেও তেমনি ক'রে তোলে।৮৮৬।

১৬।১০।১৯৪৮, রাত্রি ১২-৩০

কেউ ক্রুদ্ধ হ'লে
কারণে লক্ষ্য রেখে
তদনুকম্পী বিনয়ে ত্রুটি-স্বীকার
ও পরিশুদ্ধি-পরিচর্য্য ব্যবহারই হ'চ্ছে—
তা'র প্রশমনী নিরোধ,
দাম্ভিক, দোষদর্শী, ক্রুর কথা ও ব্যবহার
কিন্তু প্রতিক্রিয়ায়
অমনতরই ক'রে তোলে ;
যদি চাও, বুঝ ও ব্যবস্থায়
যথাবিহিত ক'রো।৮৮৭।

১৬।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৩০

যে-ধারণায় যেমন আবদ্ধ মন—
প্রবৃত্তিও সেখানে তেমনি সচল,
অবস্থানও তা'র তেমনি ;

ধারণাকে উদ্বুদ্ধ কর,
প্রবৃত্তিকেও তেমনতর প্রবুদ্ধ ক'রে চালাও—
অবস্থার উৎকর্ষও তেমনি হ'বে।৪৮৮।

১৭।১০।১৯৪৮, সকাল ৭-৩২

উদ্বেগ যা'তে রয়—
সেই উদ্বেগ যে নিরসনে
স্বজন সেই তো হয়।৪৮৯।

১৭।১০।১৯৪৮, বেলা ১১-৩০

বৈধানিক সংস্থিতি যা'র যেমন—
প্রকৃতির পরিমিতিও সহজাত তেমনি তা'র,
ওকেই বলে বিশিষ্টতা।৪৯০।

১৮।১০।১৯৪৮, সকাল ৬-৪৫

সোয়াস্তির জন্য
যা'কে পেতে ইচ্ছা করে
বা যেখানে যেতে ইচ্ছা করে,—
প্রীতি হাত বাড়িয়ে আছে সেইদিকেই
প্রায়শঃ।৪৯১।

১৮।১০।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

সংগ্রহ ক'রে যা'রা
প্রয়োজনের বাস্তব পরিপূরণ ক'রতে পারে
সময়মত—
তা'রা স্বাবলম্বী প্রকৃতির ;
আর, যা'দের সরবরাহ ক'রতে হয়—
কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
প্রয়োজনানুপূরণে,—
অথচ করে—আন্তরিকতার সহিত,—
চাকর-প্রকৃতির তা'রা ;
আর, যা'রা সরবরাহ চায়,
দেলোয়ারী তস্রূপপ্রকৃতিসম্পন্ন বা অপব্যয়ী,
কথা, কাজ ও সময়ের সহিত সঙ্গতিহীন,
উপচয়ে অন্ধ,—
ছন্নছাড়া প্রকৃতি তা'দের সহজ—
সাধুপ্রতারক তা'রা ;

যেখানে যেমন প্রয়োজন
বুঝে ব্যবস্থা ক'রো।৮৯২।

১৮।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৬

আলাপ ক'রতে যে এসেছে
তা'র কথাগুলি মন দিয়ে শোন,
তারপর তুমি যা' ব'লতে চাচ্ছ
ঐ-দাঁড়ায় তা'র জবাব দাও,
অমনি ক'রে তা'কে নন্দিত ক'রে তোল—
ভরসায়, সহানুভূতিতে, সহৃদয়তায়;
সেও সুখী হবে, পথ পাবে,—
তুমিও তৃপ্তি লাভ ক'রবে;
তোমার ভাবাগুলি
নিতে পারে না এমনতর ক'রে—
অযথা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রো না
কা'রও উপর,
তা'তে তৃপ্তি পায় না কেউ ;
এই হ'চ্ছে আলাপের তুক্।৮৯৩।

১৯।১০।১৯৪৮, সকাল ৫-৪০

তোমার বোধ-অনুভবগুলি
ব'লতে হয় যেখানে ব'লো—
কিন্তু দশের দাঁড়ায় মিলিয়ে,
দশজনের স্বাভাবিক জীবন চলনার তালে
পা ফেলে,—
যা'তে বুঝতে পারে তা'রা প্রত্যেকে—
নিজ-নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে—
সহজভাবে ;
তা'তে বুঝবেও, পথও পাবে—
সুখীও হবে প্রত্যেকে—
সমাধান পেয়ে—সুশৃঙ্খলায়।৮৯৪।

১৯।১০।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যে কৃতার্থ ক'রতে আসে তোমাকে—
তা'কে লাখ দাও,—সে পাবে না ;
আর, যে কৃতার্থ হ'তে আসে—
সে পথ পেতে পারে,

আলো পেতে পারে,
তৃপ্তি পেতে পারে তোমাতে।৮৯৫।

১৯।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

যতই যা'-কিছু কর না কেন,
তা' শিক্ষাই হোক, সাধনাই হোক,
তপস্যাই হোক—
অচ্যুত ইষ্টানীতির পথে
তা' যতদিন না
সার্থক-সন্নিবেশে, সামঞ্জস্যে,
বাস্তবভাবে পরিসেবিত হ'য়ে উঠছে,—
বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতারই অধিকারী হ'য়ে থাকবে,
বাস্তব প্রজ্ঞা র'বে অনেক দূরে তোমার,
চুমকি অনেক পেতে পার—
সজ্জা তা'তে সার্থক হ'বে না—সৌকর্য্যে।৮৯৬।

২১।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

সিদ্ধ-সংকল্প তা'রাই—
যা'রা সংকল্পের বাস্তবায়নে
সক্রিয় ও সুদক্ষ,
কাল দ্বারা প্রতিহত নয়কো,
তা' মূর্ত্ত ক'রে তোলেই।৮৯৭।

২৩।১০।১৯৪৮, বেলা ৮-১৫

তুমি যা', চাও—তা'কে গ'ড়তে হ'লে,
বজায় রাখতে হ'লে—
তা-ই ক'রতে হ'বে—যা'তে গড়া যায়,
বজায় রাখা যায়,—
এক-কথায়, ধ'রে রাখা যায় ;
তেমনি তোমার নিজেকে গ'ড়তে হ'লেও
বজায় বা ধ'রে রাখতে হ'লেও
যা' ক'রলে তা' পারা যায়—
তা' ক'রতেই হবে—
থাকতে যদি চাও, বাড়তে যদি চাও ;
তাই, যা' ক'রে বজায় থাকা যায়,—
গ'ড়ে ওঠা যায়—তা-ই হ'ল কৃষ্টি,
ধ'রে রাখে যা'তে—বজায় থাকে যা'তে
ও-ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
কৃষ্টি ছাড়াও ধর্ম্ম থাকে না—

আর, ধর্ম্ম ছাড়াও
কৃষ্টিরও কোন মানে নাই ;—
গ'ড়ে তুলতেই লাগে কৃষ্টি অর্থাৎ কর্ম্ম,—
ধ'রে রাখতেই লাগে ধৃতি অর্থাৎ ধর্ম্ম। ৮৯৮।
২৩। ১০। ১৯৪৮, বিকাল ৩-৩০

ধর্ম্ম মানেই কৃষ্টিকে ধ'রে রাখা—
যা' আয়ত্ত ক'রে
সত্তায় সুস্থ থেকে,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, শাসিত হ'য়ে
উৎকর্ষে বৃদ্ধি পেতে পারা যায়—
সপারিপার্শ্বিক নিজে,
যা'র পরিপালনা জনগণকে ধ'রে রাখে—
উৎকর্ষে পরিপোষিত ক'রে,
—একটা অশ্বডিম্ব নয়কো। ৮৯৯।

২৩। ১০। ১৯৪৮, বিকাল ৩-১৫

'ধর্ম্ম-টর্ম্ম ক'রে কিছু হয় না,
এতদিন তো দেখা গেল—ওতে কিছু নেই'—
যা'রা এমন ব'লে থাকে—
একটা পাতলা দায়িত্বহীন দাম্ভিক চালে,
তা'রা তো কিছুই করেই নাই নিজে
আর তাকিয়েও দেখে নাই কিছু,
দেখবার ক্ষমতাও কম তা'দের—
উপরচালে আবহাওয়ার পাতলা বিক্ষুব্ধ ঢেউএ
ভেসে-বেড়ান-ছাড়া গত্যন্তরও নেই কিছু ;
নিজের শত্রু তো তা'রা বটেই—
আরও কৃষ্টি-কৃতঘ্ন তা'রা—
জনগণেরও বঞ্চনার আড়কাঠি,—
ধাপ্পাবাজ-বিজ্ঞ,—
সাবধান থেকো এদের হ'তে। ৯০০।

২৩। ১০। ১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৫

ডাকাতের সরদার মায়ের আসনে
দু'পয়সার চিনি দিয়ে
ডাকাতি ক'রতে গেল,—
ঐ ধর্ম্মের গুণে ধরাও প'ড়ল,
নাজেহালও হ'ল বহুত,

শেষে বুলি ধ'রল—'ধৰ্ম্ম'-টৰ্ম্ম' কিছু নেই—
ওতে কিছু হয় না' ;
কূট-কটাক্ষীর ধাপ্পাবাজ-ঈশ্বর-অনুরাগী
'ধৰ্ম্ম' কিছু নাই' বিজ্ঞ-বোলও—
ঐ রকমেরই রকমওয়ারী। ৯০১।

২৩। ১০। ১৯৪৮, বিকাল ৫-৫৫

মন-গড়া 'কেন'র আবিষ্কার--
যা'র সংস্রব নাই কোন দিক দিয়ে—
আসলের সাথে,—
তা'র অনুচলনে
বিষম ফলই প্রসব ক'রে থাকে
প্রায়শঃ ;
প্রত্যয়ে নিশ্চিত হও,—
নিয়ন্ত্রণে সুবিধা পাবে অনেকখানি। ৯০২।

২৪। ১০। ১৯৪৮, সকাল ৮-২০

বিধানের জন্মগত সুষ্ঠ সংস্কারগুলি
যদি সামাজিক আবহাওয়ায় ও শিক্ষায়
তোমার রকমে
প্রবুদ্ধ ও পরিবৰ্দ্ধিত হ'য়ে না উঠল,
তবে তুমি যাই কেন না হও—
নিরর্থক তোমার জন্ম,
ব্যঙ্গ তুমি সামাজিক পরিবেশে,
সে-শিক্ষা তোমার ব্যর্থই,
তুমি একজন সার্থকতা-বিহীন,
বিভিন্ন-পরিচারী,
বৈশিষ্ট্যে-ফাটলওয়ালা বিকৃতজ্ঞানী—
যতক্ষণ না তোমার সব-কিছু
মূল জন্মসংস্কৃতিকে সার্থক ক'রে তুলছে ;
সত্তার ধৰ্ম্মই
বহু হ'তে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে
নিজেকে গজিয়ে তোলা—প্রবৃদ্ধিতে,
যেমন যা-ই খাও—
তা' যতরকমেরই হোক—
সুস্থ যদি থাক, তা-ই নাও—
যা' তোমার গায়ে লাগে—পুষ্ট হ'তে। ৯০৩।

২৫। ১০। ১৯৪৮, বিকাল ৫-১৫

যে গজিয়ে তোলে—
তা'র সুষ্ঠুত্বের উপর নির্ভর করে
গজানোর সৌষ্ঠব—
অন্তর-বাহিরে, সামঞ্জস্যে,
উপকরণবাহী যে তা'রও—
তেমনি হ'লেও—
মুখ্যতঃ অতটা নির্ভর করে না।৯০৪।

২৬।১০।১৯৪৮, বেলা ১০-৫০

তোমার প্রয়োজনকেই
মুখ্য ক'রে চ'লতে থেকো না সব সময়,
অন্যকেও ফুরসুত দিও সুষ্ঠুতার সহিত—
তা'র প্রয়োজন-পূরণে ;
তাই ব'লে, কেবলই
অযথা নিজ প্রয়োজনকে
উপেক্ষা ক'রে চ'লো না অন্যায্যভাবে,
তা' পূরণ ক'রো সৌজন্যে ;
নির্দ্বন্দ্বিতায়, অবিপর্য্যয়ে
অনেক বিপাক থেকে রেহাই পাবে।৯০৫।

২৬।১০।১৯৪৮, বিকাল ৩টা

লাভ হ'তেই হবে
এমনভাবে খরচ কর,
আর, করও তেমনি—
পাবেই পাবে।৯০৬।

৩০।১০।১৯৪৮, সকাল ৬-১৫

আগে দীক্ষিত হও—সৎনামে,
সদ্‌গুরু হ'তে,
অচ্যুত অনুরাগে,
তা'রপরে যা'ই কেন কর না—
লেগে যাও আপ্রাণ
সদনুপূরক চলনে,
তোমার কৃতকার্য্যতা জয়ে বিভূষিত হবে,
আর, এই-ই তা'র রাজপন্থা।৯০৭।

৩০।১০।১৯৪৮, সকাল ৯-৪৫

যদি বাতকে-বাত সাদিচ্ছ না হও,—
সদ্‌গুরু হ'তে দীক্ষা নাও,
অচ্যুত অনুরাগের সহিত
তাঁকেই অনুসরণ কর—
সব দিক দিয়ে;
আর, সৎ, সৎপ্রতিষ্ঠান বা সাধু
যেখানেই দেখবে—
সামর্থ্যে যতটুকু আসে, যতটুকু পার—
সেবা ক'রো, সাহায্য ক'রো
তা'দের ইষ্টকর্ম্মানুরাগে,
অটুট থেকে নিজে—ইষ্টে,
—প্রসারিত হবে অন্তরে। ৯০৮।

৩০।১০।১৯৪৮, বেলা ১০টা

ক্ষিপ্র হও, দক্ষ হও,
সময়-সমীক্ষু হও,
কূটবিশারদ হও,
প্রস্তুত থাক কৃতনিশ্চয়ে—
অচ্যুত ইষ্টানুরাগী হ'য়ে—সক্রিয়তায়;
কূটবিশারদ হ'তে গিয়ে
নিজেই কূটবিদ্ধ হ'য়ে ব'সো না,
আর, এগুলি স্বভাবসিদ্ধ ক'রে চল,—
একটা জীবন্ত মানুষ হ'য়ে দাঁড়াও
সবার কাছে। ৯০৯।

৩০।১০।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫০

সাধুতাই সুষ্ঠু কৌশল। ৯১০।

৩০।১০।১৯৪৮, বিকাল ৬টা

সতীত্বের সুমহান্ প্রসাদই হ'চ্ছে—
স্নেহ, সম্বর্দ্ধনা.
সতীত্ব যেমন দঢ়
স্নেহও তেমনতর। ৯১১।

৩১।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

অত্যাচারিত হ'য়েও
প্রীতি যেখানে অচ্ছেদ্য,—
ভালবাসা সেখানে মুক্ত। ৯১২।

৩১।১০।১৯৪৮, রাত্রি ৯-১০

সব সময় সব বলাও যায় না,
বোঝাও যায় না অবস্থার,—
বোঝানও যায় না উপযুক্ততার অনটনে,—
সময়ে অনেক কিছুই পরিস্ফুট হয় ;
তাই, শ্রেয়ানুবর্ত্তিতাই
চলা ও বুঝ পাওয়ার সমীচীন পথ—
তা'তে বিপদও কম। ৯১৩।

১।১১।১৯৪৮, বিকাল ৪-৪৫

শ্রেয়ানুবর্ত্তিতা যা'দের নাই—
তা'রা দুষ্ট প্রকৃতির,
—হয় মনে, না হয় শরীরে,
কিংবা উভয়েতেই—সাধারণতঃ,
অনিবেশী তা'দের শরীর-মন প্রায়শঃ—
বা'র চাল তা'দের
যতই ফর্সা হোক না কেন। ৯১৪।

১।১১।১৯৪৮, বিকাল ৫-৩৫

ধর্ম্মাচরণ
ধ'রে রাখে সত্তাকে—সবারই
যেমন ব্যষ্টিকে,—আর তা-ই নিয়ে
তেমনি ক'রেই—সমষ্টিকেও,
দাঁড়িয়ে থাকে ধর্ম্মের উপর সব,
ধারণ করে—
ধ'রে রাখে ধর্ম্ম—যা'-কিছুকে,
আর, তা-ই যদি হয়
রাষ্ট্র দাঁড়াবে কোথায়—ধর্ম্ম বাদ দিয়ে?
তাই, ধর্ম্মই হ'চ্ছে ভিত্তি—
আর, তা' যেমনতর দৃঢ়,
রাষ্ট্রও দাঁড়িয়ে থাকে তা'র উপর,
তেমনি অটুট সত্তায় ;
ধর্ম্ম ছাড়া রাষ্ট্র যা'—
সত্তাহারা শরীরও তাই। ৯১৫।

১।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫০

যে-ভাল
আদর্শে বা ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
পোষণ বা পরিপূরণ ক'রে তোলে না—
সে-ভাল বিপাকে কিন্তু
কালোই হ'য়ে দাঁড়ায় পরিণামে।৯১৬।

১।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-২৫

যে-ভোগ শ্রেয়-বিরোধী—
ইষ্ট বা সত্তার্থী নয়কো—
অস্তিত্বকে পরিপোষণ ক'রে তোলে না—
তা' জাহান্নমেরই লালিমা।৯১৭।

১।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৩০

সংগ্রহ ক'রতে যা'রা পারে না—
উৎসাহী ক'রে, প্রবুদ্ধ ক'রে মানুষকে,—
এক নিঃশ্বাসে বুঝে নিও
তা'রা সেবায় মূঢ়,
অন্তরে তা'রা দৈন্যক্লিষ্ট,
দ্বিধা-দুর্ব্বল ঔদার্য্যে।৯১৮।

১।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫০

সংগ্রহ করে খুব—
কিন্তু ধাপ্পাবাজি চলনে,
উত্তরে দুর্দ্দশার অঙ্ক মুক্ত তা'র।৯১৯।

১।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫৫

যা'তে নিজেকে যেমনতর দান ক'রেছ—
তা'কে পেয়েছও নিজের ক'রে—
তেমনতর ;
আর, আত্মদানের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যা'তে বা যা'কে তুমি তোমাকে
যেমনতরভাবে নিয়োগ ক'রেছ—
সক্রিয়ভাবে,
তা' তোমাতে তোমারই হ'য়ে উঠছে—
স্বতঃ-অনুভবে, আয়ত্তে ;
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের তাৎপর্য্যও তা-ই।৯২০।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১০

জ্ঞান থাকে জ্ঞানীতে,
সমীক্ষা, সেবার ভিতর-দিয়ে—
সমন্বয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁতে ;
তাই, জ্ঞানেই যদি তোমার ঈপ্সা থাকে
জ্ঞানীকে ঈপ্সিত ক'রে তোল,
আর, সক্রিয়তায় সার্থক সমীক্ষায়
প্রাণ ঢেলে প্রীতি-উৎসারণে
তাঁ'রই অনুবর্ত্তী হও,
জ্ঞান দীপ্ত হ'য়ে উঠবে স্বভাবে—
সহজে।৯২১।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৫

যেমন দেবে, হবেও তেমনি—
আর, পাবেও তা'ই।৯২২।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-২৭

সর্ত্ত রেখে যা' দেবে—
সর্ত্তের মধ্যস্থতায়
তা' পেতে হবে তোমাকে কিন্তু,
বোঝ,
আর, সমীচীন যা' তা'ই কর।৯২৩।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৫০

সবার মূলে যিনি—
তাঁতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে সমন্বয়ে
যা'র যা'-কিছু সব—
তাঁ'তে আত্মনিয়োগ কর—সেবায়
অর্থাৎ পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায়,
পরিপূরণায়—সক্রিয়ভাবে ;
পাবে সব—সার্থক সমন্বয়ে—
তাঁ'তে, তাঁ'কে—আরোতে।৯২৪।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-১০

কি ক'রে কেমন ঠেকে,
বোধ হয় বা হয়—
তাই-ই অনুভূতি—মোক্তা কথায়।৯২৫।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৪০

নিজেকে জাহির ক'রতে যেও না খামাখা—
বরং জহুরী হও,
আর, তা'ই ভাল।৯২৬।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৪৫

তোমার দেওয়াটাই
পাইয়ে দেবে—যেমন পেতে পার।৯২৭।

১।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৫০

দেখা বা করার বোধ—
যখন সার্থক সমন্বয়ে একীকরণে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সেইটেই হ'চ্ছে জানা বা জ্ঞান ;
তেমনি জগৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে
সার্থক-সমন্বয়ে, ইষ্টে যখন
সমস্ত তাৎপর্য্যে একীকৃত হ'য়ে ওঠে—
যা'র কাছে,
প্রজ্ঞা তৃপ্ত ক'রে তোলে তখনই
স্মিত হাসিতে তা'কে।৯২৮।

২।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

যে-ভালবাসায় অনুবর্ত্তিতা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না—
সুখে সানন্দ চলনে—
বাধাকে ব্যাহত ক'রে,
তা' ক্লীব তো বটেই—বিকৃতও।৯২৯।

২।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩০

ভালবাসা যেখানে যেমন—
ফলও ফলে সেখানে তেমন।৯৩০।

২।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৩২

চ'লতে যদি রাস্তার দূরত্বকে
হামেশা ভাবতে থাক—
চলায় দম ক'মে যাবে,
তেমনি খরচের জায় সামনে রেখে
যদি চ'লতে যাও—
অর্জ্জনের আগ্রহ ঢিলে হবে অনেকখানি,

তাই, অর্জ্জনে দক্ষ হ'য়ে চল
উপচয়ী পদক্ষেপে,
অব্যবস্থিত না হ'য়ে,
অর্জ্জনপটু হবে।৯৩১।

৩।১১।১৯৪৮, বিকাল ৫-২০

সাংসারিক কাজই হোক
বা যে-কোন ব্যাপারই হোক,—
যে কোন-কিছু ধ'রে
বাস্তবে
সময়মত কৃতকার্য্য হ'তে পারে না,
প্রচেষ্টা যা'র নিরবচ্ছিন্ন নয়কো—
সমুচিত বুদ্ধি নিয়ে,
সে কোথাও কৃতকার্য্যই হ'তে পারে কম—
ধর্ম্ম-কর্ম্ম তো কা কথা।৯৩২।

৩।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫

সাংসারিক ব্যাপারেই হোক,
আর, যে-ব্যাপারেই হোক,
অকৃতকার্য্যতা যা'কে পেয়ে বসেছে—
আধ্যাত্মিক চক্ষুও তা'র তমসাচ্ছন্ন—
এটা প্রায়শঃই।৯৩৩।

৩।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১০

জীবনের প্রতি তা'রাই তত কৃতঘ্ন
পথ পেয়েও যা'রা বাঁচার প্রচেষ্টায়
বিরত থাকে,
আর, যা'রা নিজের প্রতিই কৃতঘ্ন—
অপরের প্রতি তা' হওয়া
তা'দের স্বাভাবিক।৯৩৪।

৩।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১টা

বীতধর্ম্মা, পতিতা
বা পরিত্যক্তা, ধর্ষিতা হ'য়েও
অনুতপ্তা অথচ গম্যা—
এমনতরদের অবজ্ঞা না ক'রে
যা'রা কৃষ্টি ও বর্ণানুপাতী বিধিমত
ন্যায্য পন্থায় তা'দের গ্রহণ ক'রে

উৎকর্ষে অধিগমনকে মুক্ত ক'রে দেয়,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয় তা'দের উপর—
যদি ঐ স্ত্রীগণ অনুবর্ত্তিনী থাকে
সেবা, সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
—ধর্ম্মে। ৯৩৫।

৪।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-২০

যে-স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়,
সন্দিগ্ধা, স্বেচ্ছাচারিণী—
স্বর্গেও তা'র নরক-পরিবেষ্টনী অকাট্য;
আর, পুরুষ যদি ইষ্টানুবর্ত্তী না হয়—
গুণসজ্জা তা'র যা-ই থাকুক না,—
প্রাপ্তি তা'রও তা-ই। ৯৩৬।

৪।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসংরক্ষণ, আত্মপ্রজনন
এবং ঐক্যের পথে একত্বে
অর্থাৎ, ঈশ্বরে সংবর্দ্ধন—
এই তিনটির সুষ্ঠ পরিকর্ষণই হ'চ্ছে
কৃষ্টি-তাৎপর্য্য। ৯৩৭।

৪।১১।১৯৪৮, বেলা ৯টা

মূঢ়ত্বে প্রভাবান্বিত না হ'য়ে
প্রবুদ্ধ হওয়াই ভাল—
ক'রে, বুঝে, চ'লে—
অচ্যুত-আনতি-সহকারে—
দক্ষতায়। ৯৩৮।

৪।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-২৫

প্রেরণাই যদি চাও,—
প্রেরিত হও শ্রেয়ে—
সমস্ত হৃদয় দিয়ে—
সেবায়, সক্রিয়তায়—
সার্থক উদ্যমে। ৯৩৯।

৪।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-৩৪

প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা-প্রবল হ'য়ে
মানুষ যখন অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে—
তখনই সে কৃতঘ্ন তা'র সত্তার প্রতি ;
আর, প্রবৃত্তি যা'র সত্তা-পরিচর্য্যায় নিরত,
সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে,
পরিপূরণে উচ্ছলিত—
সাত্ত্বিক মানুষ সে বাস্তবতায়।৯৪০।

৪।১১।১৯৪৮, বিকাল ৪-২৫

সেবা যেখানে সক্রিয়-অনুবর্ত্তিতাহীন
প্রীতি বা ভালবাসা সেখানে সন্দেহের।৯৪১।

৫।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

অনুরক্তদের ভিতর
দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা, অসহানুভূতি
ও অনৈক্য
প্রিয়তে প্রীতি-অভাবই সূচিত করে।৯৪২।

৫।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-২০

ইষ্ট, কৃষ্টি বা সদাচারের
অপরিপালনে যে পাতিত্য ঘটে—
তা' কৃষ্টিগত,—জন্মগত নয়কো,
তাই, বিহিত প্রায়শ্চিত্তে পরিশোধ্য।৯৪৩।

৬।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

যা'রা মানুষের মূল্যে
নিজেরা বড় হ'তে চায়, তা'রা পড়ে,
যা'রা নিজের মূল্যে
মানুষকে বড় করতে চায়—
তা'রা দাঁড়ায়।৯৪৪।

৬।১১।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

সৎ-উপার্জ্জন সবই ভাল,
সেবা-বিক্রয়ে উপার্জ্জন অপেক্ষা
প্রীতি-অবদান
পুণ্যের ও পবিত্রতার।৯৪৫।

৬।১১।১৯৪৮, বেলা ১২-১০

করা মানেই বাধাকে অতিক্রম ক'রে
উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করা,
আর, কর্ম্মের জীবনই ঐখানে—
প্রসাদও তা'তেই।৯৪৬।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৬-৪৫

যা'ই কর আর তা'ই কর,
তোমার প্রতি লোক যত শ্রদ্ধাবান হবে—
তোমার আদর্শের প্রতিও তত ভক্তিমান হবে—
আর, এতে তোমারও মঙ্গল
তা'দেরও মঙ্গল।৯৪৭।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১০

সুকৃতির লক্ষণ সুচরিত্র,
সুচরিত্র বুঝিয়ে দেয় সুচলন,
আর, এ যেমনতর
অন্তর্নিহিত ধৃতিও তেমনি।৯৪৮।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-১৫

সৎ-এর কাছে খোলা পথ,—
আর, অসৎ-এ তা' কন্টকাকীর্ণ।৯৪৯।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-২০

বেকুবিতে যা'রা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে,
সৎপরামর্শ তা'দের অপ্রীতিকর—
যদিও বাঁচার উৎকন্ঠা অবাধ্য তা'দের।৯৫০।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-২৫

প্রবৃত্তি-সমাচ্ছন্ন যা'রা—
বেকুব বিজ্ঞতায়
কড়াই-ফাটা হ'য়েই থাকে তা'রা—
সৎ-এ ঠাট্টাবাজ—
ক্ষয়ের জয়গানে দিশেহারা—
ভাবে, প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা ফুটবে বুঝি
এমনি ক'রেই,—
বোঝে না—'হা হতোঽস্মি'
অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে তা'দের জন্যে,—

পথ পেলেও তখন তা' ধরার ক্ষমতা
থাকে না—প্রায়শঃ,
ঔষধ—সৎ-এর সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তিতা।৯৫১।

৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩৭

সেবা-প্রখ্যাত যে,
সুষ্ঠু কৌশলী সে—প্রায়শঃ।৯৫২।

৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-১৫

কেবল ঢাকেই যা'দের
জয় বা খোসনাম—
তা'রা কেমন লোক—সন্দেহের,
ভয়েরও কিছু-কিছু।৯৫৩।

৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-২০

মানুষকে যদি সক্রিয় ক'রে তুলতে চাও
অনাবিলভাবে—ইষ্টপূরণে—
আগে তুমিই হও তেমনি
উদ্দীপনী অনুরাগ-সক্রিয়তায়—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সুকৌশলে।৯৫৪।

৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

আদায়ের পিরীত যেখানে—
প্রীতি-প্রতারণাও সেখানে।৯৫৫।

৮।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৩০

ভালবাসার আড়কাঠি
যেখানে আদায়ী প্ররোচনা—
প্রীতি-প্রতারণা সেখানে সহজ-সম্ভাব্য।৯৫৬।

৯।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টা

চিন্তা, বুঝ ও প্রচেষ্টার
বাস্তব পরিণয়ন—
যা' সমন্বয়ী এক-সার্থকতায়
সত্তায় সংহত হ'য়ে ওঠে—
মোটা কথায়, তা'কে শিক্ষা বলা যায় ;

এ বাদে উপাধি-ভূষিত, বুঝ-বিশৃঙ্খল,
বাবুয়ানী, দাম্ভিক বিজ্ঞতায়—
বিদ্যার বাস্তবমূর্ত্তি নিহিত কতটুকু
তা' বোঝা কঠিন। ৯৫৭।

১০।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-৪৫

দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠার সহিত আনতি-অভিবাদনে
ইষ্ট, গুরু, বা তাঁর অভিষিক্ত সকাশে
উপদেশের ভিতর-দিয়ে নিয়ম-গ্রহণ—
যা'-দিয়ে
জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়—
ঐ নিয়মানুবর্ত্তিতায়,
আর, যথোচিত অভ্যাসে
ক্রম-উৎকর্ষে,
ক্রম-বোধনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
জ্ঞান আহরণ ক'রে
প্রজ্ঞালাভে তৎপর হ'তে হয়—
যথোচিতভাবে কৃতকার্য্যতায় নিষ্পন্ন ক'রে,
তাই, একেই বলে সাধনা বা তপস্যা। ৯৫৮।

১০।১১।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

যে-ই যা-ই কিছু করুক না—
যদি তা'র পেছনে কোনপ্রকার
দেওয়ার দায়ী উদ্দীপনা না থাকে—
যা'কে বা যে-কিছুকে দিয়ে,
বা যা'র জন্য ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায়—
তা'র প্রেরণা লাগোয়া থাকে না অন্তরে,—
অভ্যাসেও তা'কে আনা কঠিন,
কৃষ্টি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না তা';
তাই, সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানের মূলেই আছে—
শ্রেষ্ঠের জন্য ক'রে বা দিয়ে কৃতার্থ হওয়া,—
যে-প্রবোধনা মানুষকে
ওতে অনুপ্রাণিত করে,
আর, যে করার প্রবর্ত্তনার মুখ্য তাৎপর্য্য—
ঐ করার ফলভাগী ক'রে তোলে তা'কে—
মুখ্যতঃ,

যেমন প্রীতির নেশায় দেওয়া—
দক্ষিণা, অর্ঘ্য, ইষ্টার্থে নিবেদন।৯৫৯।

১০।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৭-৫

মানুষকে তপোবিভূতির প্ররোচনায়
মূঢ়ভাবাপন্ন ক'রে তুলো না,—
ওতে লোক শিথিলনিষ্ঠ,
অলস, নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
চায়—না-ক'রেই ঐশী-পাওয়া,
অলৌকিকতাবাজ হ'য়ে ওঠে ;
যদি মঙ্গলই চাও—
তা'দের ক'রতে বল,
তুক্ ব'লে দাও,
যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে তা'ই করার,
বিহিত ক'রে,
তা'র ফলে আপনিই
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তা'রা,
করার প্রবৃত্তিও বেড়ে যাবে তা'তে,
পাওয়াটাও হ'য়ে উঠবে স্বতঃ ;
নয় তো, জাতটা একটা অর্থহারা,
আজগুবি তত্ত্ব-খিচুড়ী হ'য়ে উঠবে।৯৬০।

১০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

প্রয়োজন—যা' স্বল্প,
তা'কেও অপরিহার্য্য ক'রে
মূল্যকে আরো বড় ক'রে ধরা—
শ্রমবিমুখ হ'য়ে—
এই হ'চ্ছে পরভুকের বিশিষ্টতা,
আর, শ্রমভুক্ যে—
তা'র প্রয়োজনকে সঙ্কুচিত ও পরিচ্ছন্ন ক'রে
স্বল্পসাধ্য ক'রে
মূল্যকে খাটো করার প্রবণতাই বেশী।৯৬১।

১৬।১১।১৯৪৮, অপরাহ্ন

যা'রা কথা কয় বেশ,
কাজে গাফিলতিও অশেষ,
টাকার বরাদ্দ বা উপকরণের সরঞ্জামী জায়
ও খরচের বহরও বেহদ্দ যা'দের,
হিসাব-নিকাশে বেমালুমী ঢং এস্তামাল,

সময়, কথা ও কাজের সাক্ষাৎ সুকঠিন,
তা'রা শোষক-কর্ম্মী,
সাবধান থেকো এদের থেকে,—
নয়তো, পয়মাল তোমাকে
বেমালুম নিকাশ ক'রে দেবে,
—বেমালুম পয়মাল হবে।৯৬২।

১৭।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-৩০

কথায় যা'দের বিবেচনী-প্রতিভা,
বাস্তব অবধারণা সুচিন্তিত,
অনুকূল-প্রতিকূল বিবেচনায় আশাবাদী,
সিদ্ধান্তমূলক,
কথা আর দায়িত্ব ওতপ্রোত,
সময়মাফিক কাজের বাস্তব পরিণয়ন
স্বভাবসিদ্ধ,
আশ্রিত,—কিন্তু সাশ্রয় ক'রে
অল্প খরচে উপচয়ী ঢং যা'দের নাছোড়-বান্দা,
ঠক্‌বাজী ঘৃণ্য যা'দের কাছে,
হিসাব-নিকাশ পরিচ্ছন্ন,
বুঝদার, অচ্যুতনিষ্ঠ,—
তা'দের কাছে অন্য বিবেচনা
যা' দায়িত্বের ব্যত্যয় ঘটায়—
তা'র স্থান কমই ;
এমনতর লক্ষণওয়ালা যে-সব কর্ম্মী
তা'রা কিন্তু পোষক,
তা'রা লক্ষ্মীর বরযাত্রী,—
তা'দের আবহাওয়াই তোমাকে
উপচয়ী ক'রে তুলবে সর্ব্বতোভাবে ;
দেখে নিও বাজিয়ে,—ঠ'কবে কম।৯৬৩।

১৭।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-৫৮

যা'দের চলা, বলা, করা, জানা
ঈশ্বর বা ইষ্টে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি
বাস্তবে, সমন্বয়ে, সামঞ্জস্যে,—
তা'দের জ্ঞান যা'ই হোক না কেন
পল্লবগ্রাহী মাত্র,
বিদ্যা অনেক দূরে
তা'দের থেকে।৯৬৪।

১৭।১১।১৯৪৮, বিকাল ৪-২৫

বিজ্ঞ, লোকচর্য্যানিরত, সামর্থ্যবান, শ্রেষ্ঠ যাঁরা—
প্রধানতঃ তাঁরা
তোমার কাছে যখনই কিছু চান,—
ভেবো না—
তাঁদের স্বার্থ-সংক্ষুধার জন্য চাচ্ছেন
তোমার কাছে,
বরং অন্যকে পূরণ ক'রতে,—
যোগ্যতার উৎকর্ষণ ও পরিপূরণে
তোমাকে যোগ্য ক'রতে, সার্থক ক'রতে,
অনুকম্পী সহযোগী ক'রতে,
এক কথায়—
তোমার পাওয়াটা তোমাতে উন্মুক্ত ক'রে দিতে—
ঐ প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে ;
তাঁদিগকে ব্যাহত করো না—
আর, বিফল হ'তে যেও না অমনি ক'রে ;
পারগতা কর্ষিত হোক তোমাতে,
আর, তাই-ই ভাল—
যদি চাও আর পারই।৯৬৫।

১৭।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫

দাও, দান কর—
অন্তর্নিহিত দয়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে,
মূর্ত্ত ক'রে তোমার চরিত্রে,
প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লেও তা'কে ত্যাগ ক'রো না ;
আর, দয়া মানেই হ'চ্ছে
সংরক্ষণ, পরিপালন
যা' সৎ বা সত্তা—তা'কে,—
ফুল্ল প্রাচুর্য্যে।৯৬৬।

১৭।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

পুণ্য মন, পুণ্য চলন,
পুণ্য আহার, পুণ্য ব্যবহার—
এতে মানুষ দীপ্ত হয়,
সৌন্দর্য্যের অধিকারী হ'য়ে ওঠে—
স্বর্গ-সুষমায়।৯৬৭।

১৮।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১০

যখনই কর্ম্ম চ'লতে থাকে—
ধর্ম্মকে পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে

উৎসারিত ক'রে—প্রতি পদক্ষেপে,—
সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই সে—
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে—
চতুর্ব্বর্গে—ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে। ৯৬৮।

১৮। ১১। ১৯৪৮, রাত্রি ৯-২০

চালচলন, আচার-ব্যবহারে
যেমন সক্রিয় রকম—
সেই-ই হ'চ্ছে গুণের রূপ,
আর, তা'ই তা'র ব্যঞ্জনা বা প্রকাশ। ৯৬৯।

১৯। ১১। ১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

তোমার পরিবার-পরিজনে তুমি
এমন সশ্রদ্ধ-স্থান অবলম্বন ক'রে থাক—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
নির্ব্বৈর বিচার পায়,
বিশ্বাস পায়, বিরোধের অবসান পায়,
অনুকম্পী নীতিতে উন্নতি ও উৎক্রমণ লাভ করে
সক্রিয়ভাবে,—
সেবায় অর্থাৎ
পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে
প্রতিপ্রত্যেকে পরস্পরে
শান্তি ও সম্বর্দ্ধনার সহিত বসবাস ক'রতে পারে—
ঐক্য-প্রযোক্তা হ'য়ে,
উপচয়ী হ'য়ে, মিলনকুশলী হ'য়ে
আন্তরিক তৃপ্তি ও দীপ্তি নিয়ে;
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার সংসারে প্রত্যেকে—
পরিবার-পরিজন,—আদর্শে,
ঐকতানিক অবাধ চলায় ;
আত্মপ্রসাদী উন্নতির সশ্রদ্ধ অভিবাদন
অভিনন্দন-উৎসরণশীল হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে রাখুক। ৯৭০।

১৯। ১১। ১৯৪৮, বেলা ১১টা

যা'র যে ভাষা—
তা'তে তা'কে কৃষ্টিতপা হ'তে দাও,
ভাষা হ'চ্ছে কৃষ্টির অনুস্বর,
অভ্যস্ত ভাষায় চিন্তা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,

ঐ ফুটন্ত চিন্তাই
মানুষকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে ;
তা'তে যে বোধ বা জ্ঞান অধিগত হয়—
তা' আবার ভাষাতে অভিব্যক্ত হ'য়ে
পারিপার্শ্বিককে তা' সঞ্চারিত হ'য়ে চলে,
ভাষাও হ'য়ে ওঠে সম্পদশালিনী তা'তে ;
আর, অমনি ক'রেই জনগণ কৃষ্টিতে
আরোতর হ'য়ে ওঠে,
আর, কৃষ্টি হ'তেই
বাস্তব জীবনের উদ্বোধনা ;
তাই, মানুষকে যদি
কৃষ্টি-অনুগ ক'রে তুলতে চাও—
অভ্যস্ত ভাষায় তা'কে মুক্ত ক'রে তোল,
অবাধ ক'রে তোল,—
শুভপ্রসূ হবে তা' তোমার—
আর, জনগণেরও ;
নয়তো, কৃষ্টি মন্থর হ'য়েই চ'লবে বহুকাল।৯৭১।

১৯।১১।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫৫

যখন ইষ্টচিত্ত, উন্নতমনা,
সানন্দ, সাম্যচিন্তান্বিত,
ফুল্ল ও তৃপ্ত উভয়েই—
স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হ'তে পারে তখনই ;
সুসন্তানের জনক-জননী হওয়ার আশাই
এতে সমধিক,
—যদি বিহিত পরিণীত হ'য়ে থাকে।৯৭২।

১৯।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-২৫

মানুষের কর্ত্তব্য বা নেশা
যখন শ্রেয়-প্রীতিকে অবজ্ঞা করে,—
সেবা-প্রীতি বাচাল কুয়াশায়
সংশয় ও ক্ষোভে উবে যেতে থাকে ;
আর, কৃতঘ্নতাবিদ্ধ প্রেষ্ঠ
মিলিয়ে যেতে থাকে অন্তর থেকে—
তখন থেকেই।৯৭৩।

১৯।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

ভাবপ্রবণতা ও উদ্যম
কেন্দ্রায়িত যেখানে যেমন,—
ঐক্যও সেখানে তেমনি সক্রিয়।৯৭৪।

১৫।১১।১৯৪৮, বেলা ৯টা

পরপ্রতারক বা ঠগ্‌বাজ যে যত বেশী
আত্মপ্রতারক সে ততোধিক—
বাস্তবে।৯৭৫।

১৫।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-৫

দোষ-ত্রুটিতে দাম্ভিক যা'রা—
তা'রা অজ্ঞতারই প্রিয় শিষ্য।৯৭৬।

১৫।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-২৫

ইষ্টনিষ্ঠায় দড়, অনুকম্পী,
সেবাপ্রবণ, কৌশলী সময়ানুবর্ত্তীদের
প্রায়ই বড় হ'তে দেখা যায়।৯৭৭।

১৫।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-৩০

ভাঙ্গনপ্রবণ মন—শয়তানের অভিযাত্রী,
সে পছন্দ করে বিয়োগান্ত যা'-কিছু;
গড়নপ্রবণ মন স্বর্গের—
পছন্দও করে তা'রই সমাবেশ,
মিলন বা গড়ন;
যতক্ষণ যত বেশী তুমি
ভাঙ্গনের দর্শন নিয়ে চ'লছ—
গড়ন বহুদূরে তোমা হ'তে,
আর, যা' আছে তা' শ্রেয়তে পূর্ণ ক'রে
গ'ড়ে তোলবার নেশা
সক্রিয়ভাবে পেয়ে ব'সবে যত—
তুমি গড়নের, মিলনের, স্বর্গের.
ভাঙ্গা যা' নিটোল ক'রে জুড়ে' দেওয়ার,
খুঁত যা' নিখুঁত ক'রে মিলিয়ে দেওয়ার,
ছিল যা' তেমনি ক'রে—আরোতে।৯৭৮।

১৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩৫

পাওয়ায় যা'রা অপটু,
হতাশা তা'দের সাথিয়া—
ভাঙনে, নির্ভিয়ে দেওয়ায়,
ম'রে-বাঁচার প্রলোভনী অভিনিবেশে ;
তাই, অজ্ঞ-বান্ধব তা'রা ভাঙনেরই,—
ভণ্ডুল-গীতিকা তা'দের কাছে
সুললিত, সুশ্রাব্য।৯৭৯।

১৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪৫

মানুষকে
তা'র সাংসারিক অবস্থানের ভিতর-দিয়ে
নীতিকে দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
যে-নীতি নিয়ে যায় কৃতকার্য্যতায়—
উপচয়ে,
সত্তাকে ধারণ ক'রে—সম্বর্দ্ধনে
অর্থাৎ ধর্ম্মে ;
তবেই তা' বোধগম্য হয় মানুষের সহজে,
প্রবৃত্তিও জন্মে চ'লবার—
রেহাই পেতে—দুর্দ্দশা থেকে।৯৮০।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-২৫

ভাবের মূর্ত্তি হ'ল ভাষা,
কৃষ্টি হ'ল ভাষার অনুপ্রেরক।৯৮১।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

যতদিন সৃষ্টি থাকবে—
প্রয়োজনমত ঈশ্বরও
নির্ব্বাচিতকে পাঠাবেনই তাঁ'র—
বাঁচাতে, বাড়াতে, ধারণ ক'রতে সত্তাকে ;
আবার, দুনিয়ায় মরণ ব'লে কিছু
যতদিন থাকবে
শয়তানও ক'রবে তা'—ফাঁক বুঝে,
পরিবেষণ ক'রতে মৃত্যুকে,
ভাঙতে—সংহতিকে, ঐক্যকে,
কৃষ্টিকে অবদলিত ক'রতে—
ধর্ম্মকে নির্য্যাতিত ক'রে ;
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর-দিয়েই বাড়বে—

মানুষের চেতনা, সম্বিৎ, সম্বর্দ্ধনা—
মরণ অতিক্রম ক'রে—
স্বসৌধে অবস্থান ক'রতে।৯৮২।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

শ্রেয় যখন অবদলিত হয়,
নির্য্যাতিত হয়—
লোকহিতৈষণার দোহাই দিয়ে,
বিচারে,—
বুঝে নিও, শয়তান
তা'র শাসন বিস্তার ক'রছে—
সগৌরবে।৯৮৩।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

শয়তান যখন তা'র রোল রাজত্ব
বিস্তার ক'রে শাসন চালাতে থাকে—
মরণকে সার্থক ক'রতে,
নিঃশ্বাসকে নিঃশেষ ক'রতে,
জীবনের সামহোতা যা'রা
স্তিমিত চলনেই চ'লে থাকেন,—
মানুষের অন্তরকে অভিষিক্ত ক'রে চলেন—
গা' ঢাকা দিয়ে আড়ালে তখনও ;
হঠাৎ মনে হয় কোত্থেকে
জীবনের আগুন জ্ব'লে উঠলো—
নিষ্ঠার সমিধে,
হোতার ইষ্ট-মন্ত্রে,
ঐক্য ও সংহতির হবিঃ-প্রক্ষেপে,
অন্তর আবার স্বর্গ হ'য়ে ফুটে উঠলো—
পাপ পুড়তে থাকলো সেই আগুনে—
জীবন চ'ললো উচ্চেতনায়—
সৎমান্ত্রিক অভিষ্যন্দে।৯৮৪।

২০।১১।১৯৪৮, বেলা ৯টা

ঈশ্বর চান
শয়তানকে সংশোধন ক'রতে,—
উন্নীত ক'রতে সৎ-এ,—উপচয়ে,

শয়তান চায় ঈশ্বরকে অবলুপ্ত ক'রতে—মরণে,
নিঃস্ব ক'রতে—নিঃশেষে।৯৮৫।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৯-২০

ঈশ্বর মৃত্যু চা'ন মৃত্যুর—
জীবন-অভিষ্যন্দনে আনন্দে,
উপচয়ী চেতনায়, ফুল্লফলনে ;
আর, শয়তান মৃত্যু চায় জীবনের—সত্তার—
ক্লেদনে, ছেদনে, ক্ষয়ে।৯৮৬।

২০।১১।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

সৃষ্টি থাকবে ততদিন
ঈশ্বর থাকবেন যতদিন—স্বত্বে—
লীলায়িত পরিচলনায়—
বোধ-উপভোগে।৯৮৭।

২০।১১।১৯৪৮, বেলা ১১-২০

বৃত্তি-পরিদলন বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করাই যে ধর্ম্ম
তা' নয় কিন্তু,
বরং তা'দের সুষ্ঠু, সবল
ও ইষ্টানুগ ক'রে তোলাতেই তা' ;
আর, এতে যে যেমন—
বীর্য্যবানও সে তত সব দিক দিয়ে ;
তাই, 'ব্রাহ্মীচলনে বীর্য্যধারণ'—শাস্ত্রের বাণী।৯৮৮।

২০।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৫০

ধর্ম্ম বা নিষ্ঠায় অস্বাভাবিক বাহুল্য
বা বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়কো,
নিজের সৎচলন অচ্যুত রেখে
সহজ উৎসারণায় চল,
অযথা বাড়াবাড়ি
অন্তরের আসল উৎসারণাকে
ঘোমটা দিয়ে রাখে,
আর, বাস্তবতাও মুহ্যমান থাকে তা'তে।৯৮৯।

২০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩০

কর, হও আর বেড়ে ওঠ ক্রমশঃ—
চরিত্রকে উচ্ছল ক'রে,

সব দিক দিয়ে—
উন্নতিতে, আরোতে ;
তোমার বেড়ে ওঠা, বিস্তার পাওয়া
এমনি ক'রেই সহজাত হ'য়ে উঠুক,
আর, তা'তেই হবে তা' সার্থক—বাস্তবতায় ;
যা' নও, তা' দেখাতে যেও না,
কর—হওয়ার বুদ্ধি নিয়ে,
হও—দেখুক। ৯৯০।

২০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩৭

চুক্তিতে না পোষায় ব'লো,
আবেদন ক'রো—
চুক্তি ক'রে তা' খেলাপ ক'রো না ;
তা'তে অযোগ্যতায় তোমারও চরিত্র নষ্ট হবে,
যা'কে চুক্তি দিয়েছ
সেও বিব্রত হ'য়ে প'ড়বে—লোকসানে,
প্রতিষ্ঠাও অপদস্থ হবে তোমার। ৯৯১।

২০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-৩০

যা' যেমন আপ্ত যা'র—
প্রাপ্তও তা' তেমনি তা'র। ৯৯২।

২০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১১-১৫

চুক্তিখেলাপ হামেহাল—
প্রতিষ্ঠাও পয়মাল। ৯৯৩।

২১।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-২৬

যে-বুঝ কার্য্যে পরিণত হয় না,
বাস্তবে বে-হিসাবী,—
ব্যর্থতাই তা'র উপঢৌকন। ৯৯৪।

২১।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

প্রীতিবাধ্য মন
যখন সত্তাবাধ্যতাকে এড়িয়ে—
বৃত্তি-অনুগ স্বেচ্ছাচলনের

উপকরণ সংগ্রহ করে,—
মরণপন্থী সে।৯৯৫।

২১।১১।১৯৪৮, সকাল ৯-৫

কু ও সু অনেক ভাব বা কথাই মনে আসে—
কু যা' তা' ব'লোও না,
আর, ক'রোও না কাজে,
সামাল থেকো তা' হ'তে,
আর, মানুষকে রেখোও তেমনি ;
সু যা' তা' ভাব,— আর, যত পার
কাজেও ফলিয়ে তোল তা',
এতে তৃপ্তিও পাবে—
অভ্যাসও আয়ত্তে রাখবার যোগ্যতা বাড়বে,—
ফ্যাসাদেও পড়বে কম।৯৯৬।

২১।১১।১৯৪৮, বেলা ১১-৫৯

সেবাবিমুখ, অকৃতজ্ঞপ্রীতি
প্রবঞ্চনা ও স্বার্থসিদ্ধির হাতছানি,
সাহচর্য্যহীনতাই এর নির্দ্দেশক—
যা' অনুস্যূত থাকে ওর অন্তরে।৯৯৭।

২১।১১।১৯৪৮, বিকাল ৪-৩০

অনিষ্টকর মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
যা'রা চলে বা করে—
তা'রাই মিথ্যাচারী—তাৎপর্য্যে।৯৯৮।

১৩।১১।১৯৪৮

এক আদর্শে রত, ভাবিত,
তৎপর বা অনুবর্ত্তী যা'রা যেমন—
পরস্পরের মধ্যে একতাও
তেমনতর সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠ।৯৯৯।

১৩।১১।১৯৪৮

বিবেচনা ক'রে
যা'কে যে-কাজের ভার দিয়েছ—
একটু অসুবিধা হ'লেই তা'কে সরিয়ে দিও না,
বরং দেখ সজাগ চক্ষুতে তা'কে,
সুফল-সম্ভাব্য হ'লে এমন চাপ দাও

যা'তে সে উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে,—
কুশল হ'য়ে ওঠে যোগ্যতায়—সানন্দে ;
তা'তে তা'রও ভাল—
তোমারও উপযুক্ত লোকের সংখ্যা
বেড়ে যাবে ধীরে-ধীরে,—
নয়তো, লোকাভাব
কোনদিনই মিটবে না কিন্তু। ১০০০।

২২।১১।১৯৪৮, সকাল, ৮-১৫

যা'রাই কর্ম্মপ্রাণ হ'তে চায়—
সহযোগী সংগঠনী ধাঁজ যদি তা'দের না থাকে,—
তা'রা যতই সুকর্ম্মা হোক না কেন,
হামেশাই তা' ভণ্ডুলস্পর্শী হ'তে থাকবে ;
তাই, বিচক্ষণ চক্ষুতে, সাদর উদ্বোধনায়
সহযোগী-সংগ্রহে তৎপর থেকো,
নয়তো, তোমার চলনই
তোমাকে বোকা ক'রে ফেলবে ;
কৃতকার্য্য করাতেও পারবে না কাউকে—
নিজেও হ'তে পারবে না তা',
মনে রেখো সাবধানে। ১০০১।

২২।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

প্রবৃত্তি যখন সত্তাকে
বিধ্বস্তির পথে টেনে নেয়—
পাপ তখনই আগলে ধরে,
আর, মরণ অদূরেই অপেক্ষা ক'রে রয়। ১০০২।

২২।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

তোমার চলন যেন সত্তাকে
সমৃদ্ধির পথেই নেয়,
বিধ্বস্তি হ'তে সামাল থেকো,
ফ্যাসাদে প'ড়ো না—লোভের দায়ে। ১০০৩।

২২।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪০

যা'রা অন্যায় ক'রে ঢাকে
ন্যায়ের অছিলায়,—
তা'রা অন্যকে যখন সন্দেহ করে—
বাস্তবে প্রমাণ পেলেও

তা' অবিশ্বাসই ক'রে থাকে—
নিজের সাথে মিলিয়ে। ১০০৪।

২২।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২টা

কা'রও ভাল কেউ ক'রে দিতে পারে না,
দেখিয়ে দিতে পারে, ব'লে দিতে পারে—
সাথিয়া হ'তে পারে বিহিত পথে ;
কেউ যদি ক'রেও দেয়,
তা' ভোগ ক'রতে পারা যায় না বিহিতভাবে—
যতক্ষণ তা' নিজে অর্জ্জন করা না যায় ;
তাই, নিয়ম গ্রহণ কর,
উপদেশ নাও—যে জানে তা' হ'তে,
আর, নিজে চল সেই রাস্তায় ;
ভাল যা' তা' অর্জ্জন কর, উপভোগ কর,
আর, মানুষকেও তা' বাতলে দিয়ে
তা'দেরও ঐ চলনায় চলৎশীল ক'রে তোল
যা'তে উন্নত হ'তে পারে তা'রা—
অবশ্য যা'রা চায় ;
সার্থক হবে—আত্মপ্রসাদ পাবে। ১০০৫।

২২।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩৫

জীবন যা'তে চলে তা' যেমন
কাঁটায়-কাঁটায় না ক'রলে হয় না—
ব্যত্যয় হয়,
তেমনি জীবন যা'তে বাঁচে তা'ও
কাঁটায়-কাঁটায় না ক'রলে হয় না—
মৃত্যুতে পায় ;
তাই, চল,—যা'তে বাঁচ
তা'তে অভ্যস্ত হ'তে হ'তে—
বিহিতভাবে। ১০০৬।

২৩।১১।১৯৪৮, সকাল ৯টা

অকেজো মনোনয়নে উন্নতির স্বপন
আর অধঃপাতের বীজ বপন—
একই কথা। ১০০৭।

২৩।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫টা

ইষ্ট বা প্রেষ্ঠ-নিদেশ সময়মত
পালন ক'রতে পারছ না বাস্তবে,—
ঠিক জেনে রেখো—
সময় ও পালনের অসংগতি
অভ্যাসে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তোমার চরিত্রে—
অকৃতকার্য্যতার অপযশে
তোমাকে ভূষিত ক'রতে,
তুমি পার না বা পারবে না—
তা' বাস্তবে বুঝিয়ে দিতে,
সজাগ থেকো সক্রিয়তায়,—
যদি রেহাই চাও।১০০৮।

২৩।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮-২৫

দুনিয়ায় চ'লতে—
সাধারণের সমান্তরাল হ'য়ে—
মানুষের সাথে সুষ্ঠু ব্যবহার ক'রো—
যা'তে তোমার প্রতি সবাই সশ্রদ্ধ হ'য়ে চলে ;
তোমার ধন, মান, সম্পদের গৌরব,—
যা'তে অন্যকে ম্লান করে
এমনতর চলা, বলা
মানুষের অহংকারকেই উস্কে দেয়,
তা'তে তা'রা
স্বীকার ক'রে নিতে পারবে না তোমাকে,
প্রতিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়াবে,
তোমার শ্রী-কাতর হ'য়ে দাঁড়াবে
অহেতুকভাবে,—
অযথা বিরোধ-ভাগী হবে,
তাই, বুঝে চ'লো।১০০৯।

২৩।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

শুধু যথার্থভাষী হ'লেই চ'লবে না,
তোমাকে জীবহিতী হ'তে হবে—
সর্ব্বতোভাবে, সবরকমে—বাস্তবে,
ইষ্টানুগ সার্থকতায় ;
তবে তো সত্যব্রতী!
নয়তো, কাকলী মাত্র।১০১০।

২৪।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

আদর্শ-শোষক অনুরাগী অলসকর্ম্মা—
বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যয়ী উদ্দেশ্য
ও ব্যবস্থিতির পরিচারক,
অবাধ্য-চাহিদা পরিপূরণে নির্ম্মমপ্রত্যাশী,
অথচ আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় ও উপচয়-বৃদ্ধিতে
অন্ধ ও মন্থর-পরিচর্য্যাশীল। ১০১১।

২৪।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১০

যা'কে যেদিকেই
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে চাও না কেন,
সব-সময়েই একপেশে রকমে
তা' হ'য়ে ওঠে না ;
কখনও ধমকও দিতে হয়,
কখনও সংযতও ক'রে রাখতে হয়,
আবার, চলন্ত ক'রে তুলতে যেখানে যেমন লাগে
তা'ও করতে হয়,
ধমক, থমক্, চাল
তিনে সাবুদ হাল। ১০১২।

২৪।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭টা

আদর্শে শিথিল অনুরাগ যা'দের—
উদ্দেশ্যও তা'দের বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত,
সমন্বয়হীন—ভবঘুরে। ১০১৩।

২৪।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮টা

নিরবচ্ছিন্ন ইষ্টপ্রতিষ্ঠ
উপচয়ী-কর্ম্মাই কর্ম্মযোগী,
আর, তাঁ'তে সমন্বয়ী-সংন্যস্ত যিনি
তাঁ'রই কর্ম্মসন্ন্যাস সার্থক। ১০১৪।

২৫।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩০

তুমি ইষ্টানুগ-সংচলন-নিরত থেকে
অনাসক্ত বিষয়ী হ'লেও
যখন অর্থ, কাম, মোক্ষ তোমাকে
সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে চ'লতে থাকবে,—
বোঝা যাবে তা'তে এই—

তোমার চরিত্র
ইষ্টসার্থকতার সমন্বয়ী চলনে
ধর্ম্মে উন্নীত হ'য়ে চলেছে তখন। ১০১৫।

২৫।১১।১৯৪৮, দুপুর ১-১০

সর্ব্বাগ্রে ইষ্টকর্ম্ম
উপচয়ী সমাধানের সহিত নিষ্পন্ন ক'রো,
তারপর ইষ্টসংশ্রবী করণীয়
যথাবিহিত উপযোগিতার সহিত ক'রে
তা'র ভিতর-দিয়েই নিজের সত্তাপোষণী
ও সম্বর্দ্ধনী যা'-কিছু ক'রতে হয় তা' ক'রো,
আবার, এ করাগুলির সার্থক সমন্বয়ে
পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু এমনভাবে ক'রো—
যা'তে শ্রদ্ধাদীপন হ'তে পার সবার কাছে ;
পর্য্যায়ানুপাতিক তোমার নিষ্পন্নতা
এমনি ক'রেই কৃতীর আসনে
সমাসীন থাকতে পারে,
আপসোসের উপহাস তোমাকে
কমই উপভোগ করতে হবে। ১০১৬।

২৫।১১।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

আল্‌সে অনুপযুক্ত সহযোগী
উপচয়বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, পোষাকী,—
খরচার বরযাত্রী। ১০১৭।

২৬।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-২০

যিনি শ্রেষ্ঠ—শ্রদ্ধাস্পদ তোমার,
সৎ-শুভাকাঙ্ক্ষী যিনি,
তোমার ভালতে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন—
এমনতর যিনি তোমার,
বা যিনি যুগপুরুষোত্তম—
তাঁ'র সঙ্গ, সেবা ও সাহচর্য্যে
অগ্রণী হ'য়ে থেকো তুমিই,—
শোনায়, করায়, জিজ্ঞাসায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টানুগ চলনে প্রাজ্ঞতা লাভ কর—
তদনুবর্ত্তিতায়,
তাঁ'কে তুমি তোমারই
অবাধ্য প্রয়োজনীয় ক'রে রাখ,

তুমি তাঁর প্রয়োজন হওয়ার অবসর
দিতে যেও না,
সম্বিতে সার্থক হ'বার এই-ই পথ।১০১৮।

২৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৩০

উৎসুক হ'য়ে বুঝো আর ধারণা ক'রো,
যা' ধারণা ক'রছ—
ভাবরঙিগল হ'য়ে ওঠ তা'তে,—
যদি তদ্ভাবিত হ'তে চাও ;
মন ও মস্তিষ্ককে সেই ঝোঁকা ক'রে তোল,
তা'র সব দিককার চিন্তাগুলিকে
সমাবেশ ক'রে
বল, লেখ বা কাজে কর—
বাস্তবতায় মূর্ত্তি দিতে ;
এতে অভ্যস্ত হ'লেই ভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
সব আবেগ নিয়ে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে তা'কে—
যখনই প্রয়োজন।১০১৯।

২৬।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪০

জানাগুলি সক্রিয়তায়
যখন পারস্পরিক সমন্বয়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রজ্ঞা আসে তখনই।১০২০।

২৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৬-৪৯

অনুরাগ যেখানে বিচ্যুত
অধিগমনও সেখানে বিচ্ছিন্ন,
আর, জ্ঞানও সেখানে সমন্বয়হারা,
তাৎপর্য্যহীন, নিরর্থক।১০২১।

২৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৭টা

চিত্ত যেমন বৃত্তি-সমাচ্ছন্ন,
ব্যক্তিত্বও তেমনি গ্রহগ্রস্ত।১০২২।

২৭।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৪

কাউকে তুষ্ট ক'রতে গেলেই
নিজে কষ্ট সহ্য ক'রতে হয়,

আর, তা' যা'র যেমন সুখের—
আত্মপ্রসাদও তা'র তেমনি। ১০২৩।

২৭।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-২২

কাউকে দুঃখ দিতে
নিজে দুঃখ দেওয়ার কষ্ট বহন ক'রেই
তা' ক'রতে হয়,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়ায় তেমনি ক'রেই তা'
আলিঙ্গন ক'রবে তোমাকে—
আরোতে কিন্তু। ১০২৪।

২৭।১১।১৯৪৮, বেলা ৯-২৫

শিথিল অনুরাগ
অপ্রতুলতারই আমন্ত্রক। ১০২৫।

২৭।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২-১০

শ্লথ যা'তে অনুরাগ—
উদ্যমও তা'তে শিথিল,
দায়িত্বও সেখানে ক্ষীণ,
অর্জ্জনও ম্লান সেখানে। ১০২৬।

২৭।১১।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪০

অনুরাগ যেখানে অবাধ—
উদ্যমও সেখানে অক্লান্ত,
অর্জ্জনও অপ্রতিহত সেখানে। ১০২৭।

২৭।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৫০

স্বল্পব্যয়ে বেশী কাজ—
সেই তো আসল মিতি ধাঁচ। ১০২৮।

২৭।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা

ঐক্যহারা, সেবাকঞ্জুষ, অসৎপ্রকৃতি যা'রা—
প্রকৃতিই তা'দের দুর্ভোগ আমন্ত্রণ করে,
নির্ব্বাসন-প্রবাস স্বতঃস্ফূর্ত্ত তা'দের—
স্বেচ্ছ বিচারে। ১০২৯।

২৭।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪৫

প্রেষ্ঠস্বার্থী অচ্যুত, সক্রিয় অনুরাগ
যা'দের নাই
তা'দের জানাগুলি বিচ্ছিন্ন,—
সমন্বয়ী সার্থকতায় দানা বেঁধে ওঠে না,
আর, অন্তদ্দৃষ্টিও অনেকখানি কম। ১০৩০।

২৮।১১।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০

সত্তা-সম্বর্দ্ধনায় তাচ্ছিল্যপ্রবণ
অথচ প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র, কৃষ্টিবিমুখ—
এই হচ্ছে অসৎ-তাৎপর্য্য। ১০৩১।

২৮।১১।১৯৪৮, সকাল ৮টা

অনুলোমক্রমে যে-কোন দুষ্কুল হ'তে—
স্ত্রী গ্রহণ করা যায়,—
সে স্ত্রী যদি গম্যা এবং প্রকৃতিতে
সত্তা-সমঞ্জসা হয় ;
আর, বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীগণ
সংস্কৃত হ'য়ে থাকেন ;
এবং স্ত্রী যদি ইষ্টানুগ, স্বামী-সেবাপরায়ণ,
সদাচারী ও সম্বর্দ্ধনশীল জীবন যাপন করেন,—
তিনি উৎকর্ষ-সমারূঢ়াই হ'ন,
আর, তা' পুণ্য-নির্ব্বাহী। ১০৩২।

২৮।১১।১৯৪৮, বেলা ১১-১৫

যে-সমাজ অপকৃষ্টদিগকে
উন্নত এবং আত্মীকৃত ক'রে নিতে পারে না
বিহিতভাবে—
তা' দুর্ব্বল ও দৈন্যগ্রস্ত,
স্বল্পপ্রাণ। ১০৩৩।

২৮।১১।১৯৪৮, বেলা ১১-২০

যা'রা মনে করে—
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রতে পারলেই
বুঝি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দৃঢ় হয়,—
অর্ঘ্যনীয়দের কন্যা বিবাহ ক'রতে পারলেই

সম্ভ্রান্ত হওয়া যায়,—
সৎনীতিকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রবৃত্তি-পরিচারী নীতিকে প্রতিষ্ঠা করাই
একটা বাহাদুরী মৌতাত,—
মূঢ় আত্মঘাতী তা'রা,
বংশশুদ্ধ নিজের সর্ব্বনাশ তো' করেই—
তা'ছাড়া পারিপার্শ্বিককে তা' সংক্রামিত ক'রে
সমাজ ও দেশকে সর্ব্বনাশা-বিষে
বিষাক্ত ক'রে তোলে তা'রা,
বৈশিষ্ট্যকে উৎকর্ষে সক্রিয় নিয়োগ করা
তা'দের কাছে একটা হতচ্ছাড়া ব্যাপার ;
সাবধান হ'য়ো এদের হ'তে,
নিরোধ ক'রো সর্ব্বতোভাবে তা'দের,
বৈশিষ্ট্যকে পুষ্টি দিও,
কৃষ্টিকে মুক্ত ক'রো,
ব্যক্তিত্বকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলো ;
মনে রেখো,
তোমার বৈশিষ্ট্যে তুমি বড় তত—
যত ইষ্ট, কৃষ্টি ও সত্তার উৎকর্ষী পরিপূরণী তা' ;
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পূজারী হ'য়ে
জন ও সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হও। ১০৩৪।

২৮।১১।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-২৫

আকাঙ্ক্ষা থাকলেও
যা'তে আগ্রহ না থাকে—
প্রচেষ্টা সেখানে শ্লথ হ'য়েই চলে,
মুহ্যমান সক্রিয়তা
আপসোসের বোঝা টেনে
প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষাকে
উপহাসাস্পদ ক'রে তোলে ;
তাই, যা' চাও,—
তা'র জন্য বিহিত করণীয় যা'
সাগ্রহে তা' সময়মাফিক কর—
প্রাপ্তিও তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে,
আকাঙ্ক্ষা উপহাসে পর্য্যবসিত হবে না। ১০৩৫।

২৮।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৩০

ভ্রম-সংশোধন

৭১৬ বাণী-সংখ্যার প্রথম পংক্তি হবে—সতীত্ব, সৎসেবা আর সদ্ব্যবহার—